ওপারের দাবী

শ্রীআশুতোষ ঘোষ বি, এল্

বরেন্দ্র লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ
৩৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ

মূল্য দেড় টাকা

বৈশাখ ১৩৪৪

প্রিণ্টার—শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ…আইডিয়াল প্রেস
১২।১ হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ওপারের দাবী

দেখ, দেখ, আজ কী সুন্দর চাঁদ উঠেছে,—ইচ্ছে কোচ্ছে, তোমাতে আমাতে এক হয়ে আকাশে উড়ে যাই।

গবাক্ষ দিয়া মৃদু-মন্দ বাতাস বহিয়া আসিতেছিল,—নিস্তব্ধ রজনী। শয্যার উপর, পূর্ণিমার চাঁদের রূপালি-জ্যোৎস্নার টুক্‌রায় স্নাত হইয়া, সন্ধ্যারাণীর মস্তকখানি স্বীয় বক্ষ-মধ্যে টানিয়া আনিয়া রমলরঞ্জন কথা কয়টী বলিলেন।

সন্ধ্যার শিরায় শিরায় আবেশ-মোহ ছুটিয়া চলে,—কিন্তু সুখস্পর্শের তীরভূমি প্লাবিত করিয়া সন্ধ্যার বক্ষ হইতে কোন্‌ অজানা হাহাকারের আকুলধ্বনি বেগে ছুটিয়া বাহির হইতে চাহে!

অদূরে ভীমরবে কালপেচক একটা সহসা নিশার নিস্তব্ধ মাধুর্য্য-মোহ ভঙ্গ করে। সভয়ে, সন্ধ্যা রমলের বক্ষে মুখখানা আরো সজোরে নিপীড়িত করে।

ওপারের দাবী

রমল হাসিয়া উঠিয়া বলেন,—সামান্য একটা পেঁচার ডাকে তোমার ভয় এত? এতই কোমল তুমি!

বক্ষঃস্থল হইতে মুখ ঈষৎ উন্মোচিত করিয়া সন্ধ্যা বলে,—শুধু তাই জন্যেই কি? তুমি কাল কোল্‌কেতায় যাবে,—এটুকু আমি যেন আজ ভুল্‌তেই পার্চ্ছি না। আগে আগে, কতবার তো কোল্‌কেতায় গেছ, কিন্তু এমনতর কোরে আমার বুকের মধ্যে কান্না জমাট বাঁধ্‌তে তো দেখিনি কখনো। তার ওপর ডান হাতটা আমার আজ ক'দিন থোরে খালিই নাচ্‌ছে। ভয়ে আমার বুকখানা শুকিয়ে উঠ্‌ছে। সই এয়েছিলো বেড়াতে,—তারে বলেছিলুম, সে বলে কি না,—অলুক্ষণ রে, সই, অলুক্ষণ! তাই ত ভাব্‌ছি,—কি অলক্ষণটুকু হবে,—কে জানে? এর ওপরেও অই হতভাগা প্যাঁচাটা ডাক দিয়ে বস্‌ল আবার।

সন্ধ্যার কপালের উপর ছুটিয়া চলিয়া আসা কয়েক গাছা রেশম সদৃশ কেশ মস্তকের উপর সরাইয়া দিতে দিতে রমল বলেন,—আরে, ছ্যাঃ, ছ্যাঃ, ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত পড়েও এখনো পর্য্যন্ত মনে ওই সমস্ত কু-সংস্কার জমিয়ে রেখেছো! আশ্চর্য্য! হাত নাচা, চোখ্‌-নাচা, প্যাঁচার ডাক,—এসবের ভেতর কি বৈজ্ঞানিক কোনও মানে থাকতে পারে, না আছে? ওই সব ধরে ধরে লক্ষ্য করা, আর মনে মনে অলক্ষণ, অলুক্ষণ ভাবা,—এই-ই তো হচ্ছে মন খারাপের প্রধান কারণ।

সন্ধ্যা উঠিয়া বসিল,—তখনও তাহার বুকের মধ্যকার হাহাকারের জের মিটে নাই। সেটাকে আমল না দিয়াই একটু গলা পরিষ্কার

করিয়া সে বলিয়া উঠিল, মানলুম না হয় ওগুলো সব কুসংস্কার, আমল দিলুম না, কিন্তু বুকের মধ্যে আপনা-আপনিই শুধু ছঁৎ করে উঠ্‌ছে কেন, বল দিকিন্‌ তবে? আমার মন যেন শুধুই বলে,—তোমার কাল কোল্‌কাতা গিয়ে দরকার নেই! বরঞ্চ ওপাড়ার ভট্টাচার্য্যি মশাইকে ডেকে, পাঁজি পুঁথি দিন-ক্ষেণ দেখে যাত্রা করলেই ভাল হয় যেন, এই মনে হয়।

হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিয়া রমল বলিলেন—আবার সেই ঘুরে ফিরে সেই কুসংস্কারেরই কথা! পাঁজি-পুঁথি দেখে চাকরী কত্তে গেলে, কোন্‌ চাকরাটা থাকে, সন্ধ্যা বল দিকিন্‌? বলি ওই যে সাহেবরা এত জায়গায় যাওয়া আসা করে, তারাও কি অশ্লেষা-মঘা দেখে যাত্রা কোরে বেরোয়, না তাই বেরোয় না বোলে তাদের পদে পদে বিপদ বাধে? কই দেখাও দেখি, এমনতর উদাহরণ, যেখানে সাহেবদের অমনতর যাত্রা কোরে, বিপদ্‌ বেধে গেছে।

—আমি মেয়ে মানুষ, বাহিরের খবর কি রাখি, যে তোমায় খুঁজে খুঁজে অমনতর উদাহরণ একটা আধটা দেবো। আর সত্যিসত্যিই তাদের মাথায় অমনতর বিপদ্‌ চাপ্‌ছে কি না, কে তার খোঁজ্‌ রেখেছে বল?

কিন্তু সত্য সত্যই সাহেবদিগের ভিতরও ওরকমতর না হউক, ভিন্ন রকমের কুসংস্কার যে প্রচলিত আছে, তাহা রমল-রঞ্জন জানেন না। এই যেমন তাঁহারা যাত্রার পূর্ব্বে, উল্টান কোট দেখিয়া বা পোষা কুকুর-বিড়ালের ক্রন্দন শুনিয়া বাহির হইতে ভয় পান।

ওপারের দাবী

ভাই বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমা-ধারী রমল উপদেষ্টার সুরে বলিয়া উঠিলেন,—

ওসব বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ কু-ধারণাগুলো, ত্যাগ করো, সন্ধ্যে! ওর মধ্যে না আছে মানে না আছে মুণ্ডু কিছু একটাও।

তৎপরে নিজের মনেই বলিয়া উঠিলেন,—এই জন্যেই বুঝি স্ত্রী-জাতির বেপরোয়া শিক্ষার খুবই দরকার হয়ে পোড়েছে,—তা না হলে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গাদার ওপর গাদা কোরে জমিয়ে রাখা কু-সংস্কারগুলো যায়ই বা কি সে? সন্ধ্যার বুকে তখনো সেই অজানা-আশঙ্কার রেশটুকু চলিতেছিল। সন্ধ্যা বলিল,—

যাই বল, বাপু, কাল সকালেই একেবারে না বেরিয়ে বরং দিনক্ষেণ দেখে কাজে বেরুলে, তোমার তাতে কী ক্ষতিটাই হবে শুনি? বরং সকালে উঠেই একখানা চিঠি লিখে দাও সাহেবকে,—শরীর বড় অসুস্থ, শয্যাশায়ী আছি,—কাল নিশ্চয়ই কাজে জয়েন কোর্ব্বে।

হাসিতে হাসিতে রমল বলিলেন—তা তুমি যদি বল—একটা দিন আরো বেশী কোরে আমার কাছে থেকে যাও তা হলে না হয় সেটা হবে একটা আলাদা কথা। তা যদি হয়, বেশত থেকেই যাব অখন্ না হয়। এক সঙ্গে থাকার আনন্দটুকু শুধু তোমারই কি একার হবে বোল্‌তে চাও? আমারও কি তাতে ভাগ নেই বড় রকমের একটা?

'ধ্যেৎ' বলিয়া মুচ্‌কি হাসিতে স্বর্গ রচিয়া, সন্ধ্যা উপাধানে মুখ লুকাইল। সরমের মুহূর্ত্তটুকু কাটিয়া গেলে তাহার অস্পষ্ট স্বর শোনা গেল,—

তবে তোমার থেকে দরকার নেই, যা ঠিক কোরেছ তাইই করগে। কালই সকালে চোলে যাও।

বলিয়াই সন্ধ্যা নিজের অন্তঃস্থলে একবার ডুব মারিয়া দেখিতে চাইতেছিল,—সত্যই কি সে স্বামীর আসন্ন বিরহাশঙ্কায় উদ্বেল হইয়া কুসংস্কারের নামান্তরটুকু ফাঁদিয়া বসিয়াছে, না তাহার অন্তরাত্মাটুকু সত্য সত্যই কোন্ একটা অজ্ঞাত ভয়ে মুষড়াইয়া ভাঙ্গিয়া যাইতে চাইতেছে মাত্র।

সন্ধ্যা কিন্তু কিছুই খুঁজিয়া পাইল না।

ততক্ষণ রমল চাঁদের পানে উদাসভরে তাকাইয়া ভাবিতেছিলেন,—আফিসে সংবাদ না দিয়া বা ছুটী মঞ্জুর না করাইয়া এমনই ত তিনি দুইটী দিন অতিরিক্ত কাটাইয়া দিয়াছেন,—না হয় আর একটা দিন বা আর একটী বেলা বেশী চাপিবে। ক্ষতি যদি হয়ই একান্ত, হইবে ওই দুইটা দিনের কারণেই,—আর একটা অতিরিক্ত দিনে বা বেলায় যাইবে আসিবে না কিছুই। 'যাহা বাহান্ন তাঁহা না হয় তিপান্নই' হইল—এইত!

আর সত্যই সন্ধ্যার সাহচর্য্য মন্দই বা কি লাগে তাহার? বেশ ত! প্রকাশ্যে বলিলেন—

তবে তাই হ'ক, রাণু, এস এখন রাত হয়েছে, শোয়া যাক্। কিন্তু বড় অসাবধান মুহূর্ত্তে তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল,—আশা করি, এমন এ সুন্দর রাত্তির-টুকুন্ আমাদের কাছে বিরহযামিনী বোলে বোধই হবে না।

২

রমলরঞ্জন কলিকাতার কোনও এক সওদাগরী আফিসে সেল্‌স-ম্যানের কার্য্য করিতেন। রমলরঞ্জনের তৎপরতা-গুণ ও সুশ্রী ফিট্‌-ফাট্ চেহারা দেখিয়া ম্যানেজার ড্যানিয়েল সাহেব তাঁহাকে ওই কার্য্যেই মনোনীত করিয়াছিলেন। মাহিনা তাঁহার মাত্র পঞ্চাশটী মুদ্রা হইলেও, বিক্রয়লব্ধের অর্থের উপর কমিশন আদি সমেত মাসে তাঁহার ১৫০৲ টাকা ১৭৫৲ পর্য্যন্ত রোজগার ছিল।

অতএব কামাই করিলে,—রমলরঞ্জনের নিজেরই লোকসান,—কমিশান-লব্ধ উপরি-পাওনাটুকু মাঠেই মারা যায় তাঁহার। রমলরঞ্জনের গঠন-সৌন্দর্য্য, কেতা-দুরস্ত কথাবার্ত্তা, ও খরিদ্দার মুগ্ধ করিবার কৌশলে, অনেক সময় নীলামী বস্তুর দাম বেশ চড়িয়াই যাইত। সাহেব তাহা বেশ বুঝিতেন।

রমলদেব আফিস,—নীলামী কারবার লইয়া। আফিসের মক্কেলরা কখনও কখনও তাঁহাকে গোপনে আসিয়া অনুরোধ করিত,—তাহাদের দেয় নীলামা জিনিসগুলি যেন বেশ ভাল চড়া দামে বিক্রীত হয়

এই সুযোগে, কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলাগণের সহিত তাঁহার বেশ আলাপ জমিয়াছিল।

পিতা অমলরঞ্জনের কঠিন পীড়ায়, সাত দিনের সাবকাশ লইয়া রমল বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ধামাসিন গ্রামে আসিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে শৈলী ওরফে সন্ধ্যারাণী পিত্রালয় হইতে শ্বশুরের পীড়ায় উপস্থিত হয়।

প্রায় মাস ছয়েকের অদর্শনের পর তরুণী পত্নীকে ক্রোড়দেশে পাইয়া নিজেই শৈথিল্য প্রকাশে কর্ম্মস্থলে যাইতে বিলম্ব করিয়াছিলেন। যদিচ মাতা শশীকণা একবার মাত্র বলিয়াছিলেন,—কর্ত্তা এখনও পথ্যি পাননি, আরো দু'দিনের ছুটী চাইলে হয় না?

ওদিকে, ফার্ম্মের পুরাতন মক্কেলরা রমলকে অনুপস্থিত দেখিয়া আপন আপন নীলামী সম্পত্তি নীলামে তুলাইতে অযথা বিলম্ব করিতে লাগিলেন। কাজেই ড্যানিয়েল সাহেব অগ্নিশর্ম্মা হইয়া পত্রাঘাত করিয়া বসিলেন,—your services are no longer required অর্থাৎ তোমার চাকুরী আমাদের কাজে আর লাগিবে না·····

পরদিন প্রাতে শয্যা হইতে উঠিবামাত্র পিওন হাঁকিয়া পত্রখানা রমলের হাতেই দিয়া গেল। পত্রপাঠ করিয়া, রমলের চক্ষুতে ধুঁয়া ঠেকিতে লাগিল।

সাহস করিয়া বিপদ-বার্ত্তাটুকুও সন্ধ্যার নিকট তিনি জ্ঞাপন করিতে পারিতেছিলেন না।

কিন্তু না বলিলেও নয় যে!—

সন্ধ্যা বলিয়া বসিল,--দেখ্‌লে, দেখ্‌লে, কেমন কু সংস্কার। কুসংস্কার, কুসংস্কার কোরে যে আমায় বড্ড উপদেশ দিচ্ছিলে, না,—হাতে হাতে কেমন ফল ফল্‌ল, দেখ্‌লে তো?

শুষ্ক মুখে রমল বলিলেন,—তোমার কু সংস্কারেরই এবার জিতের পালা বটে। তা আর কি করা যায় বল। এখন ভালয় ভালয় যাতে

দশটায় অফিসে পৌঁছুতে পারি, তার ব্যবস্থাটুকুন্ কর। দেখিগে, সাহেব এত ক্ষেপ্‌ল কেন?

নাঃ,—ইহার উপর আবার পাঁজি-পুঁতি দিন-ক্ষণ, পুরুৎ ভট্‌চাজ্যির দোহাই পাড়া চলেই না।

অগত্যা ক্ষুণ্ণ মনে সন্ধ্যা ছুটিয়া গেল,—খানকতক গরম লুচি আর কিছু ভাজা রমলের টিফিন বক্সে ভরিয়া দিবার জন্য। আর ফিরিয়া আসিয়াই রমলের স্যুটকেশটা লইয়া পড়িল,—কাপড়-চোপড় কোট-প্যাণ্ট জামা জুতা, দরকারী জিনিষ পত্র দিয়া ভরাইবার জন্য।

রমল শুধু বলিলেন,—মনে রেখো আটটা-দশের গাড়ী ধরা চাই-ই চাই!...

বিদায়কালীন, দক্ষিণ বাহুর মুহু-র্মুহু স্পন্দনের মধ্যে সন্ধ্যার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল,—সে ভাবিতে বসিল—

চাকুরীটা না যাইয়া আর থাকিতেছে না, বুঝি!...কিন্তু পরদিন মধ্যাহ্নে চির-পরিচিত হস্তাক্ষরের খামসমেত পত্র একখানা পাঠ করিয়া আহ্লাদে সে জ্ঞাত হইল—চাকুরী তাহার স্বামীর যায় নাই—সাহেব রাগান্বিত হইয়াছিলেন বটে কিন্তু রমলকে দেখিয়াই জল হইয়া গিয়াছেন।...তবু ভাল, পাঁচজনের কাছে তাহার মুখটুকু রক্ষা হইল। কিন্তু—অবোধ বক্ষ,—টিপ্ টিপ্ করিতে নিরস্ত হয় না কেন?

৩

রমলের আগমন সংবাদে আফিসের মক্কেলরা আসিয়া তাঁহার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিতে লাগিল। কোন্ জিনিষটা কত টাকায় বিক্রয় করা যাইতে পারে, অথবা কে কত টাকায় কোন্ জিনিসটা পাইলে সুখী হয়েন, তাহাই তাঁহাকে জানাইতে থাকে।

যে যাহাই বলুকনা কেন, কোম্পানীর স্বার্থ অগ্রে বজায় রাখিয়া তবে তাঁহদের সুবিধা করিয়া দিবেন বলিয়া রমল জানাইলেন। সেদিনকার মত আফিস বন্ধ হইবার প্রাক্কালে, হালফ্যাসানে সুসজ্জিতা অপূর্ব্ব সুন্দরী, বঙ্গমহিলা একজন চাপরাশির মারফৎ কার্ড পাঠাইয়া দিয়া রমলের কক্ষে প্রবেশ করিতে চাহিলেন। রমলকে আপিসের অনেক গোপনীয় সংবাদাদি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয় বলিয়া তাঁহার জন্য একটী ছোট পৃথক্ কক্ষ নির্দ্দিষ্ট ছিল,—তাহার দুইটাদিক ক্যাম্বিস দিয়া ঘেরা বাকী দুইটা দিক একটা হলঘরের একটা কোণাংশ।

কার্ডখানা পাইয়া রমল এইটুকু মাত্র জানিয়াছিলেন,—মিসেস্ চৌধুরী —নং একবাল্‌পুর লেন।

একবালপুর লেনটার ভিতরে ফিরিঙ্গি সাহেব অনেকে বাস করেন। তাঁহাদিগের পল্লীর মধ্যেই কার্ড-ধারিণীর বাস! অতএব মহিলা খুব সম্ভব আধুনিক ধরণের শিক্ষা-দীক্ষা-আলোকপ্রাপ্তা কেহ একজন বিশেষ কিছু হইবেন।

'আচ্ছা, লে আও' শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে চাপরাশি ঝটিতি বাহির

হইয়া গিয়া, মহিলাটীকে আনিয়া সম্মুখস্থ একটা চেয়ার দেখাইয়া দিয়া ফিরিয়া গেল।

রমলের মুখ হইতে 'গুড্ মর্ণিং' বলার সঙ্গে সঙ্গেই, প্রতিধ্বনি আসিল ও-তরফ হইতে।

অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে রমল সম্মুখস্থ চেয়ার দেখাইয়া দিলেন। তাহাই টানিয়া বসিবার কালীন তরুণী মিসেস্ চৌধুরী এক নিঃশ্বাসে বলিতে লাগিলেন,—দেখুন, আপনার নাম শুনেছি,—আপনি এক জন ভাল সেলস্ম্যান্। সেই জন্যেই আপনাদের আফিসে কয়েক্‌টা আস্‌বাব পত্র বেচ্‌তে দিয়েছি। শুনেছি, আমার জিনিষগুলো সেল্-লিষ্টিতে উঠে গেছে। কিন্তু তার আগেই, আপনার সঙ্গে দেখা কোরে জানাতে এয়েছি,—যাতে ঐ জিনিষ ক'টার দাম বাবদ আপনাদের খরচ খরচা-কমিশান ইত্যাদি বাদে আমার পকেটে অন্ততঃ ৫০০্‌টী টাকা আস্‌তে পারে, আপনাকে সেই চেষ্টাই কোর্ত্তে হবে, এইই আমার অনুরোধ। কারণ ঐ পরিমাণ টাকা ক'টা না পেলে, আমার ভারি বিপদ হবে,—এমন কি মান-সম্ভ্রম পর্য্যন্তও—

রমল বাধা দিয়া বলিলেন,—তবে কি আপনি বোল্‌তে চান,—ওই পরিমাণ টাকা না পেলে আপনি বিক্রীটা মঞ্জুর কোর্‌বেন না? কিন্তু আমাদের অফিসের নিয়ম এই যে, আপনার জিনিষ বিক্রী হক্ আর না হক্, দাম কমই হক্ আর বেশীই হক্, আফিসের যা যা মামুলী খরচা আছে,—এই যেমন গুদোম ভাড়া, বিজ্ঞাপন খরচা, কমিশান ইত্যাদি সব কেটে নেবে। তা' হলে তো ম্যাডাম্, আপনার বড় লোকসান হয়ে যাবে, মনে রাখ্‌বেন।

ভারাক্রান্ত-কণ্ঠে ম্যাডাম্ বলিয়া উঠিলেন,—সর্ব্বনাশ! তা হলে যে আমি সত্যিই মারা যাব, মিঃ সরকার। আপনাদের আফিসের মামুলী খরচাগুলো পর্য্যন্ত নগদ ঘর থেকে দেবার আমার সামর্থ্যই নেই।

রমল বিস্মিত হইয়া মহিলাটীর মুখের দিকে তাকাইলেন। তাহার মনে হইতেছিল,—এমনতর সুসজ্জিতা সম্ভ্রান্তা মহিলার দ্বারা আফিসের সামান্য 'ত' খরচ পর্য্যন্ত দিবার ক্ষমতা নাই, আশ্চর্য্য বটে! তাহার মুখ হইতে সহসা বাহির হইয়া গেল,—বলেন কি, ম্যাডাম্!

—মিসেস্ চৌধুরী এদিকে আফিসের মামুলী খরচা দিয়া মাল ফেরৎ লইবার ভয়ে ভীত হইয়াই ছিলেন। বলিয়া উঠিলেন,—

আমি তাই বোল্‌তে চাইছি কি যে,—মাল বিক্রীটা অবশ্যই বন্ধ কোর্‌বেন না, শুধু চেষ্টা কোর্‌বেন, যাতে ওই পরিমাণ টাকা ক'টা আমার পকেটে আসে, নয়ত ঠিক ওই পরিমাণ টাকা ক'টার অভাবেই আমাকে হয়ত কোল্‌কাতা পর্য্যন্ত ছাড়্‌তে হবে,—নয়ত আত্ম,—বলিয়াই সহসা থামিয়া গেলেন।

পরক্ষণেই রমলের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন,—ওই যুবকের উপর নির্ভর করিয়া কোনও কথা বলা চলে কি না,—একটা অসহায় তরুণীর কথা!

রমলের মুখের উপর তখন প্রতিফলিত হইতেছিল,—বিস্ময়োপদনের সঙ্গে সঙ্গে একটা কুতূহল,—সহানুভূতি মিশ্রিত একটা ক্ষীণ রেখাও! যুবকের মুখখানা তাঁহার নিকট বড় সুন্দর ঠেকিল। তাঁহার মনে প্রতীতি জন্মিল,—হ্যাঁ, ইহাকে বিশ্বাস করিয়া আত্ম-নির্ভর করা চলে এক রকম।

মিসেস্ চৌধুরী ভাবিলেন,—তাহার যে বিপদ, তাহা যদি ভাঙ্গিয়া

নাই বলা যায়, তাহা হইলে ওই যুবকের যুব-শক্তি তাহার কোন কাজে হয়ত আসিবেই না। হয়ত, ফলে কোথাও হইতে ধার কর্জ্জ করিয়া আবার নগদ কয়েকটা টাকা আফিসে গুণিয়া দিয়া নীলামী মাল কয়টা ফেরৎ লইতে হইবে তাহাকে।

নয়নে বিদ্যুজ্জ্যোতিঃ হানিয়া মিসেস্ চৌধুরী বলিলেন,—দেখুন, মিঃ সরকার, আপনাকে সব কথা ভেঙ্গে না বল্‌লেও হয়ত বুঝ্‌তে পার্ব্বেন না, আমার অবস্থাটুকুন্। আর আপনি আমার বিপদের কথা না বুঝলেও, অপর পাঁচজনের জন্যে যেমন চেষ্টা-চরিত্তির উপকার করেন, তেমনিটী হয়ত কোর্‌বেন আমার জন্যেও—ফলে আমার বিপদটুকু না কেটে, আরো বেড়েই যাবে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি বলুন না কেন,—আপনি কি বোল্‌তে চান। তবে এইটুকু আপনাকে আশ্বাস দিতে পারি, আফিসের স্বার্থটুকু বজায় রেখে যতদুর সাধ্য আপনার উপকার কোর্ত্তে চেষ্টা কোর্‌ব এবং নিশ্চয়ই কোর্ব্ব।

—তা হলেই হবে, মিঃ সরকার; একবার আপনি দয়া কোরে আগামী তারিখের সেল্‌লিষ্ট্‌খানা আনান্।—তারপর আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি, কিভাবে আমার উপকার কতটুকু কোর্ত্তে পারেন আপনি।

ক্লিং, ক্লিং, ক্লিং।

চাপরাশি প্রবেশ করিল। রমল হুকুম করিলেন,—সতারা তারিখকো সেল্‌-লিষ্ট্‌ঠোক্ লে আও জল্‌দি।

চাপরাশি চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা রহিল। রমলরঞ্জন হাতের কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

মিসেস্ চৌধুরী একদৃষ্টে তাঁহার লেখনী চালনের দিকে তাকাইয়া রহিলেন,—সলিল-নিমজ্জিত ব্যক্তি তৃণের দিকে থাকে যেমন !

চাপরাশি সেল্‌লিষ্ট খানা টেবিলের উপর দিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

রমল সেটাকে হস্তে তুলিয়া ধরিলেন, তৎপরে পত্র উল্‌টাইয়া পাঠ করিয়া বলিলেন,—

যা ছাপা হয়েছে, তাতে দেখ্‌ছি, আপনি মোটে পাঁচ ফর্দ্দ জিনিষ নীলামে চড়িয়েছেন।

উত্তর হইল,—হ্যাঁ।

রমল পাঠ করিলেন,—১নং আইটেম্ হচ্ছে,—মার্ব্বেল পাথরের মেজ-ওয়ালা ড্রেসিং টেবিল ১টা।

মিসেস্ চৌধুরী বলিয়া উঠিলেন,—ওটার দেরাজ দু'টো হাতীর দাঁত দিয়ে বাঁধান, মশাই। আমার কেনা দাম হচ্ছে—১০০৲ তবে তিন বৎসর ধোরে ওটাকে ব্যবহার কোরেছি, এই যা।

রমল বাধা দিয়া বলিলেন,—হতে পারে, কেনা দাম—১০০৲ আপনার কিন্তু তাই বোলে কি ওই দামই আপনি আশা করেন ? ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত দর ওঠে যদি, বুঝ্‌তে হবে খুবই সৌভাগ্য আপনার।

করুণামিশ্রিতস্বরে মিসেস্ চৌধুরী বলিয়া উঠিলেন,—সৌভাগ্য আর আমার হয়ে দরকার নেই, মিঃ সরকার,—হায়, কি ছিলাম, কি হয়েছি ! যাক্ এখন ওর ওই সামান্য ক'টা টাকা দাম হলেই বেঁচে যাই !

ব্যথিত হইয়া রমল বলিলেন,—মাপ্ করুন, ম্যাডাম্। অজ্ঞাত-

সারে সৌভাগ্য কথাটা উল্লেখ কোরে ফেলেছি বোধ হয়। যাক্ এখন ২য় আইটেম্‌টার দর কত দূর পেতে পারেন, তাই জান্তে চান্ তো?

— আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি একবার অনুগ্রহ কোরে পড়ুন তো শুনি।

রমল পাঠ করিলেন,—২নং আইটেম্ হচ্ছে,—রেডিওসেট্ ১টা,—লাউড্‌স্পীকার সমেত।

পাঠ করিয়াই রমল সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন,—বড্ড ভাল কথা মনে পড়ে গেছে,—আপনি নিজে এসে আজ ভারি ভাল কোরেছেন কিন্তু। আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস্ কোর্‌বার আছে,—আপনি না এলে, হয়ত খদ্দেরটীর অনুরোধে আপনাকে একখানি চিঠি পর্য্যন্তও লিখ্‌তে হোত বোধ হয়। খদ্দেরটী দর দিয়েছেন,—১০০৲ আপনি বলেন কি? নীলামে না উঠে যদি এমনই কোনও জিনিষ বিক্রী হয়, তা' হলে আপনার কিছু লাভ আছে,—কারণ নীলামে উঠ্‌লে দাম থেকে একটা পারসেণ্টেজ্ বাদ যায়, সেটা এক্ষেত্রে আপনার যাবে না। শুধু গুদাম-ভাড়া আর বিজ্ঞাপন খরচা দিলেই হবে। কি বলুন?

ভীতভাবে মিসেস্ চৌধুরী বলিলেন,—আর কিছু বাড়ে না, মিঃ সরকার? ওই টাকাতে ওই জিনিষটা বিক্রী হলে ৫০০৲ টাকা মোটের ওপর আস্‌বে কি কোরে তা' হলে বুঝে দেখুন?

বলিয়া জিজ্ঞাসু আয়ত-নেত্রে তাঁহার দিকে তাকাইলেন। নয়নে-নয়ন মিলিত হইল। রমল মস্তকাবনত করিলেন,—কিন্তু ভাবিতে লাগিলেন,-উপায় কি? আর কিসে উহার মূল্য বৃদ্ধি করা যাইতে পারে? উপযাচক খরিদ্দার ওই ব্যক্তি ছাড়া এমন ত বড় একটা কেহই আইসে নাই। সহসা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল,—অধিকারিণীর

চাক্ষুষ রূপ-সজ্জা দেখিলে, হয়ত খরিদ্দারটী মূল্য কিছু বৃদ্ধি করিলেও করিতে পারেন। কারণ খরিদ্দারটী সৌখীন শুধু নয়, ধনীলোকও বটে।

প্রকাশ্যে বলিলেন,—দেখুন, মিসেস্ চৌধুরী, আপনি একবার কাল ফের আস্তে পারেন,—এই ধরুন টিফিনের পর বেলা ছ'টো থেকে ৩টের মধ্যে। জিনিষটাকে ঝাড়-পুঁছ্ কোরে একটা শো-কেসের মধ্যে রেখে, গোটাকতক বিজলী আলোর মধ্যে আপনার সামনে চাপ দেওয়া যাবে অখন্। সৌখীন লোক,—দরটা বেড়ে গেলেও যেতে পারে,—বিশেষ আপনার জিনিষ জান্তে পারে',—বলিয়াই মুখ তুলিয়া নিরীক্ষণ করিয়া মিসেস্ চৌধুরীর আপাদ্-মস্তক ও সাজ-সজ্জা লক্ষ্য করিতে করিতে আর একটী বিজলী বাতির বাল্‌ব্ উঠিয়া স্বহস্তে জ্বালিয়া দিলেন।

ইঙ্গিতটা বুঝিতে পারিয়া মিসেস্ চৌধুরী হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, —এত কৌশলও জানা আছে আপনার! তবে কি, জানেন,—আমি কারুর কাছে পরিচয় দিতে চাই না,—জানাতেও চাই না আমার দুঃখের কথাটুকুন্, এই যা।

সোৎসাহে রমল বলিলেন,—

পরিচয় আপনাকে দিতে হবে না। যেমন ইচ্ছে তেমনিই পরিচয় দেবেন। তাতে কোনও দোষ নেই। তবে কি জানেন,—আপনার নিজের Personalityটা বোলে যে জিনিষটা আছে সেটা (অর্থাৎ সশরীরে উপস্থিতি) থাকাটা খুবই কাজের হবে, সন্দেহ নেই।

তরুণী মনে মনে রমলের প্রশংসা করিলেন,— প্রকাশ্যে মোহন হাসি হাসিলেন।

অতিরিক্ত বাল্‌বের সুইচ্‌টা আবার অফ্‌ করিয়া দিয়া রমল যথাস্থানে উপবেশন করিলেন।

মিসেস্‌ চৌধুরী প্রশ্ন করিলেন,—আর ওই আইটেমের লাউড্‌-স্পীকারটা ?

—না, ওটার ঘরোয়া খদ্দের কেউ নেই,—তিনিও ওটা চান না,—কাজেই নীলামে চড়াতে হবে।

ওপক্ষ হইতে প্রশ্ন আসিল,—কত আশা করেন ?

—হ্যাঁ, ওটাকে বেশ নূতন দেখায়,—খুব সম্ভব ২৫৲ টাকা পাওয়া যেতে পারে।

—তা হলে, ১নং আইটেমের ৫০৲ লাউড্‌স্পীকারের ২৫৲ মোট এই ৭৫৲ হচ্ছে, আর রেডিওসেট্‌টার দাম তা' হলে ?

—সেটা তো এখন বোল্‌তে পাচ্ছি না,—ধরে রাখুন ১৫০৲।

—আমার কেনা দাম হচ্ছে কিন্তু ৩৫০৲ যাই হক্‌গে তা হলে মোট হল গে ৭৫৲ + ১৫০৲ মোট ২২৫৲,—তারপর ?

রমলরঞ্জন ৩নং আইটেমটা এইবার পাঠ করিলেন,—

"রূপার উপর মীনা-কাজ করা পায়ার উপর সেট্‌-করা হাতীর দাতের তৈয়ারী চাবি-ওয়ালা পিয়ানো একটা।"

কথা কয়টা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তরুণী যেন আছাড় খাইয়া পড়িলেন।

'ওঃ, এতই ছিলো আমার ভাগ্যে !' অস্ফুটস্বরে বলিয়াই গণ্ডদেশে হস্ত স্থাপন করিয়া মস্তকাবনত করিলেন।

রমল বিস্মিত হইয়া তরুণীর মুখপানে তাকাইলেন।

৪

একটু সাম্‌লাইয়া লইয়া তরুণী বলিতে লাগিলেন,—বোল্‌তে কি, মিঃ সরকার, ওটা আমার বুকের হাড় বল্লেই হয়। ওটাকে যে কেমন কোরে বুক বেঁধে নীলেমে চড়াতে পেরেছি,—এই ভেবেই নিজের মনে নিজেরই আশ্চর্য্যি লাগে। হায়! স্বামী যদি আমার অমনতর নিষ্ঠুর না হতেন, তা' হলে কি আজ আমার এই দুর্দ্দশা হত? তিনি আজ দশমাস যাবৎ মাসহারা বন্ধ কোরেছেন বোলেই না কাবুলীওলা ডিক্রী কোরে মালামাল ক্রোক দিতে আস্‌বে বোলে ভয় দেখায়,—বাড়ীওলা উচ্ছেদের নালিশ কোর্‌বে বোলে এটর্ণির চিঠি দেয়,—মুদিওলা ওঠ্‌নো দেবে না বোলে শাসায়, আর চাকর-বাকর কাজ ছেড়ে দেবো বোলে চোখে ধুঁত্‌রোর ফুল ছোটায়!

আজ আমি একাকিনী স্ত্রীলোক হয়ে যে অপমান অপদস্থের নরকে ডুব্‌তে বোসেছি, সে শুধু কার জন্যে, জানেন? সে, শুধু ওই নির্ম্মম কঠিন-প্রাণ স্বামীর জন্যেই।

বড় দুঃখে কথাগুলো বোলে ফেলেছি, মিঃ সরকার। কেউ নেই, আপনিই শুধু শুন্‌লেন একা, মাপ্‌ কোরবেন কিন্তু। ওটা আমার বড় সখের জিনিষ কি না, মিঃ সরকার, তাই মনের আবেগে কথাগুলো বেরিয়ে পড়েছে।

বলিয়াই তরুণী হাঁপাইতে লাগিলেন।

ব্যথিত-স্বরে রমল প্রশ্ন করিলেন,—আপনার স্বামী কি নিরুদ্দেশ হয়েছেন, না অমনতর আর কিছু হয়েছেন?

—নিরুদ্দেশ? নিরুদ্দেশ হলে তো সে ছিলো একরকম ভাল। মনকে প্রবোধ দেবার উপায় খুঁজে পেতুম, । এযে হয়েছে, সাপে ছুঁচো গেলার মতন। তিনি হচ্ছেন একজন নামজাদা আই, সি, এস্ ম্যাজিষ্ট্রেট,— নাম শুনে থাকবেন বোধ হয়, মিঃ অজিৎ চৌধুরী,—খ্রীশ্চান হয়ে নাম নিয়েছেন অ্যাল্‌ফ্রেড্ চৌধুরী। মাইনে কিছু কম পান না,—এতদিনে প্রায় হাজারখানেক হয়েছে, নিশ্চয়ই।

সসম্ভ্রমে রমল প্রশ্ন করিলেন,—তবে আপনার দুঃখ কিসের এত. মিসেস্ চৌধুরী?

—সেই কথাই তো আজ বোল্‌ব, আপনার কাছে, মিঃ সরকার! সেই কথাই বোল্‌ব আজ। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের কাছে বোল্‌তে গেলে তারা আড়ালে টিট্‌কিরী করে, হাসে আর মুখে আহা-উহু কোরে দুঃখের জ্বালাটুকু আরও বাড়িয়েই দেয়,—ভাবে বুঝি ভিক্ষেয় এসেছি তাদের কাছে। এর চেয়ে নিছক্ পরকে বলা ঢের ভালো, মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ কোরে তো আর জ্বালা বাড়াবে না তারা, বরং তাদের দ্বারা উপকার ছাড়া অপকারই হবে না। এই দেখুন না, আপনি যদি চেষ্টা-চরিত্তির কোরে আমার জিনিষের দাম ক'টা বাড়িয়ে আমাকে ৫০০৲ টাকা দেওয়াতে পারেন, তা' হলে বুঝ্‌ব যে হাত তুলে ভিক্ষে আমি নিচ্ছি না, নিচ্ছি আমার জিনিষের ওপরেই,—শুধু তদ্বির, কৌশল, আর অনুগ্রহের চেষ্টায় আপনার।

নির্ব্বিকারভাবে রমল বলিলেন,—তা' বেশ তো আপনার যা' বল্‌বার আছে, বলুন না,—আশা করি আমার দ্বারা আপনার সম্ভ্রমে কোনও আঘাত লাগ্‌বে না।

—হ্যাঁ, বোল্‌ব, শুধু আপনাকেই বোল্‌ব। কেন, তা' জানেন? দুঃখের বোঝাটুকু প্রকাশ কোরে মনটাকে একটু হাল্‌কা কর্‌বার জন্যেই।

রমল শুধু বলিলেন,—তা' বেশ বলুন, এখন আমার যথেষ্ট সময় আছে,—আপনার দুঃখের কাহিনী আমি শুন্‌তে প্রস্তুত আছি।

—কথা আর বড় বেশী নেই। থাক্‌বার মধ্যে আছে শুধু স্বামীর চরিত্রের কথা আর তাঁর নিন্দার কথা।

বলিয়াই তরুণী রমলের মুখভাব লক্ষ্য করিবার জন্য দৃষ্টিপাত করিলেন।

রমল শুধু বলিলেন,—তাতে আর দোষ কি, মিসেস্ চৌধুরী? দোষ কোর্‌লে, স্বামী হ'ক্ আর গুরুজনই হ'ক, আপনার বোল্‌বার যথেষ্ট অধিকার আছেই আছে। অন্ততঃ আজকালকার ছেলে আমি, আমি তা' স্বীকার করি।

মিসেস্ চৌধুরী বলিতে লাগিলেন,—অবিশ্যি আমার দিক থেকে দেখ্‌তে গেলে, দোষ তাঁর বড়ই গুরুতর। কোথায়, কবে কার একটা মামলা জিতিয়ে দিয়েছিলেন, সেই সূত্রে আলাপ হয় তাঁর,—মিস্ ক্যাথারিন্ বোলে একটা ট্যাঁস্ ফিরিঙ্গীর ছুঁড়ীর সঙ্গে। তা' আলাপ কর্, কর্, বাইরে গিয়ে কর্,—আমি তো আর দেখ্‌তে যাব না,—শুন্‌লেও কানে তুলো দিতুম না হয়। তা' নয়, তারে অন্দরে ঢোকালেন, প্রথম আমার সঙ্গে চাতুরী কোরে; এই বোলে যে,—এঁকে কুমারী লিলি চৌধুরীর গভর্ণেস্ কর্‌লুম,—ইনি লোক ভাল, লেখাপড়া আদব কায়দা, ইংরাজী গান বাজনা সবই বেশ জানেন। লিলি হচ্ছে, তাঁর মা-বাপ মরা বড় ভায়ের মেয়ে,—বয়স দশ বৎসর।

তার পর,—তাঁর সঙ্গে এম্নি অবৈধ প্রণয়ে মেতে উঠ্‌লেন যে আমি বোলে একটা শিক্ষিতা, সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে-ছেলে তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী হয়ে কাছে ঘরে আছি, সে মর্য্যাদাটুকুও রাখ্‌তে চাইলেন না। ফলে হল কি, —দিবারাত্র বাড়ীতে খিট্‌খিট্‌ ঝগড়া, আর মন-কষাকষি। ক্যাথারিন নিল ওঁর পক্ষ,—আর লিলি ক্যাথারিনের সাক্‌রেদ,— সেও খুড়োর ভয়ে চুপ্‌ কোরে রইল। আমি পড়ে গেলুম একা।

শেষকালে একদিন তিনি নিজেই ডেকে বল্লেন,—দেখ, রমা, এখানে থাক্‌লে, মাতাল অবস্থায় তোমার মর্য্যাদাটুকুন্‌ রাখ্‌তে পাচ্ছি না,— তুমিও তাতে দুঃখু পাচ্ছ খুব, তুমি বরং এক কাজ কর, কোল্‌কাতায় থাক গে একা বাসা ভাড়া কোরে, আমি ফি মাস মাস তোমায় ২০০টা করে টাকা দেবো। আর দেখি ইতিমধ্যে ওর আত্মীয় স্বজনকে ডেকে আনিয়ে ওকে তাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারি কি না। তখন তুমি না হয় ফিরে এসো এখন্‌।

তখন সত্যি সত্যি আমার মনের অবস্থা এমন হয়েছিলো যে,—দূর হক্‌ ছাই, অমন স্বামী থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল। তার চেয়ে বরং দূরে থাকি গে, শান্তিতে থাক্‌ব'খন— সে একরকম হবে ভাল।

সেই অবধি কোল্‌কেতায় আছি,—বছরখানেক বেশ রীতিমত মাস-হারাটুকু আস্‌ত আমার। তারপর শুন্‌লুম নাকি,—ওঁর ওখানে বেশ এক গণ্ডগোল পেকে উঠেছে,—মাঝখান থেকে তিনি আমার খোরাকীটা বন্ধ কোরে দিলেন।

খোরাকীটা বন্ধ কর্‌বার মধ্যে আছে বেশ এক মজার কথা,— সেইটেই বলি।

ওপারের দাবী

শুনলুম,—ক্যাথারাইন্ নাকি অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে। তার আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব যারা গা আড়াল দিয়ে ছিলেন, তাঁরা নাকি হঠাৎ কোত্থেকে ভুঁইফোড় হয়ে এসে ক্যাথারাইনের ভাল-মন্দ দেখতে এয়েছেন। তাঁরা বেশ রীতিমত শাসিয়ে জানিয়েছেন,—হয়, তাকে রীতিমত আইনানুযায়ী বিবাহ করুক্ আমার স্বামী, না হয় নগদ ৫০,০০০৲ টাকা গুণে দেন তিনি,—তবেই রেহাই, তা'নাহলে এইব্যাপারটা উপরি-ওয়ালার কাণে তুলে তাঁর চাক্‌রীর মাথাটুকু খেয়ে দেবেন তাঁরা।

শুনলুম,—সেই ভয়ে ভয়ে, তাঁদেরকে আশ্বাস দেবার জন্যে তাড়াতাড়ি ব্যাপটাইসট্ হয়ে বোসেছেন। জানেন তিনি বেশ মনে-জ্ঞানে, আমি আমার পবিত্র হিন্দুধর্ম্ম ছেড়ে, অত মানসম্ভ্রম খুয়ে তাঁর সঙ্গে খৃষ্টান হতে যাব না। কাজেই আমার দিক্‌থেকে ডাইভোর্স মামলা রুজু হবে,—উনি তা'হলে রেহাই পাবেন, আর মাঝখান থেকে বেশ মজা কোরে ক্যাথারাইন্‌কে নিয়ে রাজ্যিসুখ ভোগ কোরবেন। কিন্তু যাই বলুন, আমি কি এত বোকা মেয়ে যে ওঁর ফাঁদে পড়ে ওঁরই সুবিধেটুকুন্ কোরে দোবো। মাসহারাটা বন্ধ কোরে দেবার মানেই হচ্ছে যে, আমি যাতে তাড়াতাড়ি আদালতে ছুটেগে ওঁকে রেহাই দিই। সেটী হচ্ছে না, মিঃ সরকার সেটী হচ্ছেনা। তাতে হাজার দুঃখু আসে আসুক আমার, দেখি কতদূরকার জল কতদূর গড়ায়। তারপর, ছল কোরে লোক দিয়ে বোলে পাঠিয়েছেন,—আমি যেন যত শীগগীর পারি ডাই-ভোর্স মামলাটা রুজু করি। তখনই বুঝেছি,—ব্যাপারটা কি।

তারপর, ওই দশটা মাস খরচ বন্ধ কোরে দিয়ে কি নাকালই না দিয়েছেন তিনি। এর কাছে ধার, ওর কাছে ধার,—বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন কেউ বাকী নেই, যার কাছ থেকে ধার বোলে নে এযাবৎ শোধই কোর্‌তে পেরেছি! শেষকালে, ওই কাবলীওলার কাছে ধার, পরে ডিক্রি,—সঙ্গে সঙ্গে আর যে সব বিপদ ঘনিয়ে উঠেছে, তা তো আগেই জানিয়েছি।

রমল সহসা প্রশ্ন করিয়া উঠিলেন,—

ক্যাথারাইন্‌কে দেখ্‌তে কেমন?

—দো-আঁশলা ট্যাঁশ-ফিরিঙ্গি গুলো যেমন হয়, ঠিক তেমনই তর আর কী! গায়ের রংটা অবিশ্যি সাদা কাগজের মত ফ্যাক্ ফ্যাক্ করে, কিন্তু গায়ের চামড়া যা' তাকে গণ্ডারের চামড়া বোল্‌লেই হয়,—শুষ্ক খস্‌খসে, কাটা কাটা, গা-ময় ভর্ত্তি লাল লাল কুস্কুড়ি, আঃ মরণ সে কুস্কুড়ি কি কোনও কালে মিল্‌তেই জানে না? বেড়ালচোখী,—লাল্‌চে চুল তার। মুখচোখের গড়ন না বোল্‌লেই হয়।

রমল ঢোক্ গিলিয়া বলিয়া উঠিলেন,—এক রঙের হিসেব বাদে, আপনিই তার চেয়ে ঢের সুন্দরী বোল্লেই হয় তবে।

এক গাল হাসিয়া তরুণী বলিলেন,—লোকে ত তাই বলে, মিঃ সরকার। কিন্তু কপাল তো তার চেয়ে সুন্দর নয়,—বরং বিশ্রীই!

রমল বলিয়া উঠিলেন,—তা যা বলেছেন,—ঠিক কথা। ভাগ্যমেব হি মূলাধারং।

—বাঃ, আপনি তো বেশ সংস্কৃত জানেন?

—ওটা তো চলিত কথাই।

'তবে এখন্ উঠি' বলিয়া, সহসা চেয়ার হইতে উঠিয়াই,—'আপনাকে বড় কষ্ট দিলুম, আপনার কতটা সময় বৃথা নষ্ট করলুম, মাপ্ কোর্‌বেন— বলিতে বলিতে সানন্দে দক্ষিণহস্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন মিসেস্ চৌধুরী।

রমলও আগ্রহভরে নিজের হাতটুকু বাড়াইয়া দিয়া কর-মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে মিসেস চৌধুরী বলিতে লাগিলেন,—

দেখুন, টাকা কটা পেয়ে কি কোর্‌ব, জানেন। আগে কাবলীওলার দেনাটা দেব, তারপর মুদিওলাকে শতখানেক দেবো, তারপর বাড়ী ওলাকে ৮ মাসের ভাড়া বাকীর জন্যে দেব মাত্র দু'মাসের, তারপর চাকর-বাকরদের কিছু কিছু দিয়ে কতকগুলো ছাড়িয়ে দেবো, রাখ্‌ব মাত্র একটা বাবুর্চি আর একটা আয়া। কি বলেন? যেমন আয়, তেমনই ব্যয় করা ভাল নয়?

তখনও রমলের হস্তের মধ্য দিয়া মিসেস্ চৌধুরীর স্পর্শ অনুভূত হইতেছিল। কথা কয়টা ভালরূপে রমলের কাণে যায় নাই। তিনি শুধু একটা 'হুঁ' বলিয়া সায় দিলেন।

তখন তাঁহার শিরায় শিরায় রক্ত-মদিরার খরস্রোত তীরবেগে বহিতেছিল।

মাতালের মত বিজড়িত-স্বরে রমল বলিলেন,—

নিশ্চিন্ত থাকুন,—আপনি, প্রাণপণ চেষ্টায় আপনার বিহিত কোর্‌ব। তবে, হ্যাঁ, কাল আস্‌ছেন তো?

—'অগত্যা' বলিয়া কর মুক্ত করিয়া মিসেস্ চৌধুরী বাহির হইয়া গেলেন।

ওপাশের পর্দ্দার আড়াল হইতে আওয়াজ আসিল—গুড্-ইভ্নিং।

রমলও প্রতি-উত্তর দিয়া ধপ করিয়া কেদারায় আসিয়া বসিয়া পড়িলেন।

৫

আফিস হইতে মেসে প্রত্যাবর্ত্তনকালে, রমল ভাবিতে লাগিলেন,—সুশিক্ষিতা নব্যালোকপ্রাপ্তা সুন্দরা তরুণী হইয়াও বেচারীর দুর্ভোগ ও লাঞ্ছনার সীমা নাই। আশ্চর্য্যই বটে,—এই বিধির বিধান বা কপালের লিখন!

ওই যে নারী-স্বাধীনতা-আন্দোলন,—যাহার সঞ্চালিত গতিবেগ কলিকাতার আকাশ-বাতাস সদা-সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে,—তাহা কি এই সব নির্য্যাতিত অবলাকে উদ্ধার করিতে পারে না? থাকুক গিয়া অমন আন্দোলন মাথায় তাঁহার।

বক্তৃতা মঞ্চে উঠিয়া লম্ফ ঝম্ফ প্রদান, সংবাদ পত্রে আস্ফালন আর পুরুষদিগের প্রতি দেখাইয়া দেখাইয়া বজ্র-মুষ্টি উত্তোলন করিলেই যদি বঙ্গ বালা সমূহ রাতারাতি স্বাধীনতা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রাপ্ত হইয়া যাইত, তাহা হইলে আর ভাবনা কি ছিল? কয়েকটা স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির গূঢ়-উদ্দেশ্য-প্রণোদিত সুখ সম্মিলন ব্যতীত আর কী হইতে পারে তাহা?

ভালই হইল,—ওই আন্দোলনে যোগদান করিয়া রমল লম্ফ-ঝম্ফ বিকাশে সংবাদ পত্রের ছত্রে ছত্রে নাম কিনিবেন কি না বলিয়া ইতস্ততঃই করিতেছিলেন,—আজ এতদিনে তাঁহার পক্ষে পন্থা স্থিরীকৃত হইল। কাগজে বৃথা নাম কিনা অপেক্ষা নীরব কর্ম্মই সব চেয়ে শ্রেয়ঃ। হ্যাঁ, রমলরঞ্জন নীরব নিষ্কাম কর্ম্মই সব চেয়ে বেশী পছন্দ করেন।

গীতার শ্লোকটী তাহার স্মরণে আসিল,—

"তস্মাৎ অসক্তঃ, সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হি আচরণ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥"

তাঁহার অন্তরটা আত্ম-প্রশংসায় উদ্বেল হইয়া উঠিতে লাগিল। যদি তিনি ওই নীরব কর্ম্মের দ্বারা একজন নির্য্যাতিতাকেও উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়েন,— তাহা হইলে তিনি আন্দোলনকারীদিগের চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া বলিয়া দিতে পারিবেন, অন্ততঃ,—দেখ. ভাই-বন্ধু সব, শুধু ম্ফল-ঝম্ফ দিলেই নারী উদ্ধার হয় না, নীরব কর্ম্ম চাই। আমার দিকে না হয় তাকিয়েই দেখ। মনে পড়িয়া গেল,—তাঁহার তরুণ দুই একটা বন্ধুর কথা, যাহারা ওই আন্দোলনে যোগ দিয়া তাতিয়া-মাতিয়া উঠিতেছিলেন, এবং তাঁহাকে যোগদান করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে প্ররোচিতও করিতেছিলেন। তাঁহাদিগের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া গর্ব্বে রমলের হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিল। আর অলক্ষ্যে বিধাতা বসিয়া বসিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন;— তরুণী—অগ্নি লইয়া তরুণের নিঃস্বার্থ ক্রীড়া,—চমৎকারই বটে!......

পরদিন বেলা দেড়টা বাজিবার পূর্ব্বে, রমল ক্রমশঃ চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিলেন। হ্যাঁ, সময় ত ঘনিয়াই আসিতেছে,—তরুণীর আসিবার পক্ষে! ক্ষিপ্র-চপল হস্তে হাতের কাজগুলি যথাসম্ভব সারিতে লাগিলেন। কাজের স্তূপের সম্মুখে, তাঁহাকে আপ্যায়ন করা কী বিড়ম্বনাই না হইবে, তাঁহার!

যাহা হউক, যথা-নির্দ্দিষ্ট উৎকণ্ঠিত সময়ে তরুণী আসিলেন। কয়েক মিনিট পূর্ব্ব হইতে, তরুণী আসিয়া রমলের অন্ধকারময় কক্ষ আলো করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার শাড়ীর প্রতি আন্দোলনে, বিজলী-

বাতির ছটায় রূপের প্রভা ছিট্‌কাইয়া পড়িতেছিল। কর্ণের দুল,—রহিয়া রহিয়া, নাচিয়া নাচিয়া, তাঁহার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ-আকাশে বিদ্যুৎ হানিতেছিল। দেহবাসে সমগ্র আফিসের হল-ঘরখানা আমোদিত হইয়া উঠিল। রমলের মনে হইল,—চতুরা নারী সত্যই বুঝিয়াছেন তাঁহার ইঙ্গিতটুকু। ধন্যা, ওই নারী রত্নটী!

তরুণী বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিলেন,—রমল হাতের জরুরী কার্য্য-গুলি সারিবার জন্য ক্ষিপ্রবেগ দিয়াছেন হস্ত ও পদে।

চাপরাশিকে বলা ছিল,—মিঃ এ, সি, সান্ন্যাল আসিলেই তাঁহার কামরায় একেবারে তাঁহাকে প্রবেশ করিতে না দিয়া, তাঁহাকে যেন সংবাদটুকু দেয় মাত্র সে। তাহাই হইল।

মিঃ সান্ন্যাল আসিয়াছেন, সংবাদ পাইয়াই, ক্ষিপ্রপদে তরুণীর নিকট আসিয়া মৃদুস্বরে রমল বলিলেন,— আমি আগে ওঁকে নিয়ে 'শো' রুমে যাই। তারপর, মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আপনি 'শো'-রুমে হাজির হবেন। চাপরাশিকে বলা আছে,—ঘরটা সে দেখিয়ে দেবে অখন্।

শ্বেত-মার্ব্বেল প্রস্তর-নির্ম্মিত শো-রুম। প্রায় গোটা আষ্টেক বিজলী-বাতির আলোয় ঘরের প্রভা আরো বাড়িয়াছে। 'শো'-কেসের স্তরে স্তরে আসল-নকল-হীরা প্রস্তর-মণ্ডিত অলঙ্কারাদি বিক্রয়ের জন্য মজুত। 'শো'-কেসের ভিতরে ভিতরে লাল নীল-সবুজ আলোর দীপ্তিচ্ছটা। উহারই একাংশে স্থান পাইয়াছে রেডিও-সেট্‌খানা,—সযত্ন-মার্জ্জিত, পালিশ-করা স্বর্ণের মত শোভিত হইয়া! হীরকালঙ্কারের পার্শ্বে,—পিতলের রেডিও-সেট্! অদ্ভুত বটে! কিন্তু দেখাইতেছিল বড়ই সুন্দর, বড়ই লোভনীয় ওই জিনিষটাকে।

পাছে মিঃ সান্ন্যাল, ওই অদ্ভুত সমাবেশের প্রসঙ্গ তুলিয়া বসেন, তাই তিনি সহসা বলিয়া উঠিলেন,—ভাল, টাট্‌কা জিনিষ যেগুলো নীলাম ছাড়া এম্নিই বিক্রী হওয়া সম্ভব, সেইগুলোকেই এখানে স্থান দেওয়া হয়।

বলিতে বলিতে, রূপের প্রভা বিকীরণ করিতে করিতে তরুণী মিসেস্‌ চৌধুরী কক্ষ-প্রবেশ করিলেন। অগ্রসর হইয়া, টুপী খুলিয়া অভিবাদনের অভিনয় করিতে করিতে, রমল বলিলেন,—

এই যে, এই যে, মিস্‌ চৌধুরী, আসুন, আসুন। সু-প্রভাত। আমরা আপনার জন্যেই অপেক্ষা কোর্‌ছি।

তৎপরে মিঃ সান্ন্যালের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—আপনার সঙ্গে এঁর আলাপ করিয়ে দিই। ইনিই হচ্ছেন মিস্‌ চৌধুরী,—ওই রেডিও-সেট্‌টার মালিক, এখন ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই হাজির,—আপনারা উভয়ে দর স্থির করুন।

মিসেস্‌ চৌধুরী, হাসিতে হাসিতে মধু বর্ষিয়া, দক্ষিণ হস্তখানি প্রসারিত করিয়া দিলেন। মিঃ সান্ন্যাল, ধনী হইলেও, সাবেক ধরণের শিক্ষিত ব্যক্তি। তরুণীর সহিত কর-মর্দ্দনে তাঁহার তেমন পটুতা ছিল না। ওই সম্ভ্রান্তা-শিক্ষিতাদের প্রতি তাঁহার মনে মনে যথেষ্ট অনু-রাগ ছিল বটে কিন্তু সুযোগ তেমন যথেষ্ট জুটে নাই, যাহাতে ওইরূপ মহিলাদিগের সহিত অবাধ পরিচয় হয় তাঁহার। স্বীয় হস্তখানি প্রসারিত করিতে তিনি একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, এমন সময়ে তরুণীর হস্তখানি তাঁহার হস্ত স্পর্শ করিল। তিনি যেন অন্যমনস্ক ছিলেন, এইরূপ অভিনয় করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—ওঃ, Excuse me (অর্থাৎ মাপ্‌ করুন),

ম্যাডাম্, আমি আপনার রেডিও-সেট্‌টার ঔজ্জ্বল্যে মুগ্ধ হয়ে গেছি, দিকটাতেই আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল।

তৎপরে রমলের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—সেদিন তো আঁধারে গুদোমটার ভেতর ওটাকে দেখে গেছি,—এত ঔজ্জ্বল্য তো তার দেখিনি।

রমল সহসা সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন,—হীরেও যখন আকাটা থাকে, তখনও তাকে অমনইতর অনুজ্জ্বল দেখায়।

—ঠিক তো, ঠিক তো বলিয়া মিঃ সান্ন্যাল শিরঃসঞ্চালন করিলেন

এতক্ষণ উভয়ের হস্তমর্দ্দনটুকু শেষ হইয়া গেছে! শেষ হইবার পর-মুহূর্ত্তেই, মিঃ সান্ন্যালের অন্যমনস্কতার কৈফিয়তের জের টানিয়া লইয়া তাঁহাকে একটু সচল করিবার জন্য মিসেস্ চৌধুরী বলিলেন,—

হ্যাঁ, দেখ্‌বেন বৈ কি,—একশোবার দেখেন। যে জিনিষটা পয়সা দিয়ে কিনতে হবে, সেটা দেখে নেওয়া চাই বৈ কি!

—আপনার জিনিষ আর দেখব কি?

বলিয়াই তরুণীর মুখের উপর দৃষ্টিপাত করিলেন। তরুণী মৃদু হাসিলেন।

মিঃ সান্ন্যাল বলিতে লাগিলেন,—

দেখ্‌তেই তো পাচ্ছি, জিনিষটা একেবারে আন্‌কোরা নতুন, অথবা অধিকারিণী ব্যবহার কোরেছেন ওটাকে খুব যত্ন সহকারেই।

বলিয়া আবার দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদু হাসিলেন,—মুখ গহ্বর হইতে সোণা-বাঁধান দন্ত-কয়টী বাহির হইয়া পড়িল। ইতিমধ্যে তরুণী সহাস্যে মুক্তা-বিনিন্দিত দন্তরাজি বিকশিত করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

আজ্ঞে হ্যাঁ, ওটাকে নগদ ৩৫০৲ টাকা দিয়ে কিনতে হয়েছিলো কি

না, তাই একটু যত্ন-আত্তি করা হত! বেয়ারার ওপর হুকুম ছিল রোজ ওটাকে মেজে পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে রাখ্‌বে।

ইতিমধ্যে সম্মুখ-দেওয়ালস্থ লম্বিত-মুকুরে নিজের স্বর্ণ-মণ্ডিত দন্তপাটীর সহিত তরুণীর দন্তরাজি মনে মনে তুলনা করিয়া মিঃ সান্যাল একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। রমল ততক্ষণে 'শো'-কেশ খুলিয়া সেট্‌টা বাহির করিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন। আর তরুণী,—দেখি; কেনা রসিদটা এনেছি কি না, বলিয়া হাত-ব্যাগটা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

মিঃ সান্যালের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল,—তরুণীর উপর। তাঁহাকে ব্যাগের এ-খাপ্‌, ও-খাপ্‌ মনোনিবেশ সহকারে অন্বেষণ করিতে দেখিয়া মিঃ সান্যাল বলিয়া উঠিলেন,— থাক্‌, থাক্‌- আপনাকে আর কষ্ট কোর্‌তে হবে না। নীলামী অফিস থেকে কিনে নে যাব যখন, তখন আগেকার রসিদ আর কি কাজে লাগ্‌বে আমার?

রমা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

রমলের দিকে ফিরিয়া মিঃ সান্যাল বলিলেন,—রেখে দেন, ও তো দেখতে পাচ্ছি, বেশ ভালই আছে।

রমল উত্তর করিলেন,—একবার দেখ্‌বেন না, পার্টস্‌গুলো (অংশ-গুলো) বেশ ফিট্‌ কোর্‌ছে কি না।

বলিতে বলিতে খণ্ড অংশগুলি টপাটপ্‌ জুড়িয়া দিয়া তাঁহার সম্মুখে রমল বসাইয়া দিলেন।

এইবার দর কষাকষির পালা!

রমল দেখিলেন,—সময় বড় বৃথা নষ্ট হইয়া যাইতেছে। তৎপর হইয়া

বলিলেন,—আপনারা মুখোমুখী আছেন ; এইবার আপনারা দরটা ঠিক কোরে ফেলুন।

ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে ক্ষণকালের জন্য নীরব।

কেহই সাহস করিয়া অগ্রে কথা বলিতে পারিতেছিলেন না।

রমল বলিয়া উঠিলেন,—জিনিসটা যখন আপনার তখন আপনাকেই আগে বোল্‌তে হবে কত দরে ছাড়্‌তে পারেন।

—ঠিক কথা বলিয়াই মিঃ স্যান্যাল সায় দিলেন।

চতুরা মিসেস্ চৌধুরী নিজের ঘাড়ে দায়িত্ব না রাখিয়া মৃদু-ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন,—দেখুন, আমি সামান্য স্ত্রীলোক,—দরাদরির কি জানি বলুন। কিনেছিলুম ৩৫০৲ টাকায়,—এখন্ কত টাকায় যে ওটা বিক্রয় হতে পারে, তার আমি কি জানি বলুন।

রমল কৌশল সহকারে, যেন মিসেস চৌধুরী দেখেন নাই, এই ভাবে চক্ষুর ইঙ্গিতে মিঃ সান্যালকে জানাইলেন যে,—এই সুযোগ, আপনি সুবিধায় কিনিয়া লউন।

ইঙ্গিতটা মিঃ সান্যালের যেন ভাল ঠেকিল না,—কী জানি যদি তরুণী সেটা দেখিয়া ফেলিয়া থাকেন, তাহা হইলে বড়ই লজ্জার কথা যে একটী মহিলাকে ফাঁকি দিয়া সস্তায় জিনিসটা লওয়া হইতেছে!

মিঃ সান্যাল বিষম ফাঁপরে পড়িলেন,—মুখ ফুটিয়া কি দর দেওয়া উচিত, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। যদিচ বুঝিলেন পূর্ব্বের দেওয়া ১০০৲ টাকা দরে মহিলা রাজীই নহেন, সেই জন্যেই উভয়ের পরস্পর সাক্ষাৎ।

সুযোগ বুঝিয়া মিসেস্ চৌধুরী বলিয়া বসিলেন,—

দেখুন, মিঃ সরকার, আপনিই তো এ রকম জিনিস নিয়ে বরাবর নাড়া-চাড়া করেন, কাজেই একমাত্র আপনিই বল্‌তে পার্ব্বেন,—এর ন্যায্য দরটা কি,—অতএব আপনার ওপরই আমার পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ ভার দিলুম।

মিঃ স্যান্নাল দেখিলেন,—এ প্রস্তাব মন্দ নয়। কিন্তু পাকা ব্যবসায়ী,—সহসা কাহারো উপর বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না,—যদি ঠেকিতেই হয় শেষে?

মিসেস্ চৌধুরী দেহ সঞ্চালন করিয়া, চুল দুলাইয়া নড়িয়া একটা চেয়ার টানিয়া বসিলেন।

রমল একটু সম্ভ্রমের সহিত বলিলেন,—বসুন, বসুন, আপনাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছি এতক্ষণ, মনে নেই, মাফ কোর্‌বেন।

বলিয়াই আর একখানা চেয়ার মিসেস্ চৌধুরীর চেয়ারের পার্শ্বেই আগাইয়া দিয়া বলিলেন,—আপনিও বসুন মিঃ সান্ন্যাল।

—না, না, থাক্, বলিতে বলিতে মিঃ সান্ন্যাল মিসেস্ চৌধুরীর পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। উভয়ের চেহারা অদূরে প্রতিফলিত হইল। মিসেস্ চৌধুরী,—একবার মুকুরের দিকে, আর একবার মিঃ সান্ন্যালের দিকে তাকাইয়া মৃদু-হাস্য করিলেন। উভয়ের পার্শ্বে, শোকেসের উপর হাত রাখিয়া রমল চঞ্চল হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—

তারপর, মিঃ সান্নাল?

—তা হলে আমিও আপনার ওপর মিস্ চৌধুরীর মতন ভার দিই। ন্যায্য দরটা আপনিই ঠিক করুন।

—তাইত! তাইত! আপনারা ভারি গুরুভার আমার ওপর

দিলেন। কি করা যায়, তাইত—বলিতে বলিতে রমল রেডিও-সেট্‌টা নাড়িতে নাড়িতে বলিয়া উঠিলেন,—

দেখুন, মিস্‌ চৌধুরী, যত দামেই কেনা হক্‌ না কেন, আপনি নূতন দামের পুরোটা অবশ্যই আশা কোর্‌তে পারেন না। আর দেখুন, মিঃ সান্যাল, আপনি যদি হাফ্‌ প্রাইসে কেনেন, তা হলে অবিশ্যিই ঠকা হবে না আপনার।

মিঃ সান্যাল মিসেস্‌ চৌধুরীর মুখের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইলেন,—দৃষ্টির অর্থ; সত্যই ত পুরা-দাম এখন আশা করাই বৃথা!

মিসেস্‌ চৌধুরী হাসিয়া উঠিয়া বলিয়া উঠিলেন,—

আমি তো বোলেইছি আগে, যা কোর্‌তে হয়,—করুন আপনারা। আমি অবলা,—ওসব,—গুরু-গম্ভীর বিষয়ের কি-ইবা জানি আমি!

মিঃ সান্যাল প্রীত হইলেন, বলিলেন—তা' হলে মিঃ সরকার, কত দিতে হবে আমায়?

উত্তর হইল—৩৫০৲ টাকার অর্দ্ধেক ১৭৫৲ টাকা। চেকবহি বাহির করিয়া মিঃ সান্যাল তৎক্ষণাৎ ১৭৫৲ টাকার একখানি বেয়ারার চেকে সহি করিয়া দিলেন,—আফিসের নামে।

রমল ফাউণ্টেন ও চিঠির কাগজের প্যাড্‌ মিসেস্‌ চৌধুরীর সম্মুখে ধরিলেন। তিনি একখানা রসিদ লিখিয়া দিয়া নাম ঠিকানা সহি করিলেন এই বলিয়া:—

মিস্‌ রমা চৌধুরী—

—নং পার্ক রেঞ্জার, ওয়েলেস্‌লি। রসিদখানা সযত্নে মুড়িয়া মনি-ব্যাগের মধ্যে রাখিয়া, মিঃ সান্যাল একখানা কার্ড রাখিয়া দিলেন

রমলের নিকট,—জিনিসটী তাঁহার ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবার জন্য।

যাইবার সময় নিজেই উপযাচক হইয়া দক্ষিণ-হস্তটা প্রসারিত করিয়া দিলেন, রমারদিকে। হাসিতে হাসিতে করমর্দ্দনকালে মিঃ সান্ন্যাল বলিলেন,—আশাকরি, রমা দেবী, আপনার সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হবে। তৎপরে রমলের সহিত অত্যল্পকালস্থায়ী করমর্দ্দন করিয়াই বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

মিঃ সান্ন্যাল যাইবার সময় মনে মনে বলিয়া গেলেন,—মধুবর্ষী কুমারীটার সঙ্গে আবার আলাপ কোর্‌লে মন্দ হয় না?···

মিঃ সান্ন্যাল দৃষ্টির্বহিভূত হইয়া গেলেন, উচ্চহাস্যে ঘর আন্দোলিত করিয়া রমা বলিলেন,—

ধন্য আপনার সেল্‌স্‌ম্যান্‌শিপ, মিঃ সরকার। রমল প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—আর ধন্য আপনার রূপের ছটা, মিস্ রমা।

উভয়ে হাস্য করিয়া উঠিলেন।

৬

রমলের কৌশলে ১৭৫৲ টাকা আদায় হইল। অতএব রমাকে তুষ্ট করিতে এখনও চাই ৩২৫৲

যথাসময়ে সতেরোই তারিখে বিক্রী জিনিষ কয়টার নীলাম স্নুরু হইল। মিসেস্ চৌধুরী ওরফে রমা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে খরিদ্দারদিগের উচ্চারিত দরের উপর উৎসুক দৃষ্টি স্থাপন করিয়া রহিলেন। জিনিসের দর যত বাড়িতে থাকে, উত্তেজনায় ততই তাঁহার বুকখানা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে। আর আশা-নির্দ্দিষ্ট দরের নীচে তিনের হাতুড়ী পাড়িলেই তাঁহার বুকটা যেন দমিয়া পিষিয়া যায়।

১নং আইটেম মার্ব্বেল পাথরের মেজওয়ালা টেবিলটা ৪৯৲ টাকার উপরে শেষ হাতুড়ি পড়িল। রমল অঙ্কপাত করিয়া দেখিলেন,—এখনো ২৭৬৲ টাকা আদায় হইতে বাকী।

লাউড্ স্পীকারটা বিক্রয় হইয়া গেল,—মাত্র ১৬৲ টাকায়। রমলের হিসাবে—তখন ২৬০৲ টাকা বাকী।

এবার সেই তিন নম্বর আইটেমের পালা। রূপার পায়ার উপর সেট করা হাতির দাঁতের চাবিওয়ালা পিয়ানো বিক্রীত হইবে বলিয়া ঘোষিত হইল।

রমার বক্ষ দুরু দুরু করিয়া উঠিল। প্রিয় বস্তুটীর বিনিময়ে যদি আশানুরূপ দরটাও পাওয়া যায় গো!

রমল সরিয়া আসিয়া সেল মাষ্টারের কাণে কাণে মৃদুস্বরে বলিলেন—

লেডীর ইচ্ছা, সর্ব্বশেষে ওটা ডাকা হয় যেন! কারণ অন্যান্য জিনিসে যদি তাঁর আশানুরূপ টাকা আদায় হয় তা' হলে উনি আর ওটা বিক্রী করাবেন না—কোম্পানীর গুদোম ভাড়া আর খরচ দিয়ে ফেরং নেবেন ওটা।

আসলে কিন্তু রমা তৎকালে উহার বিক্রয়-বন্ধর কথা আদৌ জানিতেন না। পিয়ানোর নাম সেলমাষ্টারের মুখে উচ্চারিত হইবার অব্যবহিত পরেই চতুর্থ আইটেমের নাম ধ্বনিত হওয়ায় রমা একটা অস্ফুট্ ধ্বনি করিয়া উঠিলেন—সে ধ্বনি হর্ষ না বিষাদ সূচক অতদূর হইতে ভীড়ের মধ্যে রমল কিছু বুঝিতে পারিলেন না। হর্ষ-ধ্বনি হইবে নিশ্চয়—রমল ভাবিলেন। কিন্তু জনতার মধ্য হইতে তাঁহার যেন মনে হইল কে যেন—রমাই হইবে বোধ হয়—তাঁহার নিকটে আসিবার বৃথা চেষ্টা করিরলেন। পর মুহূর্ত্তে দেখিলেন—একটা চেয়ারে বসিয়া অত্যন্ত বসিয়া অত্যন্ত শ্রান্তিভরে হতাশভাবে হাতপাখাটা মুখের উপর নাড়িতেছেন।

৪নং আইটেম হইতেছে,—বোম্বাই প্যাটার্ণের ৭×৬ মাপের খট্ট ১খানি। সেটা বিক্রীত হইল,—সর্ব্বোচ্চ দর ৫০৲ টাকায়।

অতএব চাই এখনও ২১০৲টী টাকা।

৫নং আইটেম আসিল,—বড়-ছোট গদিওয়ালা ভেলভেট্ মোড়া কুশান সোফা ১০টী। গড়ে ৬৲ হিঃ ৬০টাকায় ৬খানি একত্রে বিক্রীত হইয়া গেল।

রমলের হিসাবে,—এখনও ১৫০৲ টাকা চাই। কোম্পানীর কমিশান-খরচাদি বাবদ চাই আরও ১৫৲ অতএব মোট ১৮৫৲ টাকা হইলে চলে।

এইবার বাকী রহিল,—সেই পিয়ানোটা—সেটা নীলামে চড়িল।

সুদৃশ্য পিয়ানো দেখিয়া ৮।১০টা খরিদ্দার ঝুঁকিয়া পড়িল। কিন্তু ১৪০৲ টাকা পর্য্যন্ত ডাক উঠিয়া আর কেহ বাড়িতে চাহিল না।

রমল হাঁকিলেন,—১৪০৲ টাকা,—এক—এক—এক।

তবুও কেহ আর বাড়িতে চাহে না।

অতএব রমল আবার হাঁকিলেন—১৫০৲—দুই—দুই—দুই।

তাহাতেও কেহ আর প্রলুব্ধ হইল না।

রমলের মনে হইল,—ভিড়ের মধ্যে দূরে রমার যেন মূর্চ্ছার উপক্রম হইতেছে! তাড়াতাড়ি রমল পরিচিত এক খরিদ্দারকে ইঙ্গিতে নিকটে ডাকিলেন।

লোকটা পিয়ানোর নীলামে যোগদান করেন নাই। তাঁহাকেই তিনি আপন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য মনোনীত করিলেন। নিকটে আসিতেই, প্রকাশ্যে, উচ্চৈস্বরে বলিলেন,—

বলেন কি, সুরঞ্জিতবাবু,—আপনি অমন্ সুন্দর পিয়ানোটায় ডাক দিতেছেন না যে? বড় সস্তায় যায় ওটা! ডাকুন, ডাকুন, আমি বোলছি ঠকা হবে না,—লাভ হবে।

সেল্-মাষ্টার অধীর হইয়া বলিলেন,—শেষ কর, বাবু, শেষ কর তিন বোলে ছেড়ে দাও

রমল মৃদুস্বরে ইংরাজীতে বলিলেন,—বড় কম দাম, স্যার, দেখা যা'ক্ আরও কিছু দাম ওঠে কি না।

সাহেব বলিলেন,—all right (আচ্ছা বেশ)। কিন্তু পাঁচ মিনিটের বেশী আর সময় দিব না।

তৎপর হইয়া, রমল সুরঞ্জিতের কাণে কাণে বলিলেন,—আপনি দর দেন,—১৮৫৲ ভয় নেই, টাকা আমি দিচ্ছি। জানেন তো, কর্ম্মচারীরা নিজ নামে কোনও জিনিষ নীলামে কিন্‌তে পারে না—এই আমাদের আফিসের নিয়ম।

বলিয়াই পকেট হইতে ২০০৲ টাকার দুইখানি নোট লইয়া তাহার হাতে গুঁজিয়া দিয়াই চীৎকার করিয়া বলিলেন,—ডাকুন, ডাকুন্ সুরঞ্জিত বাবু, ডাকুন। বড় সস্তায় যাচ্ছে। ১৮৫৲ টাকা হলেই ছেড়ে দিতে পারি।—কেউ আছে, কেউ? কেউ?

বলিয়া জনতার চারিদিকে তাকাইলেন।

কেউ উত্তর দিল না।

সুরঞ্জিতবাবু ওই কোম্পানীর একজন পুরাতন খরিদ্দার। পুরাতন চেয়ার টেবিল আল্‌মারি আদি খরিদ করিয়া মেরামত করতঃ তিনি বিক্রয় করেন,—এই তাঁহার কারবার। সুবিধায় মাল কিনিবার জন্য কখনও কখনও রমলের কাছে তাঁহাকে দরবারও করিতে হয়। অতএব তিনি রমলের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু কি ভাবিয়া একবার রমলের মুখের দিকে,—আরবার দূরস্থ মহিলাদিগের আসনে, রমার মুখের দিকে তাকাইয়া মৃদু হাস্য করিলেন।

সাহেব আবার তাগিদ দিলেন,—কই, বাবু, দেরী কেন আর?

রমল ইঙ্গিত করিলেন সুরঞ্জিতকে—কিন্তু প্রকাশ্যে হাঁকিলেন,—

১৪০৲—দুই - দুই—দুই। এই যায়, এই যায়। কেউ আছে?

সাহেব পুনর্ব্বার বলিলেন,—তিন বলে ফেল শীগ্‌গীর। আর দেরী করা যায় না।

রমলও সুরঞ্জিতের ইতস্ততঃতায় বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন। বলিলেন,—কই সুরঞ্জিতবাবু, কই ?

জনতাকে চম্‌কাইয়া দিয়া, রমার মুখে উৎফুল্লতা আনয়ন করাইয়া সুরঞ্জিত হাঁকিলেন,—১৮৫৲ একটা অস্ফুটধ্বনি শোনা গেল! রমল হাঁকিলেন,—১৮৫৲ এক—১৮৫৲ দুই—১৮৫৲ তিন,—বলিয়াই হাতুড়ি পিটিলেন।

সুরঞ্জিত রমলের ধাক্কা খাইয়া সরিয়া গেলেন, সাহেবের নিকটে টাকা জমা দিবার জন্য।

রমল হস্ত প্রসারণ করিয়া, সাহেবের নিকট হইতে ফিবৃতি ১৫৲ লইয়াই, পুনঃ রসিদের জন্য হাত বাড়াইয়া বলিলেন,—যান, সুরঞ্জিতবাবু। রসিদ আমি কাটিয়ে নিচ্ছি। আমার কাছ থেকে নেবেন'খন।

সুরঞ্জিতকে সেলমাষ্টার চিনিতেন,—পুরাতন ভগ্ন আসবাব খরিদ-কারী বলিয়াই। সহসা অত টাকা মূল্যের একখানা পিয়ানো, তাহাও আবার ১৪০৲ হইতে ১৮৫৲ টাকায় লাফ দিয়া উঠিয়া ডাক দিয়া খরিদ করিতে দেখিয়া বলিলেন,— Oh! you old fool! you are after a lady, I see অর্থাৎ ওহে! বুড়ো বোকা! তুমি কোনও মহিলার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটাছুটী কোর্চ্ছ দেখ্‌ছি!

সুরঞ্জিত হাসিয়া ফেলিলেন।

সাহেব রহস্য করিয়া বলিলেন all right all right that's good, but dont fansaw yourself (বেশ, বেশ, কিন্তু নিজেকে ফাঁসিও না যেন মহিলার প্রেমে)

কিন্তু রমলের কাণ মুখ সব রাঙ্গা হইয়া উঠিল। ভাগ্যে সাহেবের নজর তাঁহার দিকে ছিল না।

রমল যে সুরঞ্জিতকে আশ্বাস দিয়া দর বাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন,—এটুকু রমার দৃষ্টি এড়াইল না কিন্তু ওই টাকা দিয়া রমলের বেনামে খরিদ করিবার বিষয় রমা জানিতে পারিলেন না।

আর রমা যখন কাগজ পেন্‌সিল লইয়া হিসাব করিতে ব্যস্ত ছিলেন,—জানিবার জন্য তাঁহার প্রয়োজনীয় টাকা কয়টা সব নীলামে আদায় হইল কি না, তখন সাহেবের কথায় যে রমলের মুখ চোখ আরক্তিম মুখর হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাও তাঁহার দৃষ্টিতে পড়ে নাই।

সহসা কাগজ হইতে দৃষ্টি উত্তোলন করিয়া মনে মনে রমলের প্রশংসা করতঃ তাঁহার দিকে তাকাইতেই যেন মনে হইল,—রমলের কর্ণ ও গণ্ড-দেশ লজ্জারাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে! রমলকে তাহার বড় ভাল লাগিল।

রমার সহিত দৃষ্টি বিনিময় হইতেই রমলের কর্ণ দুইটা আবার আরো রক্তবর্ণ ধারণ করিল। কী সুন্দর!

রমার চক্ষু দুইটা তখন কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গেছে!—তাহার নয়ন কোণ হইতে দুই বিন্দু অশ্রুও বাহির হইয়া চক্ষুর্দ্বয় সজল করিয়া তুলিতেছে।

৭

পরদিন বেলা বারোটার সময় রমা উপস্থিত হইয়া, হিসাব-নিকাশ অন্তে ৫০৩৶০ লইয়া বাটী প্রত্যাগমন করিতে উদ্যত হইলেন।

যাইবার পূর্ব্বে, রমলের কর মর্দ্দনকালে রমা বলিলেন,—

দেখুন, আপনার দয়ার কথা আমি জীবনে ভুল্‌বো না কখনও, মনে রাখ্‌বেন। আপনি ও সময়ে আমার মত সামান্য স্ত্রীলোকের কি যে উপকার কোর্‌লেন, তা' বোধহয় ভাষায় বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যতদিন বেঁচে থাক্‌ব, শুধু আপনার এই সৌজন্যের কথাই মনে রাখ্‌ব। আমি কি বুঝি নি,—কত কৌশলে, কত ফিকিরে আমার দরকার মত টাকা কটা সংগ্রহ কোরে দিয়েছেন আপনি। আমি বেশ বুঝেছি যে, শুধু আপনার খাতিরেই, সুরঞ্জিত বাবু অতটাকা দাম দিয়ে পিয়ানোটা কিনেছেন। অবিশ্যিই ওই দামে তাঁর ঠকা হয়নি, এটুকু আমি জোর গলাতেই বোল্‌ব। তবে কি জানেন,—সে সময় কার কথা, যখন ১৪০৲ টাকার ওপরেও কেউ উঠ্‌তে চায় না, তখন একজনকে শুধু আশ্বাস নিয়ে একেবারে ৪৫৲ টাকা বেশী দর দিয়ে কেননা, বড়ই শক্ত কথা।

আর এটা আমি বেশ বুঝেছি যে,—আপনি কানে কানে তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যে যদি লোকসান হয় তো আপনি তার দায়ী হবেন;—কেমন ঠিক কিনা, বলুনত?

রমার হস্তের মধ্যে তখনও রমলের হস্তখানি! রমল তখন স্পর্শের

৬

স্পন্দন লইয়াই ব্যাস্ত। শেষের প্রশ্নে সহসা চেতনান্বিত হইয়া মৃদু-হাসিয়া বলিলেন,—সুরঞ্জিত বাবু, আমার বন্ধুলোক কিনা, তাই ?

রমার প্রশ্নটী রমল ঐ ভাবে এড়াইয়া গেলেন। রমা আরো বলিতে লাগিলেন,—

যাক্, সেকথা বিপদে যে বঁন্ধু হয়, সেই-ই প্রকৃত বন্ধু কিনা, বলুন ? আপনার সঙ্গে সামান্য একটী ব্যবহারে বুঝ্লুম,—আপনিই আমার সেই প্রকৃত বন্ধুর মধ্যে একজন।

তৎপরে রমলের হস্তের তেলোয় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মৃদু-ভাবে চাপা দিতে দিতে মহাস্যে রমা বলিলেন,—

একটা অনুরোধ রাখবেন, মিঃ সরকার ? আপনি যদি কখন ও কোনও কার্য্য-সূত্রে খিদিরপুরের দিকে যান, তা' হলে দয়া কোরে একবার আমার ওখানে পায়ের ধুলো দেবেন ? আমি আপনাকে অতিথি বোলে সৎকার কোরে নিজেকে ধন্যই মনে কোরবো, জেনে রাখবেন।

বলিতে বলিতে রমার চক্ষু দুইটা কৃতজ্ঞতায় সজল হইয়া উঠিল। গলায় স্বর পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। রমা রুমালটা লইয়া চক্ষু-মুখে একবার বুলাইলেন। তৎপরে বলিলেন,—

প্রিয়বন্ধু ! এইবার বিদায় দেন ? এখন তবে আসি, মিঃ সরকার ?

বিদায়ের বাণীটা সহসা রমলাকে ধাক্কা দিয়া তাঁহাকে স্বপ্নোত্থিতের মতই দেখাইল। তাঁহার যেন মনে হইল,—কি নিদারুণই না ওই বিদায় বাণী কয়টা ?

করবন্ধন হইতে রমল সহসা হস্ত মুক্ত করিয়া লইলেন। তাঁহার

মুখে তখনও উত্তর যোগাইতেছিল না। কি বলিয়া প্রাণ ধরিয়া তিনি সায় দিতে পারেন,—এস, বান্ধবী বিদায়, চিরদিনের মত বিদায়। আর দেখা হইবে কি না, কে বলিতে পারে, যদিচ মৌখিক সভ্যতার খাতিরে তিনি তাঁহার বাটীতে পদধুলি দিতে আহ্বান ও করিয়াছেন।

রমল বলিয়া উঠিলেন,—বিদায়ের বাণীটা বড়ই কঠোর বোলে, ঠেকে, রমাদেবী? ওর চেয়ে কোনও নরম কথা নেই কেন, আমাদের চলিত-ভাষায়,—সেইটুকুই আমি ভাব্ছি।

হাসিতে যেন ছিট্কাইয়া উঠিয়াই রমলের দেহের উপর পড়িতে পড়িতে উপক্রম করিয়াই রমা বলিয়া উঠিলেন,—

—কেন, বন্ধু, আমি তো আপনাকে রোজই আহ্বান কোর্ছি, আমার ক্ষুদ্র কুটীরখানিতে,—দয়া কোরে যাবার ইচ্ছেটুকু ঘট্লেই ও বাণীর আর সার্থকতাটুকু কি থাক্তে পারে বলুন রমলবাবু তখন?

—সে কথা সত্য, কিন্তু—

—কিন্তু, কি, রমলবাবু?

—কিন্তু, এই যে, এই গরীব কেরাণীর কাজ সার্তে প্রায়ই ৭টা ৮টা বেজে যায়। তারপরই মেসে যেতে হয়,—৮॥টার মধ্যে মেসে না জানালে, বুঝ্তে পার্চ্ছেন তো,—সেইদিনকার মত রান্না আমার ঠাকুর চাপাবে না।

—ওঃ, এই কথা,—বেশ ত, আপনি যখনি যাবেন, তখনই খাওয়া-দাওয়া কোরে আস্বেন। এ তো ভাল কথা, এ রকম কোরে অতিথ সৎকার কোর্ত্তে আমি বড়ই ভালবাসি।

রমল ভাবিলেন,—একে তো বেচারী অর্থকষ্টে বিব্রত, তাহার উপর.

তাহার বাটীতে গিয়া আহারের উৎপাত করা বড়ই নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক হইবে। মুখে বলিলেন,—

তা' কি হয়, রমাদেবী?

—কেন হবে না রমলবাবু—বলিয়া রমলের একটী হস্ত ধারণ করিলেন।

রমলের মুখে আবার ভাবান্তর লক্ষিত হইল।

জড়িত কণ্ঠে রমল বলিলেন,—আচ্ছা, যাব, যেদিন সুবিধে পাব, সেইদিন, যাব,—তবে খাওয়া-দাওয়ার কোনও বন্দোবস্ত কোর্‌তে পার্ব্বেন না,—এইটুকু মনে রাখ্‌তে হবে।

আবার হাসিতে উছল হইয়া দুই হস্তে রমলের একখানি হস্ত সজোরে ঝাঁকুনি দিয়া রমা বলিলেন,—

ওঃ, এই কথা? আপনি বড় সেন্টিমেন্টাল্ (ভাবপ্রবণ) দেখ্‌ছি!

নিজেকে সামলাইয়া লইবার চেষ্টায় রমল বলিলেন,—

তা' হবে, বোধ হয়, তবে সেটা আপনার সাহচর্য্যে—

বলিয়াই মাঝপথে থামিয়া গেলেন।

কথাটা কাড়িয়া লইয়া রমা উত্তর করিলেন,—

সে সাহচর্য্যসুখ কি শুধু আপনি একাই উপভোগ কোরেছেন?

বলিতে বলিতে রমার কর্ণ দুইটা ঈষৎ রক্তিমাভ হইয়া উঠিল!

রমল সবিস্ময়ে তাঁহার দিক তাকাইলেন। ইতিমধ্যে সহসা বাধা জন্মাইয়া আরদালি আসিয়া একখানা চিরকুট রমলের হস্তে দিল।

উহা পাঠ করিয়া, তাঁহার মুখখানা যেন সহসা বাস্তব জগতে নামিয়া আসিয়াছে, বোধ হইল। আরদালিকে বলিলেন,—

সাহেবকো সেলাম দেও, আভ্‌ভি আতা হ্যায়, হাম, ফাইল্‌ লে কর্‌।
তৎপরে রমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—

বড়ই দুঃখের বিষয়, বড় অসময়ে সাহেব ডেকেছেন কি একটা জরুরি পরামর্শ কোর্‌বার জন্যে—আসছে নীলাম সম্বন্ধেই বোধ হয়। আপনি একটু বোস্‌বেন, যদি কিছু মনে না করেন ?—

বলিয়াই তাঁহার মুখের দিকে তাকাইলেন। রমার মুখ খুলিল,—আচ্ছা, আপনি ফিরে আসুন।

—ততক্ষণ এই এড্‌গারওয়ালেশের নতুন নভেলটা পড়ুন। এটা বিক্রী হতে এসেছে।

বলিয়া নভেলটা তাঁহার দিকে ঠেলিয়া দিয়া রমল ফাইল্‌ লইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

নভেলের মধ্যে মনটা হারাইয়া যাওয়ায় রমা অধীর হইয়া উঠিতে পারেন নাই।

কিন্তু রমল যখন ফিরিলেন, তখন প্রায় দেড়ঘণ্টা অতীত হইয়া গিয়াছে।

শুধু, "আসুন রমাদেবী, বড় দুঃখিত, আপনাকে অযথা কষ্ট দিলুম, আশা করি আবার দেখা হবে,—আবার আনন্দ লাভ কোর্‌ব"—বলিয়াই রমল বাহির হইয়া গেলেন,—যাইতে যাইতে বলিলেন,—সাহেব গুদোম ঘরেতে এতক্ষণ অপেক্ষা কোর্‌ছেন বোধ হয়,- আমি এই কাগজখান্‌ নিয়ে যেতে এসেছি মাত্তর্‌। নমস্কার ! নমস্কার !

রমল ছুটিয়া চলিলেন।

অগত্যা রমা বাটী প্রত্যাগমন করিলেন।

৮

রমল পড়িলেন,—বিষম অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে। রমার কথা স্মরণের সঙ্গে সঙ্গেই ভাসিয়া উঠিতে থাকে, চিত্তপটে,—একখানা পবিত্র শুভ্র, স্নিগ্ধ সুকোমল মুখ, পল্লীর নিভৃত কোণ হইতে! পল্লীরাণীর সে শীতল মূর্ত্তি জাগে, কিন্তু ক্ষণেক পরে গিলাইয়া যায় রমার দীপ্তোজ্জ্বল বাক্, বদন, ব্যবহারটুকু স্মরণে। বিজলীর কাছে প্রদীপের আলো, নদীর কাছে তড়াগ, সমুদ্রের কাছে গোষ্পদই মনে হয় যেন তাহার!

অশিক্ষিত জীব,—ইন্দ্রিয়তাড়নে অধীর হইয়া উঠে,—উত্তেজনার মুখে যাহা হউক একটা করিয়া বসে। যাহা হউক, তবু তাহার দোষস্খালনের লঘুত্ব-কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

কিন্তু শিক্ষিত চতুর ব্যক্তি,—সংযমের আবরণে আত্মপ্রতারণার ফাঁদ পাতিতে বসে, যুক্তির আবরণে মায়াজাল সৃষ্টি করে,—ঝটিতি একটা-কিছু করিতে সাহস না পাইলেও নিজেকে জড়াইতে বসে,—উর্ণণাভের অসংখ্য সূক্ষ্ম বৃত্তাকার জালের মধ্যেই যেন।

বিপদ্‌গ্রস্তা নারীর সাহায্য করিবার প্ররোচনায়, পিয়ানোটা রমল নিজেই খরিদ করিয়া বসিয়াছিলেন,—নিজের স্বার্থের জন্য নহে,—শুধু টাকা কয়টা তাঁহাকে সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্যই।

অতঃপর পিয়ানোটাকে লইয়া কি করিবেন তাহা রমল ভাবেনই নাই!

কিন্তু সাহেব যখন ডাকিয়া বলিলেন,—সরকার, যার যা মাল আছে

সব খরিদ্দারদের নিয়ে যেতে নোটিশ দাও, নয়ত রাস্তায় ফেলে দেওয়া হবে ; বোলে দাও।—তখন রমল ভাবিতে বসিলেন।

সত্যই গুদাম ঘরখানি খালি করিয়া রাখিবার কারণ ছিল। একজন ধনীব্যক্তি সহসা ফেল্ হইয়া যাওয়ায়, তাঁহার সব আস্‌বাব পত্র শীঘ্রই আসিবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল। কাজেই সাহেবের দোষ নাই, অতএব তাহার পিয়ানোটা অতঃপর সরাইতেই হইবে।

কিন্তু কোথায় ?

পিয়ানোটা যে তিনি নিজে বেনামে খরিদ করিয়াছেন, তাহা রমা জানেন না কিন্তু রমল ভাবিলেন—রমা যদি জানিতে পারেন তাহা হইলে তিনি হয়ত মনে করিয়া বসিবেন—দেখেছ, একজনের উপকার কর্‌বার অছিলায় তাঁহারই বস্তুটী—প্রিয় বস্তুটী হস্তগত করিয়াছে সে। না না—রমলের মনে হয়—সে চিন্তা তাঁহার পক্ষে অসহ্য।

আফিস হইতে বিদায়কালীন অতিথি সংকারের অজুহাতে বিনয় সৌজন্য প্রকাশের মধ্যে যে সুরটা রমা তাহার মনোমধ্যে উস্কাইয়া দিয়া গেলেন তাহারই পোষকতায় তাহার মনে হয়—

অসহায়া নারীর বক্ষ-পিঞ্জরসম পিয়ানোটাকে নিজ গৃহে ঠাঁই দিয়া কেমন করিয়া অম্লান বদনে তাঁহাব গৃহে গিয়া অভ্যাগত হইতে পারেন তিনি ? তাঁহার কি বিবেক নাই ?

তাহা ছাড়া, যখনই ওই পিয়ানোটার প্রতি তাঁহার দৃষ্টিপাত হইবে, তখনই কি তাঁহার মনে হইবে না—ছিঃ ছিঃ একজনের বিপদের সুযোগ পাইয়া তাঁহারই প্রাণ প্রিয় বস্তুখানা আত্মসাৎ গৃহজাত করিয়াছেন তিনি ?

রমলের প্রবৃত্তি কী এতই হীন!

অন্য কেহ হইলে হয়ত তাহার পক্ষে তাহা সম্ভব হইত। কিন্তু রমল তাহা পারিবেন না—বিশেষ রমা তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু মধ্যে পরিগণ্য হইয়া গিয়াছেন যখন!

আর পিয়ানোটা তাহার গৃহে থাকিয়া শুধু শোভা বর্দ্ধন ছাড়া আর কিই বা করিবে? সন্ধ্যারাণী ত পিয়ানো বাজাইতেই জানে না—তিনি নিজেও না—এমন কি বাড়ীর কেহই না। ফলে হইবে কি—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুগণ ছুটিয়া আসিবে যখন তখন উহাকে টিপিয়া ঘসিয়া মাজিয়া টানিয়া উহাকে নিমেষ মধ্যে কঙ্কালসার হতশ্রীই করিয়া দিবে।

অরসিকেষু রস নিবেদন—পিয়ানোটার অবস্থা ঠিক তেমনইতর হইবে তাঁহার বাটীতে,—ইহা ছাড়া আর কি?

তাহার চেয়ে সব সার্থকতা লাভ করিবে উহা,—যদি সে থাকে রমার কাছেই। হ্যাঁ, সার্থকতাটুকু কি কম! হুঁ,—তিনি যখন যাইবেন,—রমাদেবীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে,—তখন ওই পিয়ানো সহযোগে রমা যে সুরলহরী সৃষ্টি করিবেন,—তানলয় মূর্চ্ছনায় যে স্বর্গের মাধুরিমা-জাল্ বুনিবেন,—তাহা কি কম অকিঞ্চিৎকর?

এই কর্ম্মপরিশ্রান্ত কেরাণীজীবন কেমন এক যাদুস্পর্শে ধন্য ধন্য হইয়া উঠিবে!

কিন্তু—একটা কথা—

যদি, রমা দেবী, দান,—ঘৃণিত দান বলিয়া সহসা প্রত্যাখ্যান করেন এইটাকে তাহা হইলে?—রমল ভাবিতে বসিলেন। জিনিসটা তাঁহাকে গছান চাই,—যেন তেন প্রকারেণ। কিন্তু কি উপায়ে?

শিক্ষিতের নিকট ভাষার অভাব, যুক্তির অনাটন কি ঘটে? সহসা রমলের মনে পড়িয়া যায়,—মেসের কথা,—তস্য স্থানাভাব-কথা,—তাহার পর, রমা যে তাঁহার বান্ধবী সেই কথাও! এইতো ঠিকই হইয়া গিয়াছে। রমল না-হয় স্বীকারই করিবেন,—তিনিই উহা বেনামে কিনিয়াছেন, দামটা তেমন উঠেনা বালিয়া আর বাহিরের লোক তাহার কদর করিতে জানিল না বলিয়াই। তাহার উপর যুক্ত করিয়া দিবেন কথা কয়টী না হয়,—

দেখুন, রমা দেবি, থাকি ত এক পচা মেসে,—সেখানকার ভাড়া দিতে হয় ইঞ্চি মেপে। কাজেই রাখিই বা কোথায় কোন্ অরসিকের কাছে ওই বিরাট রসবস্তুটাকে। আপনি হয়েছেন,—আমার একজন অন্তরঙ্গ বান্ধবী। আপনার ওপর না হয় জুলুমই কর্‌লুম একটু,—ওটার জন্যে আপনার ঘরে এতটুকু স্থান প্রার্থনা কোরে। তা ছাড়া, কল অচল থাক্‌লেই বিকল হয়,—আপনার কাছে ওর সজীবতা বাড়বে বই কম্‌বে না, আশাকরি।

কথা কয়টী মনে মনে ভাঁজিয়া শেষ হালে একেবারে মুখস্থ করিয়াই লইলেন,—কার্য্যকালীন প্রয়োগ করিবার জন্য। তাহার পর, উহার সদ্গতি করিবার সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হইয়া কুলীমহলে সংবাদ পাঠাইলেন।

৯

পাওনাদারগণের মুখ তখনকার মত বন্ধ করিয়া দিতে সমর্থ হইয়া রমা নিশ্চিন্ত মনে ড্রইংরুমে বসিয়া একটী ইংরাজী নভেল পাঠ করিতেছিলেন। তখন দিবা ৪টা। এমন সময়ে গলদ্ ঘর্ম্ম ছুটাইতে ছুটাইতে ও বিকৃত শব্দ করিতে করিতে তাঁহার ফটক ঠেলিয়া চারিটা কুলী পিয়ানো মাথায় প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিল। দেখিতে দেখিতে রমার ড্রইংরুম সংলগ্ন বারান্দায় আসিয়া বোঝাটা নামাইয়া। একটু হাঁফ লইল তাহারা।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে সর্দ্দারকুলী ড্রইংরুমের-দ্বারের সম্মুখে আসিয়া রমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—

কোথায় রাখ্‌ব, মেম-সাহেব ?

নভেলে মন তাঁহার হারাইয়া গিয়াছিল। প্রাঙ্গন হইতে বারান্দা পর্য্যন্ত কুলীদিগের আগমন-সংবাদ তিনি জানিতে পারেন নাই। হঠাৎ তাহাকে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে দেখিয়া রমা জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি চাই, তোর, এখানে কেন ?

—হুজুরাইন্, মেমসাব্, মোট লে-আয়া, কাঁহা ধরেগা (মোট কোথায় রাখ্‌ব।)

রমা তাড়াতাড়ি উঠিয়াই বাহিরে আসিতে আসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কই দেখি, কি মোট, কোত্থেকে এয়েছিস্ ?

—হুজুরাইন, নীলামী আফিস-সে।

পিয়ানোটাকে দেখিয়া রমার বক্ষ-স্পন্দন দ্রুত হইল। কতই না সুখ-দুঃখের কাহিনী ওই পিয়ানোটার সহিত জড়িত!

রমা বলিয়া উঠিলেন,—ভাগো হিঁয়াসে—উ হামারা নাহি হায় (চোলে যা এখান থেকে, ওটা আমার নয়)

নেহি, সাব্, এহি ঠিকানা (না, সাহেব, এই যে ঠিকানা)

বলিয়া একখানা চিরকুটে লেখা ঠিকানা তাঁহার সম্মুখে ধরিল। হাতের লেখা দেখিয়া রমা চিনিতে পারিয়াই সহসা অস্ফুট্ চীৎকার করিয়া উঠিলেন, তৎপরে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন,—

জ্বারুরৎ ভুল ঠিকানা হয়, কোন্ লিখা বোলে, (নিশ্চয়ই ভুল ঠিকানা কে লেখেছে বল্।)

সর্দ্দার কুলী উত্তর করিল,—

নীলাম ক্যা হাতুড়ী পিট্‌নেওয়ালা বাবু, ওহি লিখা হ্যায় (নীলামের হাতুড়ি পেটে যে বাবু, সেই লিখেছে।)

—নেহি, নেহি, ই হামারা নেহি হ্যায়—লে যাও—যো কিনা উস্‌কো পাশ লে যাও,—চিরঞ্জীববাবু না কোন্ উস্‌কো পাশ যাও, হিঁয়া পর্ গোল মাল মাৎ কর। (না, না, আমার নয়, নে যা, যে কিনেছে তার কাছে যা—চিরঞ্জীববাবু না কে কিনেছে, তার কাছে যা—গোলমাল করিস্ নে)

খরিদ্দার সুরঞ্জিত বাবুর নাম ভুলিয়া গিয়া রমা চিরঞ্জীব বলিয়া উঠিলেন।

সর্দ্দার-কুলী হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল। তাহার সঙ্গী একজন বলিল—ভুল নেহি হুয়া, মেমসাব্, ঠিক লিখা। (ভুল হয় নি, মেম-সাহেব, ঠিক লেখা হয়েছে)

রমার চক্ষুতে ভাসিয়া উঠিল,—নীলাম শেষ হইবার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে স্বরঞ্জিত বাবুর কানে কানে রমলের পরামর্শের চিত্রটা।

রমা মনে 'মনে বলিয়া উঠিলেন,—ভিতরে নিশ্চয়ই একটা রহস্য আছে—কিন্তু ভারি মজার ত! পুনর্ব্বার ধমক দিয়া বলিয়া উঠিলেন,—

তোম্ লোক ঠিক জান্‌তা, ভুল নেহি কিয়া? (হাঁ, হুজুর, সাব্ ঠিক জান্‌তা সর্দ্দার আরও বলিল,—আব্‌কো হাম্ চিন্‌তা,—আব্ কয় রোজ্ আফিস ক্যা গুদাম মে গিয়া। নীলামবাবু বোলা,- ওহি বাঙ্গালী মেমসাব্! (আপনাকে আমি চিনি—আপনি ক'দিন গুদামে গেছিলেন নীলামবাবু বল্লেন,—সেই মেম-সাহেব)

আচ্ছা, 'ঠহর' (দাঁড়া) বলিয়া রমা অন্দরে প্রবেশ করিয়া, ক্ষিপ্রপদে মুকুরের সম্মুখে আসিয়া এবং ক্ষিপ্রহস্তে ঠোঁটে লিপ্‌ষ্টিক ঘষিয়া, মাথার চুল কয়টা চিরুণী-সংযোগে সংযত করিয়া এবং হাতে মুখে ঘাড়ে পাউডারের তুলিটা বুলাইয়া দিয়াই বাহির হইয়া আসিলেন।

ইতিমধ্যে কুলী কয়টা নিঃশব্দে ড্রইংরুমের মধ্যে পিয়ানোটাকে রাখিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল।

রমা বলিলেন,—তোম্ লোককো ঠহরনে বোলা না? কোন্ ভিতরসে লে যানে বোলা? (তোদেরকি দাঁড়াতে বলেছি না, কে ভেতরে নে যেতে বোলেছিলো তোদের?)

কুলীরা হাত যোড় করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—

হুজুর, মাই-বাপ, গরীব আদমি হামলোক, মর্ যায়গা (হুজুর, মা-বাপ, গরীব মানুষ আমরা দাঁড়াতে গেলে মারা যাব)

—তব্ ভাড়া নেহি মিলে গা আভ্‌ভি। (তবে এখনই ভাড়া দেবো না)

—ভাড়া মিল্ গিয়া। (ভাড়া পেয়েছি)

শুনিয়া রমা বিস্মিত হইয়া গেলেন।

—কোন্ ভাড়া দিয়া? (কে ভাড়া দিল?)

—আফিস মে মিলে গা, বোলা। ('আফিসে পাব, বোলেছে)

—তব্, যাও। (তবে যাও)

বলিয়াই রমা দ্রুতপাদবিক্ষেপে ফটকের বাহির হইয়া আসিলেন।

১০

পথ চলিতে চলিতে রমা ভাবিতেছিলেন,—রমল কি সত্যই ভুল করিয়াছেন,—কাহার জিনিষ কোথায় পাঠাইতে গিয়া কাহাকে পাঠাইয়া বসিয়াছেন, না খরিদ্দার চিরঞ্জীববাবু বিক্রয় না-মঞ্জুর করিয়া জিনিষটা ফেরৎ পাঠাইয়াছেন? তাহাই বা সম্ভব কিরূপে? টাকা ত তিনি আগেই লইয়া আসিয়াছেন,—সেটাকা তাহার কাছে আছে। তিনি, উহা ফেরৎ দিলে, তবে ত? আর, ফেরৎ দেওয়ার সম্ভাবনাই বা কোথায় তাঁহার? সমস্তই পাওনাদারদিগকে মিটাইতে ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে যে!

এ কী করিলেন, রমল? ছিঃ ছিঃ এমনতর বিপদেই ফেলিবেন কি রমল তাঁহাকে?

অন্তরের নিভৃত কোণ হইতে উত্তর আসিল,—অসম্ভব, রমল সেরূপ যুবকই নয়। তাঁহার মত দরদী, নিঃস্বার্থ যুবক মেলাই ভার।

হাত তুলিয়া বাস দাঁড় করাইয়া, রমা উঠিয়া পড়িলেন। আবার চিন্তারাশি তাহাকে ছেঁকিয়া ধরিল।

নাঃ, বাস্‌টা বড় ধীরে চলিতেছে। ওই যাঃ, বড় ভুল হইয়া গেল,—পোষ্টাফিসে গিয়া টেলিফোনে ডাকিয়া রমলকে জিজ্ঞাসা করিলেই হইত ভাল! যাউক,—টিকিটটা যখন কাটাই হইয়া গিয়াছে,—আর আসিয়াও পড়িলাম তো ভবানীপুরের কাছাকাছি তখন আর কতখানিই বা!

আচ্ছা, এমনই কি হইবে যে টাকা কয়টা রমাকে ফেরৎ দিতে হইবে? দূর ছাই আবার সেই কথা,—তাও কি সম্ভব? নীলাম্বের

বিক্রয় না কি আবার নামঞ্জুর করা চলে! একবার হাতুড়িটা পড়িলেই হয় যে—কার সাধ্য সে বিক্রয় না-মঞ্জুর করে,—এই তো লোকেই বলে।

হ্যাঁ, তাইইত,—তিনের হাতুড়ী ফেলিবার আগে, দর বাড়াইবার জন্য রমলের কী প্রচেষ্টাই না দেখিয়াছেন তিনি! আহা, বেশ ছোক্‌রা! ও! সুশ্রী, সুন্দর, আদব-কায়দা দুরস্ত, পরোপকারী!

না, রমল থাকিতে কখনও বিক্রয় নামঞ্জুর হইতে পারিবে না,—তাঁহার মন বলে, কখনই'না।

—তবে?

ভাল কথা,—হ্যাঁ, হ্যাঁ—মনে পড়িয়াছে বটে—রমল ত বেনামে ওটা খরিদ করিয়া বসেন নাই?

রমার সর্ব্বদেহের উপর দিয়া একটা শিহরণ ছুটিয়া চলিয়া গেল! তাহাই যদি হয় তাহা হইলে?—

আঃ বাস্‌টা ভারি আস্তে চলে। কণ্ডাক্টার হাঁকিল,—পার্ক ষ্ট্রীট্‌, পার্ক ষ্ট্রীট্‌। বাস দাঁড়াইল। দুইটা পথিক উঠিল—আবার চলিল। যাউক আর বেশী দেরী নাই। এই যা রক্ষা!

একবার রমলের সঙ্গে দেখা করিতে পারিলে যে হয়—ইচ্ছা করিতেছে উড়িয়া যাইতে! বলি—রমলের এ কি রহস্য যে পিয়ানোটাকে নিজে বেনামায় খরিদ করিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেওয়া আবার!

বাস আসিয়া থামিল—ধর্ম্মতলায়। রমা সর্ব্বাগ্রে নামিয়া পড়িলেন—ছুটিয়া চলিলেন যেন ঝড়ের মত!

দূর ছাই, চৌরঙ্গির পথে গাড়ী ঘোড়া মটর ভারি চলে। পথ চলাই দায়! অনর্থক দেরী হইয়া যাইতেছে।...

কয়েক মিনিটের মধ্যেই রমা গিয়া উপস্থিত হইলেন—রমলের কক্ষসমক্ষে। কার্ড পাঠাইয়া অনুমতি লইবার আর তাঁহার ধৈর্য্য ধরিতেছিল না। সটান রমলের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াই বলিয়া উঠিলেন—

বেশ ঠাট্টা কোরেছেন ত' রমলবাবু। আমি কি আপনাদের চিরঞ্জীববাবু যে পিয়ানোটা আমার বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছেন?

রমল চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া ব্যগ্রভরে করমর্দ্দন করিয়াই বলিলেন—চিরঞ্জীববাবু নয় রমাদেবী। উনি হচ্ছেন সুরঞ্জিতবাবু।

সলজ্জ হাস্য করিয়া রমা বলিলেন—ওঃ ওনামটা বড় একটা মনে থাকে না। ভুলে গেছ্‌লুম।

রমল হাসিয়া বলিলেন—ভাগ্যে ভদ্রলোকটী এখানে নেই!

রমা বলিলেন—তিনি যে থাক্‌বেন না এ সময়ে তা আমি জানি বেশ।

—কিসে জান্‌লেন?

—তাঁর গরজ কি? পিয়ানোর মালিক যে আমার সামনেই দাঁড়িয়ে। বলিয়া জিজ্ঞাসুনেত্রে তাঁহার দিকে তাকাইলেন,—সত্যই তাঁহার অনুমান সত্য কি না জানিবার জন্য।

—তাতে কি দোষ হয়েছে মিস্ রমা?

রমার মনে পড়িয়া গেল—রেডিও-সেটের খরিদ্দারের নিকট মিস্ রমা বলিয়া তাঁহার মিথ্যা আত্ম-পরিচয় দেওয়ার কথাটুকু। রমা সহাস্যে বলিয়া উঠিলেন—নাঃ আপনি আমার সব কথাই অমন কোরে কোরে মনে রাখ্‌বেন, আপনার সঙ্গে পেরে ওঠাই ভার দেখ্‌ছি রমলবাবু!

—আপনার কথা সব তন্ন তন্ন কোরে মনের মধ্যে জেগে ওঠে—ভুলতে পারাই দায় যে রমাদেবী। সেই জন্যেই তো ওই বস্তুটা আপনার কাছেই পাঠিয়ে দিয়েছি।

রমলের সহসা মনে পড়িয়া গেল—যে কথা কয়টা বলিবার জন্য তিনি মনে মনে এত করিয়া ভাজ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা তো আর বলা হইল না। রমল বলিতে যাইতেছিলেন আরও কিছু। সহসা বাধা দিয়া হাসিতে হাসিতে রমা বলিলেন—

এ কিন্তু আপনার ভারি অন্যায়—পয়সা দিয়ে জিনিষ কিনে আবার তারই কাছে সেটা ফেরৎ দেওয়া!

রমলের এবারে সুযোগ ঘটিল—কথা কয়টা বলিবার জন্য। কিন্তু সব গোলযোগ হইয়া গেল—কোথা হইতে আরম্ভ করিতে হইবে তাহা আর মনে পড়িল না।

কাজেই আম্‌তা আম্‌তা করিতে করিতে রমল বলিয়া উঠিলেন,—

দেখুন্ আপনি বান্ধবী,—আমাকে অতিথি বোলে নিমন্ত্রণ কোরেছেন—

বাধা দিয়া রমা বলিলেন,—তাই বুঝি ওটা ফেরৎ পাঠিয়েছেন। আমি বুঝি অতিথি-সৎকার কোর্‌তে চেয়েছি,—ওইটের বিনিময়েই না?

রমল ঘামিয়া লাল হইয়া উঠিলেন। আবার আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন,—না, না, তা নয়, মিস্ রমা, আপনার কণ্ঠস্বর না কি খুব সুন্দর সেদিন নিজেই বোলেছিলেন না—তাই, তাই শোন্‌বার জন্যে—

রমা বাধা দিয়া আবার বলিলেন,—আবার আমায় মিস্ রমা বোল্‌ছেন।

রমল হাসিয়া বলিলেন,—সত্যিই আপনাকে মিস্ বোলেই মনে হয়, ওই কথাটা আমি বারবার ভুল্‌তে চেষ্টা কোরেও পার্চ্ছি না যেন!

রমা বলিলেন,—আচ্ছা যাক্, তারপর কি বল্‌ছিলেন যে গান শোন্‌বার জন্যে ওটাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন না?

রমল মাথা নাড়াইয়া জানাইলেন,—হুঁ।

রমা বলিলেন,—তা বেশ ত, বেশ ত, যখনই যাবেন, তখনই আপনাকে গান শোনাব, তাতে আর দোষ কি! এত ভাল কথাই। তবে সেদিন বিদায় নেবার সময় যদি ঘুণাক্ষরেও জানাতেন ওকথাটা, তা'হলে আকাশ পাতাল ভেবে মর্‌তাম না আমি এই যা। যাক্, আজই আপনাকে নে যাব,—আর আপনাকে গান শুনিয়ে ছাড়্‌ব তবে, জেনে রাখ্‌বেন।

রমলের মুখের জড়তা এতক্ষণে কাটিল। ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন যে,—রমা আর ওই বস্তুটা ওভাবে পাঠাইয়া দেওয়ার জন্য বিশেষ কিছু ভৎর্সনা করিয়া বসিবেন না।

আঃ। তাঁহার মুখমণ্ডল এতক্ষণে সুস্থতা ধারণ করিল।

এতক্ষণে রমল সাহসে ভর পাইয়া বলিয়া উঠিলেন,—

এতই দয়া কোর্‌বেন যদি রমাদেবী, তবে একটু অনুগ্রহ কোরে বোস্‌বেন কি? আমি হাতের কাজ ক'টা ঝপ্ কোরে সেরে নি। আর ততক্ষণ—

পূর্ব্ব দিনের অর্দ্ধ-পঠিত নভেলটা তাঁহার দিকে ঠেলিয়া দিয়া

বলিলেন,—ততক্ষণ আপনি ওইটে শেষ করুন। আমি তৈরী হয়ে নি।

রমা বলিয়া উঠিলেন,—তাতে আর দোষ কি, রমলবাবু? তবে এদিকে কেউ আস্‌বে না তো, কারণ কেউ এসে পড়্‌লে,—জিজ্ঞেস্ কোরে বসেন যদি—কেন এসেছেন, কী দরকার, তা' হলে জবাব দোবো কি বোলে তাই ভাব্‌ছি।

—তার জন্যে ভাবনা নেই আপনার—এঘর আমার নিজস্ব,—কেউ এখানে আস্‌বে না।

বলিয়া রমল ছুটিলেন—সাহেবের উদ্দেশে, কতকগুলি কাগজ-পত্র লইয়া।···

রমল যখন ফিরিলেন তখন বেলা ছয়টা। আসিয়াই রমল বলিলেন —ওঃ আপনার ধৈর্য্যের ওপর অযথা অত্যাচার কোরেছি মাপ্ কোর্‌বেন।

হাসিতে হাসিতে বলিলেন—আপনি আমায় প্রীতির চক্ষে দেখেন কি না তাই এ অত্যাচারটুকু কোর্‌তে সাহস করলুম।

—আজ এর মধ্যেই যে কাজ সারা হয়ে গেল আপনার।

—পাঁচটার পর তো সাহেব থাকেন না—আমি ইচ্ছে কোর্‌লেই যেতে পারি রোজ্ সাহেব যাবার পরই। তবে যাই না কেন জানেন—কাজগুলো পড়ে থাক্‌বে,—সে তো নিজেরই ক্ষতি।

—বটে! এই জন্যেই বুঝি আফিসে সুনাম কিনেছেন?

—সে তো আপনাদের পাঁচজনের দয়ায়—বলিয়াই হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—চলুন, এইবার বেরিয়ে পড়া যাকক্। ভাল কথা নভেলটা

আপনার শেষ হয় নি বুঝি, নেন না সঙ্গে। শেষ হলেই, কাল-পরশু পাঠিয়ে দেবেন অখন্। ওটা নীলামে চড়্‌তে এখন ঢের দেরী।...

উন্মুক্ত গড়ের মাঠে পাশাপাশি আসিতে আসিতে রমল বলিলেন—আঃ কি সুন্দর খোলা আকাশ। ইচ্ছে কোর্‌ছে, এইখানেই থেকে যাই। আজ আমার আনন্দটুকু বুকে ধরছে না যেন এই ভেবে যে সেদিনকার আপনার বিদায়-বাণীটুকু সত্যি সত্যি মিথ্যে হয়ে গেল আজ।

—আপনি যে ওই সামান্য চলিত কথার মধ্যে এতটা বিষাদের সুর জাগিয়ে তুল্‌বেন তা' আমি ভাব্‌তেই পারি নি।

ক্রমশঃ সন্ধ্যায় আকাশ মাঠ ছাইয়া আসিল। মাঠের প্রান্তে দূরে দূরে আলোকস্তম্ভের সারি—যেন বদ্ধশ্রেণী জোনাকী পোকার নিকটের বস্তু ভাল দৃষ্টি-গোচর হইতে ছিল না। তাঁহারা উভয়ে পাশাপাশি চলিতেছিলেন—বাহুতে বাহু স্পর্শ হইয়া যাইতেছিল—সহসা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে রমা বলিয়া উঠিলেন—

আমিও কি আজ কম আনন্দ পেলাম তোমার সঙ্গে রমল ?

রমল চমকিত হইয়া উঠিলেন—তাঁহার যেন মনে হইল—তাঁহারই উচ্ছ্বাসের পূর্ব্ব জের টানিয়া লইয়া রমা এতক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া কী ভাবিতেছিলেন। রমার কথাগুলি—সহসা স্বপ্নোত্থিত ন্যায় প্রতীয়মান হইল তাঁহার নিকট। আর 'আপনি' সম্বোধন হইতে সহসা 'তুমিতে' অবতরণ করায় রমলের বুঝিতে বাকী রহিল না,—
কতখানি আন্তরিকতার সহিত সহসা কথা কয়টী বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

এতক্ষণ রমল রমার একটা হস্ত ধারণ করিয়া পাদ চারণা করিতেছিলেন—অদূরে বাস-পথের তীরভূমি বেশ অনুমান হইতেছিল

তীরভূমির পার্শ্বেই পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষ শ্রেণী। বাস ধরিবার পথ আর বেশী দূর নাই।

রমল সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া গিয়া, রমার সম্মুখে একটু সরিয়া আসিয়া তাহার হস্তখানি বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া কয়েক মিনিট স্পর্শানুভব করিলেন।

অদূরে আঁধারের অন্তরালে একটা দ্রুত পলায়িত অশ্বের শব্দ তাঁহাদিগের কর্ণে গেল—খট্ খট্ খট্। কী সর্ব্বনাশ! ওই শব্দ যে ক্রমশঃই নিকটবর্ত্তী হইতেছে—আবার তাহাদিগের দিকেই!

রমা সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—

রমল, রমল, কি হবে, রক্ষা কর।

—আমি থাক্‌তে রমাদেবীর এতটুকুও আঘাত কোর্‌তে পার্ব্বে না, ওই ঘোড়াটা।

বলিয়াই সযত্নে রমার কটিদেশ বেষ্টন করতঃ স্বীয় বক্ষোপরি তাঁহাকে শয়ন করাইয়া দ্রুত ছুটিলেন—পথি-পার্শ্বস্থ একটা স্থূল বৃক্ষের পানে।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে বৃক্ষের গুঁড়ির অন্তরালে আশ্রয় লইয়াছেন তাঁহারা, এমন সময়ে কয়েক সেকেণ্ড মধ্যেই অশ্বটা তাঁহাদিগের পার্শ্বদেশ দিয়া, দুই গজ মাত্র ব্যবধানে ছুটিয়া চলিয়া গেল। অশ্বচালক অদূরে চীৎকার করিতে করিতে আসিতেছিল।

রমা এতক্ষণ ভয়ে কাঁপিতেছিলেন—অশ্বটীকে অতিক্রম করিয়া যাইতে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন,—

ওঃ আজ কি সৌভাগ্য আমার, ভাগ্যে ছিলুম তোমার কাছে রমল তা' না হলে, হয়ত ওই ঘোড়ার পায়ের তলাতেই আজ জীবনটা যেত

আমার। দেখিতে দেখিতে অশ্বটা ছুটিতে ছুটিতে, বিপরীত মুখ হইতে বেগে আগমনকারী একটা চলন্ত ট্রামের গায়ে ধাক্কা খাইয়া ভীষণ শব্দে মাটীতে পড়িয়া গেল।

রমল চীৎকার করিয়া উঠিলেন—কী ভয়ানক! দেখ, দেখ, ঘোড়াটা ট্রামের তলাতেই প্রাণ দিলো শেষকালে।

রমা বলিলেন—আর না, রমল, বাড়ী ফেরা যা'ক্। সত্যই গড়ের মাঠ সব সময়ে নিরাপদ নয় সকলের পক্ষে।

১১

এক বৎসর পরে।

ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। রমল আর মেসের বাসায় থাকেন না ; রমার অনুরোধে এবং তাহার যত্ন-সাহচর্য্যের লোভে, 'আস্তানা' পাতিয়াছেন, রমারই একটা উদ্বৃত্ত প্রকোষ্ঠে।

রমার স্বামী পূর্ব্ববৎ পত্নীর কোনও উদ্দেশই রাখেন না। মাসহারা পাঠান তো দূরে থাক্‌। কাজেই, নির্য্যাতিতা, অসহায় তরুণীকে ভর করিতে হইয়াছে, ওই সামান্য তৃণ-সদৃশ রমলের উপরই !

রমলের মাসিক আয় যাহা, তাহা তাহার নিজের পক্ষে যথেষ্ট বটে কিন্তু ওই বিলাস-প্রতিপালিতা তরুণীর ব্যয় ভার সঙ্কুলান করা বড়ই কষ্টসাধ্য। রমাকেও অনেক ব্যয় সঙ্কুচিত করিতে হইয়াছে, তবুও স্বচ্ছন্দ হইতে পারিতেছেন না তাঁহারা।

কাজেই উভয়ের মধ্যে অনেকদিনকার পরামর্শের পর স্থির হয়—রমা একটা চাকুরী দেখিয়া লইবেন, যতটা সম্ভব, তাঁহাদিগের ব্যয় সঙ্কুলান করিবার জন্যই।

রমার একান্ত জিদে রমল সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন—গান ও পিয়ানো শিখাইবার জন্য সম্ভ্রান্ত বংশীয়া কেতা-দুরস্ত একজন সুন্দরী শিক্ষয়িত্রী আছেন। মাসিক বেতন—১০০৲ অনুসন্ধান করুন—নং পোষ্টবক্স, 'ব্যাক্‌ওয়াচ্‌' আফিসে।

তিনখানি মাত্র নিয়োগ-পত্র আসিয়াছিল। তন্মধ্যস্থ একখানি

হইতেছে ৬০৲ টাকার, একখানি ৫০৲ টাকার এবং আর একখানি ১০০৲ টাকার। শেষেরটীতে আশানুরূপ মাহিনার কথা আছে বলিয়া, নিয়োগকারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে রমা মনস্থ করিলেন। ঠিকানা হইতেছে—বালিগঞ্জের নিভৃত এক পল্লী—'লাভলক্' কটেজ্। নিয়োগকারীর পূর্ণ নাম দেওয়া ছিল না—ছিল মাত্র নামের প্রথম অক্ষর কয়টী—এ, সি, এস্। তাহাও আবার জড়িত অক্ষরে।

যাইবার প্রাকালে রমল ব্যথিত স্বরে বলিলেন—

যাচ্ছ, যাও, রমা! কি আর বোল্‌ব, বল। আমার ওই সামান্য আয়ে যদি দু'জনার চলে যেত, তা হলে কি তোমায় চাক্‌রীর কষ্ট সহ্য করাতে পাঠাতুম? অভাগা আমি! তোমায় সুখী কোর্ত্তে পাল্লুম না।

কিন্তু রমা হাসিয়া বলিলেন—কেন, দুঃখু কর্চ্ছ, রমল? এতকাল তো তোমার স্কন্ধেই চালিয়ে এসেছি—আর চিরকাল তো একটানা একটা পুরুষের স্কন্ধে চালিয়েই আস্‌ছি বরাবর। আজ আমি নিজের ক্ষমতার ওপর নির্ভর কোর্‌তে যাচ্ছি ভেবে, শুধু আমার দুর্গজয়ের মতন আনন্দই হচ্ছে না—গর্ব্বে বুকখানা আমার ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে। তুমি আমায় বাধা দিও না, রমল, জোড় হাত করি আমায় যেতে দাও, বন্ধু। যদি একান্তই চাক্‌রীটা জুটে যায়, তা' হলে না হয় চেষ্টা করব, যাতে এক ঘন্টার বেশী সেখানে থাক্‌তে না হয়। এই তো, দেখই না, এগবালপুর থেকে বালিগঞ্জে ট্রামে যেতে আস্‌তেই লেগে যাবে কোয়াটার তিনেক কি এক ঘন্টা। তা' হলে মোট এম্নিই হবে দু'ঘন্টা। ওই যে দু'টী ঘন্টা তোমার কাছ ছাড়া হয়ে থাকব, তুমি কি মনে কর, আমার মনে এতটুকুও কষ্ট হবে না?

নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত রমল বলিলেন—

যাক্ যখন চাকরী করাটাই স্থির কোরেছো, তখন সময়টা কোরে নিও বরং সকালের দিকে। বিকেলে, তোমার সঙ্গ না পেলে, আছ্ড়ে মরে যাব হয়ত। বলিয়া রমল হাসিলেন।

প্রত্যুত্তরে মৃদু হাসিয়া রমলের বাহুতে ছোট একটা চিমটী কাটিয়া রমা বলিলেন—সে আর বোল্‌তে হবে না বন্ধুবর। সেটুকুন্ আগেই ভেবে ঠিক কোরে রেখেছি।

নিয়োগ-পত্রখানি লইয়া রমা যখন যথা ঠিকানায় পঁহুছিলেন, তখন নিয়োগকারীর মূর্ত্তি দেখিয়া সহসা সর্প-দষ্টার ন্যায় চমকিয়া, শিহরিয়া উঠিলেন।

নিয়োগ-কারীকে দেখিয়াই তাঁহার চিনিতে বিলম্ব হইল না যে—ইনিই সেই হোসিয়ারী মার্চ্চেণ্ট মিঃ এ, সি, সান্যাল, যিনি রমার সাবেক প্যাটার্ণের রেডিও-সেট্‌খানা আজকালকার হ্রাস মূল্যে—প্রায় নূতন দামেই বলিলে হয়—খরিদ করিয়াছেন। আবার যে রসিদ তাঁহাকে দিয়াছেন, তাহাতে যে নাম ঠিকানা দেওয়া হইয়াছে তাহাও জাল। যদি অনুসন্ধান করিয়া থাকেন তিনি তাহার ঠিকানা সম্বন্ধে, তাহা হইলে ?...

রমার অন্তরটা যেন ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। হায়! বিলাস-প্রতিপালিতা হইয়া অর্থের অনটনে কতই না অপকর্ম্ম করিতে হইয়াছে তাহাকে ? ছিঃ ছিঃ!

দ্বারদেশে হাতব্যাগ ও ছত্র হস্তে রমাকে সহসা হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া মিঃ সান্যাল সহসা উল্লাসভরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—ওঃ আজ কী সুপ্রভাত আমার! আজ কুমারী রমাদেবী আমার কুটীরে!

মিঃ সান্ন্যালের স্বরে কোনও অনুযোগের আভাস নাই বুঝিয়া রমার সাহস হইল। রমা সাহসে ভর দিয়া বলিলেন—

নাঃ আমায় আর লজ্জা দিবেন না, মিঃ সান্ন্যাল। আমি আজ আপনার দ্বারে অনুগ্রহ প্রার্থিনী হয়েই এয়েছি।

মিঃ সান্ন্যাল উঠিয়া তাঁহার কর ধারণ করিয়া বলিলেন—
বলুন, কি কোর্‌তে পারি আমি আপনার? সত্যই আমার সুপ্রভাত আজকে, আপনাকে কাছে পেয়ে।

আসল কথা এই যে—রসিদ-লিখিত ঠিকানা লইয়া সত্য সত্যই মিঃ সান্ন্যাল সেই ঠিকানায় অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার তল্লাস সেই ঠিকানায় কেহই দিতে না পারায়, হতাশ না হইয়াও অনুসন্ধান করিয়াছিলেন—সন্ধ্যার সময় ইডেন গার্ডেন, লেক অঞ্চল ও বড় বড় সিনেমা কোম্পানীর বহির্দ্বারদেশে—এমন কি ভিতরে পর্য্যন্তও।

মিঃ সান্ন্যাল বুঝিয়াছিলেন—লেডিটী সত্যই কোন সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া হইবে—আত্ম-পরিচয় গোপন রাখিবার জন্যই তিনি ঐ মিথ্যা নাম ঠিকানা দিয়াছেন। কাজেই কুমারী রমার সহিত অন্তরঙ্গতা করিবার নিগূঢ় পিপাসাটুকু তাঁহার অন্তর মধ্যেই রহিয়া গিয়াছিল। তিনি মনে মনে স্থির জানিয়া রাখিয়াছিলেন যে, কুমারীটী যদি সত্য সত্যই কলিকাতাতেই বাস করিয়া থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই একদিন না একদিন তাঁহার চক্ষুতে পড়িবেই পড়িবে।

সেই জন্য অমন প্রার্থিত রমাকে সম্মুখে পাইয়া মিঃ সান্ন্যাল উল্লাসভরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। ফলে রমা বিবেকের তাড়ন হইতে তৎকালে অব্যাহতি পাইলেন।

মিঃ সান্নাল কর ধারণ করিয়া রমাকে লইয়া গিয়া সম্মুখস্থ একটা চেয়ারে বসাইয়া দিয়াই, অতি সন্তর্পণে তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিলেন . এদিকে রমার মুখ সলজ্জ হাস্যে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। মিঃ সান্ন্যাল তাঁহার সরম-জড়িত মুখশ্রী দেখিয়া সমস্ত ভুলিলেন। তৎপরে নিজে তাঁহার সম্মুখে বসিয়া উল্লাসভরে বলিয়া উঠিলেন—তারপর, মিস্ রমাদেবী! কেমন আছেন বলুন।

এতক্ষণে রমা হাত ব্যাগ খুলিয়া মিঃ সান্ন্যালের টাইপ-করা পত্রখানা বাহির করিতেছিলেন। সেটা খুলিয়া মিঃ সান্ন্যালের সম্মুখে ধরিয়া রমা বলিয়া উঠিলেন—

এই জন্যেই আসা।

পত্রখানা হস্তে লইয়া, চশমা জোড়াটা নাকের উপর বসাইয়া দিয়াই পাঠ করত মিঃ সান্ন্যাল বলিয়া উঠিলেন—

ওঃ আপনিই তবে সেই সঙ্গীত-শিক্ষয়িত্রী, বটে! কে জানে যে আপনিই কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। তা বেশ, বেশ, ভাল কথাই ' আপনার মধ্যে যে এতগুণ আছে তা আমি জানতুমই না। কী চমৎকার! আশা-করি, এবার থেকে আপনাকে হাতের কাছে পেয়ে মধুর কণ্ঠের গান শুনতে পাব রোজ।

বলিয়াই উচ্চ-গলায় 'গোপী! গোপী!' বলিয়া ভৃত্যকে ডাকিলেন। রমা মনে মনে বলিলেন, বড়লোক হইলে কি হইবে, চাল-চলন সমস্তই সাবেক-ধরণের। মনে পড়িয়া গেল, তাঁহার মাতুলালয়ের কথা ও স্বামীর ঘরের কথা, যেখানে মনিবরা বেল বাজাইয়াই ভৃত্যকে ডাকিতেন।

গোপী আসিবার পূর্ব্বেই মিঃ সান্ন্যাল বলিলেন—দেখুন রমাদেবী,

আপনার দেওয়া সেই রসিদটা হঠাৎ কোথায় পড়ে যায়, তাইতে আপনাকে যতদূর মনে ছিলো আপনার দেওয়া ঠিকানায় খোঁজ করি। কিন্তু সেখানকার বাসিন্দারা কেউ আপনার সন্ধান দিতে পার্লে না। ভেবেছিলুম, দেখা পেলে রসিদটা আবার নতুন কোরে লিখিয়ে নেব।

রসিদ-হারানর কথা কিন্তু মিথ্যা!

রমার প্রাণটা গুর্ গুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল এই ভাবিয়া যে এত আদর আপ্যায়নের মধ্যেও কি শেষকালে ভদ্রলোক তাঁহাকে মিথ্যা ঠিকানার অজু হাতে অপদস্থ করিয়া বসিবেন। কিন্তু চতুরা পরমুহুর্ত্তেই অন্তরের দৌর্ব্বল্যটুকু দমন করিয়া বলিয়া উঠিলেন :—

কী জানেন, মিঃ সান্ন্যাল,—আমি যে বংশের মেয়ে সে বংশের পরিচয়টা গোপন কোর্ত্তেই চেয়েছিলুম। বুঝেছেন কিনা—যদি আত্মীয় স্বজনরা জানতে পারেন যে আমি ভারি খর্‌চে, নিজের জিনিষগুলো সব বেচে বেচে খরচ করি, তা' হলে বড়ই লজ্জিত হতে হবে। তা' আপনি যদি বলেন, এখনই আর একটা রসিদ না হয় নতুন কোরে লিখে দিই।

না না তার আর দরকার কি? আপনি যখন নিজে এয়েছেন, আর আসবেন ও রোজ যখন; তখন আর শুধু শুধু একটা টুক্‌রো কাগজ লিখিয়ে লাভ কি? মানুষের চেয়ে কী কাগজ বড়?

গোপী আসিয়া দাঁড়াইল। মিঃ সান্ন্যাল বলিলেন, যা' তোর্ মীনাদিদিকে ডেকে দে, বল্‌গে যা তার গানের মিষ্ট্রেস্ এয়েছেন।

ভৃত্য চলিয়া গেল। আবার কথোপকথন চলিল।

মিঃ সান্ন্যাল বলিয়া চলিলেন,—তারপর আপনাকে হেথা-সেথা লোকে

সিনেমায় দুই-একবার খুঁজেছিলাম, কিন্তু কোথাও আপনার দেখা পাইনি। একবার মনে হয়েছিল—রমলবাবুর কাছে টেলিফোন কোরে, আপনার ঠিকানাটা জেনে নিই, আবার ভাবলুম—সামান্য একটা রসিদের জন্যে মনের এতটা উদ্বেগ দেখান ভাল নয় অপরের কাছে। তাই চেপে গেলুম।

বলিয়াই মৃদু হাস্যে রমার মুখের দিকে তাকাইলেন। রমা আবার মিথ্যা বলিয়া উঠিলেন—আপনি বোধ হয়, সেই নীলাম করেন যে বাবুটী তাঁরই কথা বোল্‌ছেন? তিনি আর আমার কথা বিশেষ কি জানবেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ তো শুধু ওই ক'টা জিনিস বিক্রি নিয়ে, এইত! তাঁর কাছে টেলিফোন করেন-নি একরকম ভালই কোরেছেন—অমন হাটে বাজারে আমার তল্লাস করা বড়ই বিশ্রী বোধ হত। নীলেমের আফিস না, হেটো বাজার! তবে কি জানেন—আমার পরিচয়টা এখনো গোপন রাখ্‌তে চাই—কেননা যদি আত্মীয় স্বজনরা জান্‌তে পারেন—বুঝেছেন কিনা তা'হলে বড়ই অপ্রস্তুত হতে হবে আমায়?

মিঃ সান্ন্যাল হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠেলেন—ওঃ এই কথা? পরিচয়ের আর দরকার কি, মিস্ রমা আপনার সশরীরে উপস্থিতি আর গুণ-গরিমা—এই-ই তো যথেষ্ট পরিচয়!

রমা এতক্ষণে আশ্বস্ত হইলেন। ইতিমধ্যে মিঃ সান্ন্যালের অষ্টাদশবর্ষীয়া কুমারী কন্যা মীনাদেবী আসিয়া পিতার পশ্চাতে চেয়ার ধরিয়া দণ্ডায়মান হইয়া প্রশ্ন করিল,—এই নাও, তোমার গানবাজনার মিষ্ট্রেস্। এঁর সঙ্গে আলাপ কর।

বলিয়া রমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। মীনা হাতযোড়

করিয়া নমস্কার করিল। রমা মস্তক অবনত করিয়া প্রত্যুত্তর দিলেন এবং মুখে বলিলেন—গুড্‌মর্ণিং।

শিক্ষিতা-সমাজে অনভ্যস্তা মীনা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল। মিঃ সান্ন্যাল বলিলেন—গুডমর্ণিং এর প্রত্যুত্তরে 'ইয়েস্' বা গুডমর্ণিং বোল্‌তে হয়—এইসব শেখ ওর কাছে !

মীনা দেখিল—তাহার শিক্ষায়িত্রী হাল-ফ্যাসানে সজ্জিতা সুন্দরী তরুণী—বর্ত্তমান সমাজের আদব কেতায় অভ্যস্তা। শিক্ষয়িত্রীকে তাহার পছন্দ হইয়া গেল। রমার ছত্রের মস্তকদেশ আকর্ষণ করিয়া মীনা বলিল—আসুন না, আমার পড়বার ঘরে যাই। সেইখানে বেশ কথাবার্ত্তা হবে অখন্।

মিঃ সান্ন্যাল বলিলেন—আচ্ছা, ওঁকে নে যাও মা। আর মিস্ রমা দেবী, আপনি যাবার সময় আমার সঙ্গে দেখা কোরে যাবেন।

মীনা সহর্ষে বলিয়া উঠিল—আপনিও মিস্ তবে—বেশ ত ! চলুন যাই।

ওই কয়েক মিনিটের আলাপে চতুরা রমা বুঝিয়াছিলেন—পাকা নামজাদা হিসাবী ব্যবসায়ী হইলেও মিঃ সান্ন্যালের হৃদয়ের দিক্ নির্ণয়-যন্ত্রটী কোন্‌দিক্ অভিমুখী হইয়া আছে !

তাই ঘরের জানালা কয়টা উন্মুক্ত করিয়া দিয়া ড্রইং-রুমের উপরিস্থিত জানালার পার্শ্বে পিয়ানোটা সরাইয়া আনিয়া তৎ-সহযোগে মন মাতান মর্ম্মস্পর্শী আবেগে মধুর বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে সুরলহরী তুলিলেন :-··

যাবে কি হে দিন আমার, বিফলে চলিয়ে,
আছি নাথ দিবানিশি, তোমাপথ চাহিয়ে।

সুরের তরঙ্গ আছাড়ি পিছাড়ি খাইয়া মিঃ সান্ন্যালের কর্ণে মধু বর্ষণ করিতেছিল! মিঃ সান্ন্যাল চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া ড্রইং-রুমের সম্মুখে, উপরিস্থ জানালার নীচে আসিয়া দাঁড়াইলেন তাঁহার মনে হইল—এই অপূর্ব্ব মধু কণ্ঠের অধিকারিণী, সুরের বিচিত্র ভঙ্গী দেখাইতে সুনিপুণা এই শিক্ষয়িত্রী সত্যই ওই মাহিনার যোগ্যা বটে! পূর্ব্বে ওই সঙ্গীত কতবার কতলোকের কণ্ঠে শুনিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ মধুময় কণ্ঠে অমন সুরের ভঙ্গিমা-বৈচিত্র্য কোথাও শুনেন নাই ত!

বিদায়কালে, মিঃ সান্ন্যাল—উৎফুল্লমনে রমার চাকুরী পাকা করিয়া সহি করিয়া দিলেন।

১২

মিসেস রমা চৌধুরীর মাসহারা বন্ধ হইবার পর, দুইবৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

সেবার শারদীয়া পূজার অবকাশে মিঃ চৌধুরী, মিস্ ক্যাথারাইনকে সঙ্গে লইয়া বায়ু পরিবর্ত্তনে গিয়াছিলেন—নৈনিতালে।

সেদিন মিস্ ক্যাথারইনের শরীরটা ভাল ছিল না। কাজেই মটর-যোগে সান্ধ্য ভ্রমণ ঘটে নাই।

ডাক বাংলোর প্রাঙ্গনে উভয়ে দুইখানি চেয়ারে মুখোমুখী বসিয়া আছেন। সন্ধ্যার আঁধার ক্রমশঃ ঘনাইয়া উঠিতেছে। মাথার উপরকার তারকারাজি অন্ধকারের ভীষণতা একটু হ্রাস করিতেছে মাত্র। চারিদিক নিস্তব্ধ—শুধু পবন সঞ্চালিত পত্রের মৃদু মর্ম্মর শব্দ শুনা যায়।

বেহারা জিজ্ঞাসা করিল—বাতি দেবো?

ক্যাথারাইন্ বলিলেন—না।

আবার নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। সহসা সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ক্যাথারাইন্ ইংরাজীতে বলিলেন, (ক্যাথারাইন্ বাঙ্লা জানেন না, যদিচ ঐ ভাষা শিখিবার জন্য তাঁহার যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যায়) ক্যাথারাইন্ বলিলেন—দেখ, ডিক্।

মিঃ অ্যালফ্রেড্ চৌধুরীকে ছোট কথায় ডিক্‌নামেই সম্ভাষণ করিতে ক্যাথারাইন্ ভাল বাসিতেন তাই বলিলেন—

দেখ ডিক্, দেখ্‌তে দেখ্‌তে ছেলেটা দশ মাসের হয়ে উঠ্‌ল। লোক

লজ্জার ভয়ে তাকে রেস্‌কু হোমে (অনাথ-আশ্রমে) ফেলে রাখ্‌তে হয়েছে। তাকে একটীবার কাছে এনেও বুকে কোর্‌তে পাচ্ছিনে। জান ত, মায়ের প্রাণ? আর তো বিলম্ব করা যায় না, ডিক্‌, কবে এক সঙ্গে হব সব, এই কথাই ভাব্‌ছি। তুমিই বলনা কেন, ডিক্‌, কদ্দিন এমনই কোরে চুপটী কোরে মায়ের খাঁ-খাঁ প্রাণ নিয়ে বসে থাকি বল। কতদিন এম্নি কোরে থাকা যায়?

মিঃ অ্যালফ্রেড্‌ চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিলেন। ক্যাথারাইন্‌ বলিতে লাগিলেন—তোমায় তো আমি বোলেইছিলুম—যা কোরে, কোরেছ, যা হবার তা হয়ে গেছে,—শুধু আমার জীবনটা যাতে একেবারে ঝর্‌ ঝোরে নষ্ট না হয়ে যায় তারই জন্যে নগদ কিছু টাকা দাও, তোমার কাছ থেকে সরে পড়ি। ভাই-বন্ধু আত্মীয়-স্বজনরা চেয়েছিলেন ৫০০০০৲ আমি তোমায় তার অর্দ্ধেক রেহাই দিয়ে চেয়েছিলুম, মাত্র ২৫,০০০৲। বল, কি মন্দটা বোলেছি তোমায়, ডিক্‌?

অ্যালফ্রেড্‌ বলিলেন,—

দেখ, ডার্লিং,তুমি আমার কাছ থেকে চোলে যাবে,চোলে যাবে বোলে শুধুই প্রাণে দুঃখ্‌খু দাও কেন, বল দিকিন্‌। আমার কি সাধ যে, তোমার ইহকাল-পরকাল সব ঝর্‌-ঝরে কোরে দিয়ে শুধুই অনুতাপ কোরে মরি। দেখ্‌তেই তো পাচ্ছ তোমার প্রেম আমার কাছে কত প্রবল! বাপ-ঠাকুর্দ্দার এমন পবিত্র হিন্দু-ধর্ম্ম, তাও শুধু তোমার প্রেমের জন্যেই ত্যাগ কোরেছি, আর তোমার জন্যেই তো—

বলিয়াই অ্যালফ্রেড্‌ সহসা রসনা সংযত করিয়া লইলেন। তিনি বলিতে যাইতেছিলেন,—তোমার জন্যেই তো অমন সুশীলা পত্নীকে

পর্য্যন্তও ত্যাগ করতে পেরেছি। কিন্তু সহসা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল, কথা-কয়টীতে হয়ত গৃহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতে পারে। বিশেষ ক্যাথারাইন্‌কে তাঁহার ভয় করিয়া চলিতে হইত।

ক্যাথারাইন্ কিন্তু বুঝিতে বাকী রাখেন নাই,—উত্তেজনার মাথায় অ্যালফ্রেড্ কী বলিতে যাইতেছিলেন। তাই তিনি বলিয়া উঠিলেন,—দেখ, ডিক, তুমি কি বোল্‌তে যাচ্ছিলে, তা কি আমি আর বুঝি নি। তার জন্যে আর দুঃখ্‌খু কি ডিক্? তুমি তোমার হিন্দু-স্ত্রী ফিরিয়ে নে এনে সুখে ঘর কর গে,—আমি বরং বনের পাখী বনে উড়ে যাই। বনই আমার পক্ষে ভাল। জানই ত, তুমি আমায় ভালবেসেছিলে, তাই তোমার কাছে ধরা দিয়েছিলুম। নয়ত আমি তেমন মেয়ে নই যে, যার তার কাছে ধরা দেবো। এখন যদি অনাদর কর, বল চোলে যাই,—হোমে (অর্থাৎ বিলাতে), মায়ের কাছে চোলে যাই,—তোমার পবিত্র-স্মৃতিটুকুন্ নিয়ে না-হয় আমি চিরটা দিন কাটিয়ে দেবো।

বলিয়াই চক্ষুতে রুমাল বুলাইলেন।

ক্যাথারাইন্ বঙ্গ-বালা নহে,—'চোস্ত' কথায় তাঁহার সঙ্গে পারা ভার!

রমাদেবীর জন্য অ্যালফ্রেডের অন্তরাকাশে যে বিষাদ্-মেঘটুকু ধীরে ধীরে জমাট বাঁধিয়া উঠিয়া তাঁহাকে উত্তেজিত-প্রায় করিয়া তুলিতেছিল, তাহাই আবার ক্যাথারাইনের বাক্‌চাতুর্য্যে কোথায় উঠিয়া মিলিয়া গেল।

অ্যালফ্রেডের যেন মনে হইল,—ইহারাই যথার্থ হৃদয়-চর্চ্চার মর্ম্মটুকু জানে।

ক্যাথারাইনকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বিচারক অ্যালফ্রেড সহসা স্তোক-বাক্য ছড়াইলেন :—

ডার্লিং, তুমি শুধু শুধু, তার কথা তুলে আমাদের মধ্যকার অন্তরঙ্গতা টুকুন্ ঘোলাটে কোরে দাও কেন, বল দিকিন্। আমি কি তারই কথা বোল্‌তে যাচ্ছিলুম, তুমি তাই মনে কর। আমি তোমায় বোলতে চাইছিলুম যে তোমার জন্যে পবিত্র হিন্দু-ধর্ম্ম ত্যাগ কোরেছি। তোমার জন্যেই এমন কি সর্ব্বস্ব ত্যাগ কোর্‌তে প্রস্তুত আছি,—এই যা !

ইজিচেয়ারটা অ্যালফ্রেডের নিকটে, একটু পার্শ্বে, সরাইয়া আনিয়া সোজা হইয়া বসিয়া অ্যালফ্রেডের একটা হস্ত নিজ-হস্ত মধ্যে লইয়া ক্যাথারাইন্ বলিয়া উঠিলেন,—

দেখ, ডিক্, আমি কি অস্বীকার কর্‌ছি যে তুমি আমায় ভালবাস না ? হিন্দুধর্ম্মটা যদি ছাড়্‌তে তোমার একান্তই কষ্ট হয়, তা হলে না হয় আমাদের বিয়েটা হয়ে গেলেই ওটা আবার দুজনে একসঙ্গেই গ্রহণ করা যাবে'খন্,—কি বল ? তুমি তো সেদিন বলেইছিলে,—দেখ, দেখ, কত অ্যামেরিকান্, কত ইংরেজ হিন্দু হয়েছেন, তার ওই তালিকা কাগজে বেরিয়েছে। আর আজকাল হিন্দুরাও না কি খুব উদারতা দেখিয়ে অন্য ধর্ম্মকে নিজের মধ্যে টেনে নিচ্ছে ! তবে আর ভাবনা কি ডিক্,—বিয়েটা শুধু হলেই হয় যে !

—হ্যাঁ, সে বিষয়ে কোনও গণ্ডগোল নেই বটে,—তবে বিয়েটা যে কেমন কোরে হয়, সেই কথাই হচ্ছে ভাব্‌বার কথা বটে। ভেবেছিলুম,—রমা নিজে থেকেই ডাইভোর্স মামলা এনে বিয়েটা রদ করিয়ে দে তোমার জন্যে লাইন্ ক্লিয়ার (পথ পরিষ্কার) কোরে দেবে, তা নয় সে শুধু ঘাপ্‌টী

মেরে বসেই আছে। আর বল কি,যাতে সে অর্থের অভাবের জ্বালায়,ছুট্‌বে আদালতে সব্‌বার আগে,তারির বন্দোবস্ত কোরে তার দুটী বছর খোরাকী বন্ধ কর্‌লুম,—না,—আর সেই-ই কি না চুপ কোরে বোসে রইল শুধু ?

শেষের কথাকয়টী বলিতে বলিতে একটা ভারি নিঃশ্বাস অ্যালফ্রেডের বুকের মধ্যে জমাট্‌ হইয়া উঠিতেছিল,—এই ভাবিয়া যে একটা নামজাদা বিচারক হইয়াও, অবস্থা-বিপর্য্যয়ে একটা অসহায় নারীর ভরণ-পোষণটুকু পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছে তাঁহাকে !

কিন্তু ক্যাথারাইনের সম্মুখে ওই সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসটী অতিকষ্টে সংবরণ করিতে হইল তাঁহাকে। সে জন্য ক্ষণেকের জন্য তিনি নীরব হইয়া পদ-দেশ চুলকাইবার ছলে মস্তকাবনত করিলেন। তৎপরে একটু সামলাইয়া লইয়া মাথা তুলিয়া বলিতে লাগিলেন,—

হ্যাঁ, কি বল্‌ছিলুম,—তার খোরাকীটা বন্ধ কোরেছি,—শুধু যাতে ও শীগ্‌গীর আদালতে ডাইভোর্সের মামলাটা রুজু করে, এই জন্যে। কিন্তু এমনই বজ্জাতি ওর,—সে আদালতে গেলও না,—এমন কি যেতেও চাইলে না। আর জানত,—আপোসের ডাইভোর্স আইনে অচল,—ডাইভোর্স আইন এমনই কড়া !

ক্যাথারাইন্‌ উৎসাহিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—

দেখো ডিক্‌, তোমাদের বাঙ্গলামুল্লুকের মেয়েদের দশাই ওরকম। হাজার শিক্ষিতা হলেও, স্বামীর ওপর একটী কথাই বল্‌তে জানে না যেন তারা, যতই তাদের দুঃখ্‌খু দাও, অনাদর-অবহেলা কর, আর নাই-ই কর। না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মর্‌বে, তবু নালিশটী কোর্‌তে চাইবে না,—এমন-ই তাদের কুসংস্কার !

ওপারের দাবী

অ্যালফ্রেড সহসা চকিত হইয়া ক্যাথারাইন্‌কে বেষ্টন করিয়া বলিলেন,—সত্যি, ক্যাথি, তোমার অন্তরটা কী এতই সুন্দর! তোমার বাইরেটা যেমন, ভেতরটাও কী তেমনি! সাধে কি তোমায় অত ভালবাসি, ডার্লিং? আচ্ছা, সত্যি কোরে বল দিকিন্‌, ডার্লিং, রমাকে অবহেলা করি বোলে কি তোমার মনেও ব্যথা লাগে?

অ্যালফ্রেডের দেহের উপর নিজেকে এলাইয়া দিয়া ক্যাথারাইন্‌ বলিলেন,—সত্যি কথা যদি বোল্‌তে হয়, ডিক্‌, তা হলে আমাকে বোল্‌তেই হবে যে,—নারী ছাড়া নারীর দুঃখ্‌খু কেউ ভাল কোরে বুঝ্‌তে পারে না,—তা সে স্বজাতই হক্‌, কি পরজাতই হক্‌। তবে, এইটুকুন্‌ মনে রেখো, ডিক্‌, আমি সেণ্ট বা পাদরী নই,—যে পরদুঃখকাতরে গলে গিয়ে, সর্ব্বস্ব ত্যাগ কোরে আমি নানারিতে (মঠে) গে আশ্রয় নেবো। আর কলঙ্কময় জীবনটা পড়ে থাক্‌বে, শুধু আমায় ব্যঙ্গ কর্‌বার জন্যেই। একেই তো আমার বন্ধু বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনরা যখন-তখন বলে বসে,—আগ-পশ্চাৎ না ভেবে, অমন কোরে একটা নোটিভের প্রেমে পড়ে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দে মর্‌তে বোস্‌লি তুই,—একটু ভাবলি নে,তখন? তাই মনে হয়, তোমার কাছ থেকে কলঙ্ক-পশরাটা নিয়ে যদি অম্নি রিক্ত-হাতে ফিরি, তা হলে সমাজে তো আমার স্থান হবেই না,—বরং তারা দেখ্‌লে আমায়, ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে নেবে।

—তাই বোলে, ডার্লিং, তুমি মনে কোরো না যে কোন দিন তোমায় কখনো জীবনে অনাদর কোর্‌ব। রমার বিয়েটা রদ্‌ হয়ে গেলেই দেখ্‌তে পাবে,—তুমি আমার অঙ্কশায়িনী হয়েছো।

—সেইটেই যে কবে হবে, তাই-ই ভেবে ঠিক পাই নে যে ডিক্। তুমি শুধু আশায় আশায় রাখছ, আমায়?

অভিমানস্বরে ক্যাথারাইন্ কথা-কয়টী বলিলেন।

অ্যালফ্রেড্ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন,—

দেখ, ডার্লিং, স্ত্রীর নামে ডাইভোর্স মামলা আনতে গেলেই ব্যাভিচারের প্রমাণ দিতে হয়। তা না হলে ডিক্রীই পাওয়া যাবে না, —মামলা ফেঁসে যাবে শুধু শুধুই। এ-তো তুমি জানই। তবে আমি সে সব প্রমাণ পাই কোথায়, বল দিকিন্?

—সে রকম প্রমাণ পাওয়া কি এতই কঠিন ডিক্? পয়সা খরচ কল্লে কি না হয়,—তুমিই তো বলেছো,—এদেশের লোক দু'টো টাকা পেলে স্বচ্ছন্দে কোর্টে এসে অম্লানবদনে মিথ্যে সাক্ষ্য দিয়ে যায়। তবে আর, ভাবনা কি, বল ডিক্?

ক্যাথারাইন্ আরও বলিতে লাগিলেন,—

আর তা'ছাড়া এই তিনটে বৎসর তোমার কাছ ছাড়া হয়ে সে যে কি কোর্‌ছে না কোর্‌ছে,—তার খবরটুকু নেওয়া কি উচিতও ছিল না তোমার? সে খবরটুকু না রাখ্‌লে অমন প্রমাণটুকু পাবেই বা কি কোরে বল ডিক্। তুমি নিজে বড় বড় মামলার বিচার কর,—তোমায় আর কি বলি বল? তাই দেখে শুনে মনে হয়,—তোমার গাফিলি আছে যথেষ্টই।

ক্ষুণ্ণ স্বরে অ্যালফ্রেড্ বলিলেন,—এতদিন ও কথাটা মনে আসেনি ডার্লিং। ঘুষ দিয়ে মিথ্যে সাক্ষী যোগাড় কোর্‌তে হবে,—একথা আমি ভাব্‌তেই পারিনি। জান তো, আমি নিজে বিচারক,—আমার ওরকম

করা কি সাজে ? তবে তোমার মুখ চেয়ে আমায় তাও কর্ত্তে হবে বোধ হয়, মনে রেখো।

অ্যালফ্রেডের অন্তরটা আবার বিষাদে-অনুতাপে ভরিয়া উঠিল। কিন্তু ফিরিবার আর পথ নাই। তাই অ্যালফ্রেডের মুখ হইতে আর বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না।

দীপ্তস্বরে ক্যাথারাইন্ বলিলেন,—না, না, ডিক্,—তুমি আর দোমনা কোরো না। যা' কোর্‌তে হয়, কাল থেকেই সুরু করো। আচ্ছা, বলি কি, তোমারও কি ইচ্ছে করে না,—ছেলেটাকে কাছের গোড়ায় এনে একবার বুকে কোরে নিতে ? সাধে কি লোকে বলে,—পুরুষরা পাষাণই হয়ে থাকে এমন ?

ভাঙ্গা-কাসির আওয়াজের মত অ্যালফ্রেডের গলা হইতে বাহির হইল :

হ্যাঁ, আমি পাষাণই হব, ক্যাথারাইন্, এবার থেকে বুকে পাষাণই বাঁধ্‌ব।

বেহারা আসিয়া সংবাদ দিল,—

হুজুর, খানা তৈয়ার।

রাত্রি তখন ৮টা। 'কাল থেকেই প্রমাণের যোগাড়ে রইলুম, ক্যাথারাইন্—তোমার কথাই সই', বলিয়া নিজে উঠিয়া ক্যাথারাইনের হস্ত ধারণ করিয়া অ্যালফ্রেড চলিলেন নৈশরাশ-রক্ষায়।

১৩

পরদিন প্রাতে,—ড্রইং-রুমে বসিয়া অ্যালফ্রেড্। সম্মুখে পত্র লিখিবার সাজ-সরঞ্জাম। পূজাবকাশের পরই বড় বড় কয়টা মামলার রায় দিবার জন্য নথি-পত্র ও ফাইল!

এ সময়টায় কেহ তাঁহাকে বিরক্ত করিতে আইসে না। এমন কি স্বয়ং ক্যাথারাইনের প্রয়োজন হইলে বাহিরের বেহারাকে দিয়া তাঁহার নিকট সংবাদ পাঠাইতে হয়।

তাঁহাকে নির্জ্জন পাইয়া চিন্তারাশি ঘুরিয়া-ফিরিয়া তাঁহাকে রমা-মুখী করিয়া তুলিল।

তাচ্ছিল্য-ভরে মামলার নথিকয়টা পার্শ্বে ঠেলিয়া দিয়া চিঠির প্যাড্টা আগাইয়া লইলেন। ছুটীর মধ্যে, রায় লিখিবার জন্য মামলা মোকর্দ্দমার নথীপত্র লইয়া ছুটাছুটি করা কী বিড়ম্বনাই না!

ইচ্ছা হইতেছিল,—পত্র একটা লিখিতে হইবে। কিন্তু কাহাকে? আজ ক্যাথারাইনের তাগিদে, রমার বিরুদ্ধে ব্যাভিচারের মিথ্যা প্রমাণ পর্য্যন্তও সংগ্রহ করিতে হইবে! একটা নারীর উপর, অত্যাচারের উপর অত্যাচার চালাইতে হইবে। হা ভগবান্!…এতটা কি সহ্য করিবেন তিনি?

তাঁহার মনে পড়ে,—রমা তো সত্য-সত্যই ক্যাথারাইনের চেয়ে কোনও অংশে নিকৃষ্টা নহে,—তাঁহার নবযৌবনের স্বর্ণ-খচিত স্বর্ণদ্বার প্রথম উন্মুক্ত হইয়াছিল, ওই রমারই প্রেমের পরশে! আজ সেই প্রেমের প্রতিদানই দিতে হইবে তাঁহাকে স্বহস্তে! হায়! মানুষ, অবস্থারই কী দাস না?

বিবেকের দংশনে তাঁহার অন্তরটা পুড়িয়া খাক্ হইতে লাগিল। লোকে বলে,—অ্যালফ্রেড্ চৌধুরী একজন নিখুঁত বিচারক। হ্যাঁ, সেই-বিচারই করিতে বসিয়াছেন তিনি আজ নিজ-হস্তে সুন্দরী,সুশীলা, শিক্ষিতা মার্জ্জিতা, পত্নী-রমার উপর। এমনই তাঁহার ভাগ্য! তাঁহার অন্তর হইতে ধ্বনিত হইতে লাগিল,—মা মা, আদ্যাশক্তি কালী, আমাকে রক্ষা কর।

সহসা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল,—তিনি খ্রীশ্চান হইয়াছেন, মা-কালীকে ডাকিবার তাঁহার অধিকার কি? অজ্ঞাতসারে, দন্ত দ্বারা জিহ্বা কাটিয়া মনে মনে বলিয়া উঠিলেন,—খ্রীশ্চান হলেও তুমি তো আমার মা,—চিরদিনকার মা,—তবে কেন আমায় রক্ষা কোর্‌বে না, মা?

কিন্তু রক্ষার উপায়,—কে বলিয়া দেবে? যে আগুণ লইয়া ক্রীড়া করিতে অভ্যস্ত হইতেছেন তিনি, সেই আগুণই তিল তিল তাঁহাকে দগ্ধ করিতে বসিয়াছে যে!

তাঁহার মনে হয় যেন,—কী দুর্দ্দমনীয় তাঁহার ইন্দ্রিয়রাজি! কী মোহই না ছিল,—শ্বেতাঙ্গিনীদের শ্বেতাঙ্গের উপর,—কী আসঙ্গ-লিপ্সাই না ছিল,তাঁহাদিগের মার্জ্জিত আচার ব্যবহার,আলাপ-প্রসঙ্গ ও কেতাদুরস্ত আদব কায়দার উপর! কী স্বর্গের জালই না বুনিয়াছিল ক্যাথারিন্,
যখন সে গদ-গদ-কণ্ঠে বলিয়াছিল,—

প্রিয়তম, তোমায় কত ভালবেসেছি, তা' কি জান?

আজ সে মোহ,—সে রচা জাল ছিন্ন-বিছিন্ন হইয়া গেলেও ফিরিবার তাঁহার আর উপায় কই?

একদিকে, মহাসম্মানজনক সরকারী চাকুরী এবং আগামীবর্ষের বহু-ঈপ্সিত খেতাব-সম্ভাবনা, অন্যদিকে ধূলায় ধূল্যবণ্ঠিত সামান্যা রমণী রমা,—
হয় চাকুরী ও খেতাব-মোহ ত্যাগ করিয়া রমাকে লইয়া তাঁহাকে কুটীর—বাসী হইতে হইবে, নয় শ্বেতাঙ্গিনী-পত্নী-সহকারে সম্ভ্রান্ত ও ইয়োরোপীয় সমাজে ভ্রমণ করিবার সামর্থ্য বজায় রাখিতে হইবে।

ক্যাথারাইন্ ঠিকই বলিয়াছে,—সে পাদরী বা সেণ্ট নহে। অ্যালফ্রেড্ও কি তবে তাহাই! না, না, অ্যালফ্রেড্ সেণ্ট বা পাদরী; কিছুই নহে।

এত শিক্ষা-দীক্ষা লইয়া অ্যালফ্রেড্ কী আসিয়াছেন, জগতে শুধু দুঃখ বরণ করিতে? নাঃ এতটা ত্যাগী আল্ফ্রেড্ হইতে পারেনা,—তাহাতে রমার জন্য তাঁহার নিজের বক্ষ দ্বিধা হইয়া যায় যাউক্ গিয়া! উপায় নাই! হ্যাঁ, সত্যই উপায় নাই।

হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়ে বটে,—মানসিক দুঃখ সত্যই চিরকাল কাহারো অন্তরে 'আস্তানা' গাড়িয়া বসিয়া থাকে না। তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে যে-সব লোক, প্রিয়তম-জন জনমের মত হারায়, তাহারা নিশ্চয়ই বাঁচিত না,—কবে তাহাদিগকে প্রিয়জনের সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে মিশিয়া যাইতে হইত!

দুঃখ? সে তো নিমিষের স্থায়ী,— না হয় কয়েক দিন, কয়েক মাস, কয়েক বর্ষের জন্যই। আহা! কাল,—মায়াবী কাল যতকাল আছে,—ততকালই আপন শীতল কর প্রসারিত করিতে ছাড়িবে না,—ওই দুঃখের ক্ষতের উপর। তবে আর কিসের ভয়, অ্যালফ্রেডে্র?

অ্যাল্ফ্রেড বজায় রাখিবেন,—সব, চাকুরী, সম্মান, খেতাব, সব;

আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ক্যাথারাইনকেও তুষ্ট করিবেন। হ্যাঁ, তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষায় রমাকে আত্মাহুতি দিতেই হইবে। উপায় নাই।

দোষ যদি কাহারো থাকে, আছে ওই রমার কপালের! তিনি তো দুঃখবরণ করিতে আসেন নাই,—এ মরজগতে।

আর কাল বিলম্ব না করিয়া অ্যালফ্রেড্ মন বাঁধিলেন,—ক্যাথারাই-নের নিকট তাঁহার প্রতিশ্রুতিও রক্ষা করিলেন!

পার্কার-ফাউণ্টেনটা উঠাইয়া লইয়া প্যাড্‌টার উপরকার চিঠির কাগজে লিখিতে লাগিলেন,— একখানা পত্র, কলিকাতা-নিবাসী মেকানি-ক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, ক্যাথারাইনের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা মিঃ কাট্‌সপকে :—

প্রিয় ভ্রাতঃ – পত্রে আর বিশেষ কি পরিষ্কার লিখিব? যেটুকু লিখিতে পারিলাম না, সেটুকু অনুমানেই বুঝিয়া লইও। পত্রটী বিশেষ জরুরী জানিবে। তোমার হস্তগত বয় বাবুর্চ্চি বা অন্যান্য লোক দ্বারা সংবাদ লইবে,—মিসেস্ চৌধুরী ওরফে রমাদেবী এখনও সাবেক বাসায় বাস করেন কি না এবং কিরূপ ভাবে বাস করেন,—খরচ-পত্রই বা চলে কেমন করিয়া? কারণ তোমার ভগ্নীর ব্যস্ততাবশতঃ শীঘ্রই তাহার নামে ব্যাভিচারের অজুহাতে ডাইভোর্স স্যুট্ একটা ফাইল করিতে হইবে। আশা ছিল,—সে নিজ হইতে ওই রূপ একটা স্যুট্ ফাইল করিয়া ডাইভোর্স-ডিক্রিটা লইবে। কিন্তু তাহা যখন হয় নাই, তখন আমাকেই তজ্জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। আর বিলম্ব করায় তোমার ভগ্নী শুধুই উত্যক্ত হইয়া উঠিতেছেন। তুমি শুধু খবরদারি করিয়া প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া প্রতি ডাকে আমাকে যথারীতি জানাইতে থাক। সকলে ভাল আছি—তোমার ভগ্নী পুরীর সমুদ্রে স্নান করিবার জন্য বড় ব্যস্ত

হইয়া উঠিয়াছেন,—কাজেই চিঠিপত্র যাহা কিছু লিখিবে,—সমস্তই পুরীর ডাকবাংলোর ঠিকানায় আগামী পরশু হইতে দিও। আমার শ্রদ্ধা ভালবাসা জানিও। ইতি তোমারই স্নেহার্থী

শ্রীঅ্যালফ্রেড্।

বলা বাহুল্য পত্রটা ইংরাজীতেই ছিল,—যতটা সম্ভব বাংলায় অনূদিত হইল। ..

পত্রপাঠ করিয়া মিঃ ক্যাট্সপ রমাদেবীর সন্ধানে নিজেই চলিলেন,—সাক্ষাৎ করিয়া নিজেই তাঁহার সঙ্গে ভিড়িবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ক্যাট্সপকে কয়েকবার মিঃ চৌধুরীর বাটীতে আসিতে দেখিয়া ক্যাথারাইনের ভ্রাতা বলিয়া চিনিতে পারিয়া অবলীলাক্রমে তাঁহাকে রমা প্রত্যাখ্যান করিলেন। ক্যাট্সপ্ ক্ষুণ্ণ-মনে বিদায় লইলেন।

কিন্তু যাইবার সময় জানিয়া গেলেন,—রমলই রমার একমাত্র সঙ্গী হইয়াছেন এবং তাঁহারই সহিত এক বাটীতে বাস করেন তিনি। কাজেই উৎফুল্ল হইয়া আপন ভৃত্য লোকগণ-যোগে রমলদের ভৃত্যদিগের হস্তগত করিবার চেষ্টায় প্রচুর-অর্থের সাহায্যে জাল বুনিতে বসিলেন। ভাবী ভগ্নীপতিও, তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে মনি-অর্ডারযোগে রীতিমত অর্থ সরবরাহ করিতে লাগিলেন।

হায়! বেচারী রমা জানেন না যে, কী ষড়যন্ত্রের মধ্যেই জড়িত হইতেছেন তিনি? আর রমল? সেও বুঝি ফাঁদের যন্ত্রী হইয়া তাঁহা-দিগের উদ্দেশ্যে ইন্ধন যোগাইতে বসিলেন।

কালের গতিই এইরূপ যে,—পত্নীর বিরুদ্ধে স্বামীকে ষড়যন্ত্র পর্য্যন্তও করিতে হয়! পাশ্চাত্যপ্রবাহিত বায়ু-স্পর্শ এইরূপই বুঝি বা!

১৪

অন্তরের হাহাকারের মধ্যে রমলকে বিদায় দিয়া সন্ধ্যারাণী একাকিনী পুষ্করিণী-ঘাটে বসিয়া ভাবিতেছিল,—

কতদিন তো স্বামীকে সে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া বিদায় দিয়াছে। কিন্তু কোনও দিন তো এমনতর বুক-ফাটা ক্রন্দন বক্ষঃ হইতে ছুটিয়া বাহির হইতে চাহে নাই! পথে তাঁহার বিপদ না ঘটিলেই হয় যেন, অথবা চাকুরীটুকু বজায় থাকিয়া পাঁচজনের কাছে তাহার মুখোজ্জল হয় যেন!

একেই ননদরা ইহার মধ্যে গোপনে কত কি বলা-বলি সুরু করিয়া দিয়াছে।

—ওমা, বৌ-এর আক্কেলটা দেখ। একবার মুখ দিয়ে কি বোল্‌তে নেই রমলকে,—যাও কালই ছুটি ফুরুবে, কালই আফিসে গে হাজ্‌রে দাও গে। এই বাজারে অমন কোর্লে চাক্‌রী থাকে কার শুনি? যে দিন-কাল পড়েছে,—একে তো চাক্‌রী জোটানই ভার, তার ওপর হাতের জিনিষ, অম্নি কোরে পায়ে ঠ্যালা! জানিস্ তো অনু, আমার উনি কত দিন না রাত-কাজের জন্যে মিলের ভেতরই রাত কাটান,—তার জন্যে দুঃখ্‌খু কোরে কি শেষকালে চাক্‌রীটা খুইয়ে দিইয়েছি?

বলিয়াই মেজ-ননদ নিরুপমা, ছোট-ননদ, অনুপমার দিকে তাকায়।

অনুপমা আবার সুর করিয়া বলে,—

শুনেছ, মেইজ্‌দি, বৌ আবার না কি কবে থেকে ভট্‌চায্যি মশাই হয়েছেন,—শিক্ষিতা কিনা ? যেদিন না কি রমলের ছুটী ফুরোয়, সেদিন ভট্‌চায্যি মশাই পাঁজি-পুঁথি দেখে উপদেশ দিয়েছিলেন,—যেও না, দিন ভাল নয়। আহা ! কী উপকারই কর্ল্লেন রম্‌লার। জানই তো রম্‌লা একে ছেতো ছেলে—রেসের ঘোড়ার মতন একবার বোসে পড়্‌লেই হয়, তখন আর ঠেলে তোলে তাকে, কার সাধ্যি ? তার ওপর, ওই ভট্‌চাযি্য-ঠাকুরের মন্তর্‌ণা। ন্যাড়ার-মা ভাঁড়ার খুদকুঁড়ো ওই চাকরীটু'ন গেলেই বেরিয়ে যাবে অখন্‌ যত সব ভট্‌চাজ্জিগিরি-ফলান ফড়্‌ফড়ানি একবার !

ঘুরিয়া ফিরিয়া একই কথার চর্চ্চা তাহারা করিতেছিল আর অন্তরাল হইতে সন্ধ্যারাণী ননদদিগের টিপ্পনী শুনিয়া নির্জ্জন-ঘাটে গিয়া ওইরূপ ধিক্কার দিতেছিল,—নিজের কপালের উপর।

তাহাদিগের চর্চ্চানীতি বেশ পাকিয়া উঠিয়াছে, এমন সময়ে মা শশীকণা আসিয়া ব্যাঘাত জন্মাইয়া বলিলেন,—

হ্যাঁরে, তোরা এখানে বোসে জটলা কচ্ছিস্‌। কর্ত্তা আজ ক'দিন পর, সবে মাত্তর পথ্যি পাবে ; ঘুঁটের পোরে দাদ্‌খানি চাল চড়াতে হবে, বেলা দশটাও বাজে, কখন্‌ রুগীকে পথ্যি দেবো বল্‌ ? আয় আয়, অনু তুই আয়, জেলে টাট্‌কা মোরলা মাছ দিয়ে গ্যাছে, তুই কুটে দিবি আয়। আর নিরু, তুইও আয়,—ততক্ষণ ঘুঁটে জ্বেলে ভাত চড়িয়ে দিবি, ওই দাবার তোলা-উনুনটার ওপরে। আমি ততক্ষণ বারোয়াড়ী হেঁইসেল দেখি গে। ওঠ্‌ তোরা—ওঠ্‌।

চঞ্চলা অনুপমা বলিল,—

কেন, বউ কি কোর্‌ছে ?—সে কি মাছ কুটে দিতেও পারে না ?

ওমা, ঢের ঢের দেখেছি,—স্বামী নাকি বিদেশে গেলেই মুখ ভার কোরে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াতে হয় আর কি ! আমরা আফিস যাওয়া লোক নে ঘর করি না, বুঝি ?

শশীকণা বলিয়া উঠিলেন,—তোরা বউকে কিছু বলেছিস্ না কি ? কই তাকে তো দেখ্‌তে পাচ্ছি না,—সে গেল কোথায় ?

অনুপমা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—

সে কোথায় যায়, কোথায় থাকে, আমরা কি তার হাত গুণ্‌ব ? আর কেই বা বল্লে তোমায় যে আমরা তোমার সাধের বউকে কিছু বলেছি ? কে লাগিয়েছে শুনি ?

—কে আর লাগাবে, মা ? তাকে কোথাও দেখ্‌তে পাচ্ছি না, তাই তোদেরকে শুধুচ্ছি। আর আমি তো তোদের খোঁজে আস্‌তে আস্‌তে শুন্‌লুম,—পাঁজি-পুথি, ভট্টাচার্য্যি, কলিকাল, আরও কত-কি ! আর তোদেরকেও বলি,—খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, যত সব ঘোঁট্ করা !

এইবার অনুপমা হাসিয়া ফেলিল, বলিল,—

না, মা তোমার বউকে ডেকে আমরা একটা কথাও বলি নি। আমরা শুধু বলাবলি কচ্ছিলুম,—ছুটী ফুরুলেই রমুকে পাঠিয়ে দিলে হতো ভাল। এখন্ বাবার অসুখ, চাক্‌রীটা যদি যায়, সকলে মিলে অনাহারে মর্‌বে যে ;

—তার দোষ নেই মা, তার দোষ নেই। আমিই পোড়ারমুখী মর্‌তে তাকে বোলেছিলুম,—কর্ত্তার অসুখ এখনও সারে নি, তুই আরো দু'দিনের ছুটীর জন্যে দরখাস্ত কোরে দে। তা' ছেলেও এমনই কুড়ে যে, একখানা

দরখাস্ত পর্য্যন্তও লিখ্‌তে তার হাতে ব্যথা ধর্‌ল। তা' না হলে কি, অমনতর চিঠি সাহেবের আসে? যাক্, এখন ভালয় ভালয় চাক্‌রীটা তার বজায় থাক্‌লেই হয়,—আমি অম্নি পাঁচসিকের সিন্নী বাবা-সত্যপীরের নামে চড়িয়ে দেবো।

তোরা যা, এখন্ কাজে যা। আমি যাই দেখি গে,—বউমা আমার কোথায় লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে।

১৫

রমল চলিয়া যাইবার পর একমাসের মধ্যে সন্ধ্যা খান দুই পত্র পাইয়াছিল। শেষের পত্রটীতে প্রেমের কিছু কিছু উচ্ছ্বাস ছিল বটে কিন্তু তাহার পর ছয় মাসের মধ্যে যে তিন খানি মাত্র পত্র পাইয়াছিল, তাহার মধ্যে শুধু মামুলী কথাই ছিল,—ভাল আছি, কেমন আছ ইত্যাদি,—একেবারে নীরস! বিশুষ্ক!

আগে আগে রমল যেমন মেসের খরচা বাবদ কয়েকটা টাকা মাত্র কাটিয়া রাখিয়া বক্রী সব পাঠাইয়া দিতেন মনি অর্ডার সংযোগে,—মাতা শশীকণার নামে, ইদানীং তাহার রীতিমত ব্যতিক্রম ঘটিতে লাগিল। টাকার অংশ কমিতে কমিতে, ষষ্ঠ মাসে একেবারে শূন্যে গিয়া দাঁড়াইল। ভাগ্যে পিতা অমলরঞ্জন নিরাময় হইয়া আপন-কর্ম্মস্থল রাজসাহী জিলায় উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন। নচেৎ সমস্ত পরিবারবর্গকে অনাহারে মরিতে হইত।

ইদানীং পত্রের উত্তর সন্ধ্যা বড় একটা পাইত না। শশীকণা দুই একটা পত্র যাহা লিখিতেন টাকার তাগিদ করিয়া, তাহার উত্তরে আসিত —মাহিনা লইয়া বড় গণ্ডগোল চলিতেছে। চাকুরী এখন থাকিলে হয়। সাহেবদের দয়ার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া অল্প মাহিনায় আছি মাত্র।

অবশ্যই সমস্ত মিথ্যা।

সরল-হৃদয়া, স্নেহ-প্রবণা শশীকণা আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া বলিতেন,—কী কুক্ষণেই অভাগী তিনি পুত্রকে আরও দুইদিন অতিরিক্ত থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যা কিন্তু রমলের কথায় বিশ্বাস করিতে পারিত না। তাহার মনে হইত,—তাহার কপাল যেন কেমন করিয়া কোথা হইতে ফুটা হইতে বসিয়াছে! সে মনে মনে প্রমাদ্ গণিতে বসিল।

পত্রের উপরে পত্র দিতে লাগিল,—রমলকে আসিতে অনুরোধ করিল-অন্ততঃ একবারো তাঁহার চরণ দর্শন করাইবার জন্য। তৎপরে বিস্তর কাকুতি-মিনতিও করিল,—কিন্তু কোনও ফলই ফলিল না।

রমল তখন স্বর্গের উর্ব্বশী-ভ্রমে রমাকে লইয়া মত্ত-প্রায়! মাসিক আয় যাহা কিছু হইত, 'সমস্তই ওই রাঙ্গা-চরণে ঢালিয়া দিয়াও ব্যয় সঙ্কুলান করিতে পারিতেন না তিনি!

আগে আগে মেসের ঠিকানাতেই দেশ হইতে পত্রগুলি আসিত,—সেইগুলি আবার হাত ফিরি হইয়া ঘুরিয়া আসিতে যথেষ্ট বিলম্ব ঘটিয়া যাইত,—তদুপরি সব চেয়ে বিলম্ব ঘটিত, সেগুলি পাঠ করিবার সাবকাশ-অভাবে। একে তো আফিসের হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম,

তাহার উপর কর্ম্মাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই রমার সহিত মিলিত হইবার জন্য প্রবল আকর্ষণ! সময় কোথায়?

জবাব না পাওয়ায়, ইদানীং সন্ধ্যা কয়খানি পত্র দিয়াছিল আফিসের ঠিকানায়। তাহারই কয়েকখানি আফিসের অন্যান্য বাবুদের হাতে গিয়া পড়িয়াছিল। পত্রগুলি দিবায় সময় আফিসের দুই একজন রহস্য করিয়া বলিতেন,—

ওগো, রমলকৃষ্ণ, মহাশয়, তোমার মানময়ী রাধার চিঠি এয়েছে,—এই নাও।

দোষী রমল চুপ করিয়া পত্রগুলি গ্রহণ করিতেন।

আফিসের বাবুরা সমস্তই জানিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই স্পষ্ট করিয়া তাঁহার মুখের উপর কোনও অভিযোগ উত্থাপন করিতে সাহস করিতেন না। কর্ম্ম-পটুতার জন্য সাহেব ডানিয়েল তাঁহাকে ভালবাসেন বলিয়াই বোধ হয়।

ফলে ১২।১৩খানি খামে-ভরা পত্র আবদ্ধ অবস্থাতেই রমলের আফিসের দেরাজের এককোণে নিভৃতে আশ্রয় পাইয়া পচিবার উপক্রম করিল!

রমল চলিয়া আসিবার পর মাস দুয়েক বাদেই ব্যয়-সঙ্কোচের অজুহাতে শশীকণা সন্ধ্যাকে পিত্রালয়ে,—হাওড়া জেলার অন্তর্গত কদমতলা গ্রামে পাঠাইয়া দিলেন।

এদিকে ৺শারদীয়া পূজার পাঁচদিনের ছুটিতেও রমল বাটী আসিল না,—দেখিয়া শশীকণা কাঁদিয়া আকুল হইলেন। আরত পুত্রের কথায় বিশ্বাস করিয়া থাকা যায় না? বাটীতে সাবালক পুরুষ কেহই নাই। কর্ত্তা অমলরঞ্জন ৺পূজার ছুটীতে বাটী আসিতে পারেন নাই। রোগের সময়

কয়দিন অতিরিক্ত ছুটী লওয়ায় ৺পূজার সময় তাঁহার ছুটী মিলে নাই।

শশীকণার বড় জামাই অনেককাল হইল পরলোকগমন করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা ও তাহার দুইটা নাবালক নাবালিকা পুত্র কন্যাকে নিজের কাছে রাখিয়াই প্রতিপালন করিতে হয়।

শশীকণার দুই পুত্র,—একজন রমলরঞ্জন, অপরটী ধবলরঞ্জন। শেষেরটীর বয়স মাত্র ৭।৮ বৎসর,—স্থানীয় একটা পাঠশালায় পড়ে। তাহাকে ভরসা করিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়া রমলের সংবাদ লওয়া একরূপ অসম্ভব ব্যাপারই বোধ হয়।

মেজ ও ছোট কন্যা ৺শারদীয়া পূজোপলক্ষে মাতার নিকটেই আসিয়াছে বটে, কিন্তু জামাইরা আপন আপন দেশে আত্মীয়-স্বজনগণের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন। তাহারা খুব সম্ভব ৺বিজয়া দশমীর পরই শ্বশ্রূ আলয়ে ফিরিবেন।

তখনই যাহা হউক একটা কিছু করা যাইবে বলিয়া শশীকণা বহু কষ্টে ধৈর্য্য ধরিয়া রহিলেন। পুত্রবধূ সন্ধ্যারাণী, বলা-বাহুল্য অনেক পূর্ব্বেই পিত্রালয়ে গিয়াছে, তদবধি সে এ বাটী ফিরে নাই। তাহাকে আনিয়াই বা কি হইবে,—পুত্র নাই যখন, তখন আর পুত্রবধূর প্রয়োজনই বা কি? এইত, দেখা যায়, অনেক হিন্দু-গৃহস্থের সংসারে।

দ্বাদশীর দিন ছোট জামাই, হেম ঘোষ বাটী আসিলেই শশীকণা একরূপ জোর করিয়াই কলিকাতায় পাঠাইলেন তাঁহাকে,—রমলকে সঙ্গে করিয়া আনিবার জন্য।

হেম আসিয়া দেখিলেন,—সত্যই রমলের ছুটী ফুরাইয়াছে,—তিনি

এখন আফিসের কার্য্যে লিপ্ত আছেন,—তাঁহার যাইবার সাবকাশ সত্যই নাই।

কেন বাটী যান নাই,—প্রশ্নে রমল জানাইলেন,—কোম্পানীর কার্য্যে তাঁহাকে পুরী যাইতে হইয়াছিল। কিন্তু বাস্তবিক, কথাটা আংশিক সত্য।

রমল পুরী গিয়াছিলেন,—রমার অনুরোধে তাঁহাকে লইয়া বায়ু পরিবর্ত্তন করাইবার জন্য। কিন্তু সেখানে রমার মন টিকিল না বলিয়া সত্বর চলিয়া আসিয়াছিলেন।

হেম দেখিলেন,—তাঁহার গবর্ণমেণ্ট আফিসের ছুটী শেষ হইতে এখনও বাকী আছে,—শনিবার পড়িতেছে পর দিন। রমলকে সঙ্গে করিয়া না লইয়া গেলে শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণীর অশ্রু-জলের কাছে তিষ্ঠান ভার হইবে। কাজেই বলিয়া উঠিলেন,—কাল শনিবার আছে, আমি তোমাকে সঙ্গে না কোরে বাড়ী ফির্‌ছি না, আমি আজ কোল্‌কাতাতেই তোমার মেসে থেকে যাব অখন্।

রমল দেখিলেন,—ভারি বিপদ! রাত্রিবাসের সন্ধান লইলেই তো সমস্ত গূঢ়-তত্ত্ব প্রকাশ হইয়া পড়িবে। কাজেই সহজে কোনও উত্তর দিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ঝটিতি একটা মতলব তাঁহার মাথায় চাপিল। তিনি বলিলেন,—

তুমি জামাই মানুষ, মেসের কষ্ট কি তোমার সহ্য হবে? তুমি বরং বাড়ী ফিরে যাও, আমি নিশ্চয়ই কাল ছুটীর পর বাড়ী যাব।

হেম সহজে ভুলিবার পাত্র নহেন, বলিলেন,—তোমার কথায় তোমায় ছেড়ে বাড়ী গেলে কি রক্ষে আছে আমার? সকলে আমাকে ছেঁকে ধর্‌বে,—বিশেষ মায়ের কান্নায় অস্থির হতে হবে।

অগত্যা রমল হেমকে আফিসে বসাইয়া রাখিয়া শনিবারের ছুটীটা অনেক কষ্টে সাহেবের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইলেন। তৎপরে রমাকে একখানা পত্র লিখিয়া গোপনে আফিসের এক বেহারা মারফৎ পাঠাইয়া দিলেন ;—

……কখনও তোমার কাছে কোনও অনুরোধ করি নাই। আজিকার রাত্রিটুকু আমাকে অবকাশ দাও। আমার ছোট বোনাই আসিয়াছেন, তিনি নাছোড়বান্দা আমাকে দেশে না লইয়া গিয়া ছাড়িবেন না। মাও না কি শুনিলাম, আমি প্রায় ৮মাস যাবৎ দেশে না যাওয়ায় বিস্তর কান্নাকাটি করিতেছেন। আমার হাতে কিছু নাই। তুমি পত্রপাঠ এই বেহারার মারফৎ ১২৲টী টাকা পাঠাইয়া দাও,—ঐ টাকার মধ্যে ১০৲টী টাকা মাকে দিব আর দুইটী টাকা থাকিবে আমার রাহা ও পকেট খরচা বাবদ। একরাত্রির মত বিদায়! ক্ষমা কোরো।

ইতি তোমারই একান্ত অধীন
শ্রীরমল রঞ্জন সরকার

বলা-বাহুল্য টাকা কয়টা রমা পাঠাইয়া দিলেন। রমল যাহা কিছু উপার্জ্জন করেন, সমস্তই রমার হাতে দিয়া থাকেন,—কাজেই টাকার দরকার পড়িলেই তাঁহার নিকট আবার হাত পাতিতে হয়।

রমল সেইদিনই আফিসের ফেরৎ হেমের সঙ্গে স্বগ্রামে গেলেন বটে কিন্তু পরদিনই প্রত্যূষে কাজের অছিলায় আফিসে ফিরিয়া আসিলেন। সাহেব ড্যানিয়েল জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাবু, এই তুমি ছুটী নিলে এর মধ্যে ফিরেছ যে?

উত্তর হইল,—মার অসুখের জন্য ছুটী নিয়েছিলুম,—মাকে দেখে এসেছি, তিনি ভাল আছেন।

সাহেব পিঠ চাপড়াইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—সেইবারকার সেই চাকুরী বরখাস্তের নোটীশের কথা মনে আছে বুঝি এখনও?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সে আর ভুলতে পারি স্যার? .

রমল থাকিবে না বলিয়া সকালে যাওয়া হয় নাই, কাজেই বৈকাল বেলা মাষ্টারি করিতে যাইবার পূর্ব্বেই রমার সহিত রমলের দেখা হইয়া গেল। রমা জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি রকম তুমি এর মধ্যে ফিরলে যে?

—তোমায় ছেড়ে কি একদণ্ড থাকতে পারি রমা? কাল রাতটুকু কি কষ্টেই না কেটেছে আমার!

হাসিতে হাসিতে রমা বলিলেন,—তাই না কি রমল! ওমা, আমি ভাব্‌ছিলুম,—পুরাণ হয়ে গেছি বড্ড, রমল বুঝি এবার একটু মুখ বদলাতে দেশে গিয়েছে। যাক্ এখন, বাড়ী থেক তুমি, যেন কোথাও যেও না। কাল তোমায় না পেয়ে আমার মনে বড় সাধ জেগেছে,—ফ্যান্সি ফেয়ারে স্প্রীংএর যে নাগরদোলা চলেছে, তাইতে আমরা দুজনে মিলে পাশাপাশি বসে দোল খাব। রমল একটু হাসিলেন মাত্র।

ইহার পর হইতে রমল আর ভয়ে স্বগ্রামের সংস্রব একেবারে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। মধ্যে মধ্যে মায়ের সহিত দেখা করিতে যাইতেন,—সকালে গিয়াই রাত্রি ১০টার মধ্যে রমার নিকট ফিরিয়া আসিতেন এবং মাকে যৎসামান্য দশ পাঁচ টাকা দিয়া আসিতেন।

পুত্রের ভাবগতিক দেখিয়া মাতা শশীকণা বেশী কিছু বলিতে সাহস করিতেন না। একদিন সাহসে অত্যন্ত ভর করিয়া বলিলেন,—বউমা

আজ প্রায় বছরখানেক বাপের বাড়ী পড়ে আছে, আনা হয় নাই। তুই …কি বল্?' রমল মিথ্যা বলিয়া উঠিলেন,—এখন থাক্,—আবার সেই সাবেক চাকরীটা ফিরে পাই, তখন দেখা যাবে'খন্।

মাতা ভাবিয়া কুল পাইলেন না,—বধূকে আনার সহিত সাবেক চাকুরীটা ফিরিয়া পাওয়ার কি সংযোগ থাকিতে পারে।

বেশী পীড়াপীড়ি করিলেন না, পাছে পুত্র একেবারে ডুব মারিয়া বসে। তবু ত মধ্যে মধ্যে এক একবার আসিয়া তাঁহাকে চোখের দেখা দিয়াও যায় সে! এই-ই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট!

আর ওদিকে সন্ধ্যা পিত্রালয়ে থাকিয়া ভাবিয়া কুল পায় না,—কি দোষে রমল তাহাকে ত্যাগ করিতে বসিয়াছে!

১৬

কদম তলা আর কলিকাতার মধ্যে ব্যবধান কতটুকুই বা—সন্ধ্যার ইচ্ছা করিত সে যেন ছুটিয়া উড়িয়া যায়,—রমলের আফিসের পানে। তবু সে মনকে প্রবোধ দিত,—শ্বশুরালয় হইতে কদমতলায় আসিয়া যাহা হউক স্বামীর অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইতে পারিয়াছে তো সে!

কিন্তু ওদিকে রমল যে অন্ততঃ চোখের দেখাও দিতে আসেন মায়ের কাছে, সে সংবাদটুকুও অভাগী জানিত না। নয়ত জোর করিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া যেমন করিয়া হউক শ্বশুরালয়ে ফিরিত সে।

পত্র লিখিয়া লিখিয়া হার মানিয়া অবশেষে লেখাও সে বন্ধ করিয়া দিল।

শুনা যায়,—কলিকাতার নাকি তরুণরা সহজে মাথা স্থির রাখিতে পারে না। চারিদিকে বিস্তর প্রলোভন ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া থাকে,— সুরা, সিনেমা, সুন্দরী,– হালফ্যাসানে সুসজ্জিতা পথে-ঘাটে-চলা পুরুষের গায়ে ঢলিয়া-পড়া ডানাকাটা মেনকা-উর্ব্বশীর মত সব নাকি তার!

তাহার এক একবার দেখিতে ইচ্ছা করে,—সত্যই তাহারা কেমন উর্ব্বশী মেনকা সব।

আচ্ছা স্বামী কি ওই কয়টা প্রলোভনের ভিতরের অন্ততঃ একটাতেও মজিয়া গিয়া পড়িয়া আছেন?

সুরা? স্বামী ত সেরকম লোক ন'ন যে সুরায় মজিবেন তিনি। তবে কি সিনেমায়? সিনেমায় মানুষের কত আর খরচ হয়?

তবে নিশ্চয়ই কোন, পথে-ঘাটে-পাওয়া উর্ব্বশী-মেনকা তাঁহাকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে—কিন্তু ·····কিন্তু কি? স্বামী ত তাহাকে ভালবাসেন। কই কখনও ত একদিনও কোনও অভিযোগ তাঁহার, তাহার বিরুদ্ধে শুনে নাই সে। সে ত জ্ঞানতঃ কোন অপরাধ তাঁহার পায়ে করে নাই, তবে কি দোষে তাহাকে ত্যাগ করিবেন তিনি!

আচ্ছা, সে না হয় পোড়াকপালী,—কিন্তু মাতাকে ত একখানি পত্র কি কয়েকটা টাকাও পাঠাতে পারেন না তিনি? তাহাইবা করেন না, কেন?

বেচারা সন্ধ্যা কিন্তু জানে না যে কী বিপদেই না পড়িয়া রমল মাতার সংশ্রবটুকু ত্যাগ করিতে পারেন নাই!

তবে ?

হঁ্যা মনে পড়িয়াছে বটে,—কলিকাতায় একটা ভয়ানক নেশা আছে, যাহার পাল্লায় পড়িলে লোককে সর্ব্বস্বান্ত পর্য্যন্তও হইতে হয়। লোকে বলে না কি, স্ত্রী পুত্রের মায়া পর্য্যন্তও কাটাইতে পারে সে।

ছোট-কাকার মেজ ছেলে,—মোহন দাদা রেশের যে নেশায় পড়ে সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছে, নিশ্চয়ই সেই নেশাই পাইয়াছে তাঁহাকে! যাউক্, আর বলিতে হইবে না তাহাকে, এইবার বুঝা গিয়াছে সব।

কিন্তু একটা কথা,—মোহনদা, হাজার রেশুড়ে হইলেও,—ঘরে পয়সা বড় একটা না দিলেও দেশে ত ফিরে প্রায়ই ফী শনিবারে। যেদিন সে বাড়ী ফিরে,—সেইদিন মোহনদা'র বধূর (বৌদিদির) কী না আনন্দ! সে ত স্বচক্ষেই দেখিয়া আসিয়াছে তাহা। তাহার স্বামী তবে ফিরেন না কেন ?

মনে পড়ে,—একদিন সন্ধ্যা মোহনদা'কে বলিয়াছিল,—হঁ্যা দাদা, তুমি ব্যারাকপুরের গান-ফ্যাক্টরীতে কাজ কর বলে কি কদমতলা থেকে রোজ যাতায়াত কর্ত্তে পার না? প্রত্যুত্তরে মোহনদা' বলিয়াছিল, কদমতলা থেকে ব্যারাকপুর রোজ যাতায়াত করা কি চলে, বোন্? সকাল থেকে বারটা পর্য্যন্ত একবার ডিউটী, তার পর আবার তিনটা থেকে রাত ন'টা পর্য্যন্ত,—ক'বার যাতায়াত করি বল্? আর অত খরচাই বা জোটে কোত্থেকে শৈলী ?

যাহা হউক মোহনদা' রেশুড়ে হইলেও স্ত্রী-পুত্র-কন্যা একেবারে ভুলে নাই সে।

হঁ্যা, মোহনদা'র 'শৈলী' সম্বোধনে মনে পড়ে, নামটী দিয়াছিলেন পিতা

মাতা। কিন্তু নামটী নাকি বড় সেকেলে,—তাই আদর করিয়া স্বামী নাম রাখিয়াছিলেন সন্ধ্যারাণী। হায়! কোথায় তাঁহার সেই সন্ধ্যারাণী গো!

ওগো, তোমার আদরের সন্ধ্যারাণী কোথায় পড়ে গড়ায়, একবারটী এসে দেখে যাও গো!

আকুলা নারীর মর্ম্মন্তুদ নীরব-ক্রন্দন বাতাসে বাতাসে মর্ম্মরিত হয়, কেহই সাড়া দেয় না! এমনি নির্ম্মম ধরা!

মোহনদা'র কথা মনে পড়ায় সন্ধ্যার মাথায় একটা উপায় খেলিয়া যায়। মোহনদা' ত ফি শনিবারে শনিবারে কলিকাতার রেশের মাঠে যায়। আর তিনিও যদি ওই পথের পথিক হইয়া থাকেন, তবে নিশ্চয়ই দেখা হয় তাঁহার সঙ্গে। হ্যাঁ ঠিক কথা এইবার মোহন'দা বাড়ী আসিলেই সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবে,—সত্যই তাঁহার সঙ্গে দেখা হয় কি না তাহার।

সেবার শীতকাল,—পৌষ মাস। শনিবার দিন ব্যারাকপুরে এক বেলা কাজ করিতে হয় আফিসে মোহনদা'কে; বারোটা পর্য্যন্ত কাজ করিয়া মোহনদা' ছুটিয়া আসে কলিকাতার মাঠে,—রেশ খেলিয়া দেশে ফিরিতে রাত্রি ৮।৯টা বাজিয়া যায় তাহার,—একথা তাহার বেশ স্মরণ আছে।

সন্ধ্যা ঠিক করিল,—তাহার পিত্রালয় হইতে মোহনদা'দের বাটী বেশী দূর নয়,—এ-পাড়া ও-পাড়া,—দিনের আলো থাকিতে থাকিতে সাত বছরের ছোট ভাই ভুলুকে সঙ্গে করিয়া যাইবে সেখানে। মোহনদা' আসিলেই তাহার সহিত কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া, ওবাটীর কাহারও সঙ্গে না-হয় ফিরিবে সে।

যেদিন তাহার মাথায় উপায়টা চাপিল,—সেইদিন ছিল দুর্ভাগ্যক্রমে বুধবার। শনিবার আসিতে, আরও কয়েকদিন বাকী।

অত্যন্ত উৎকণ্ঠায় ঐ বাকী কয়টা দিন কাটাইল সে। তৎপরে মাতার অনুমতি লইয়া, ছোট ভাইটীকে সঙ্গে করিয়া চলিল,—মোহনদা'দের বাটীতে। মোহনের স্ত্রী, ভাবিনীকে দেখিয়া তাহার দুঃখ হইল বটে,—সাজিমাটী দিয়া পরিষ্কার করা হইলেও পরণের কাপড়খানি তাহার তালিমারা। দেহ অলঙ্কার-শূন্য,—ভগবৎ-প্রদত্ত কেশরাশির যাহা কিছু পরিপাট্য আছে একটু। দুইটি কন্যা ও কোলের ছেলের জননীও সে! কী দুর্ভাগ্যই না বেচারার!

কিন্তু তবু তাহাকে দেখিয়া সন্ধ্যার মনে হয়,—ভাবিনী যেন তাহা-পেক্ষাও সুখী,—রাজরাণী,—কাঙ্গালিনী হইয়াও গরবিনী, স্বামী-ধনে ঐশ্বর্য্যময়ী।

'গরীবের ঘরে রাজরাণী কি মনে করে লো'?—বলিয়া সন্ধ্যাকে ভাবিনী আপ্যায়িত করাইয়া বসাইল। সন্ধ্যা বৌদিদির পদধূলি লইল। কথা-কয়টা কিন্তু তাহার মনে বড় বিঁধিল।

'হ্যাঁ, বড় রাজরাণী দেখ্‌লে কি না আমায়'—বলিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস সে ত্যাগ করিল।

উভয়ের কথোপকথনের মধ্যে সন্ধ্যা উৎকণ্ঠিত-মনে সময় গুণিতে বসিল,—ভ্রাতৃবধূর সহিত আলাপ করে কিন্তু পথের দিকে তাহার কর্ণ থাকে। একটা কিছু শব্দ হইলেই সে চমকিয়া উঠিয়া বলে,—ওই বুঝি এল দাদা?

রহস্য করিয়া ভাবিনী বলে,—কি ঠাকুরঝী, ভেয়ের প্রেমে আবার

হাবুডুবু খেতে শিখ্‌লে কবে থেকে? একটু শব্দ হলেই ভেয়ের পায়ের শব্দ মনে করে চম্‌কে চম্‌কে উঠ্‌ছ যে!

—কি যে বল তার ঠিক নেই বৌদি, তোমার মুখ ভারি আল্‌গা কিন্তু।

—হ্যাঁ ভাই ঠাকুরঝী! রাগ কর্‌লি। কি মনে করে এলি বল্‌ দিকিন্‌?

বলিয়া ভাবিনী সন্ধ্যার চিবুক ধরিয়া নাড়িয়া দিল। সন্ধ্যা তখন বাধ্য হইয়া সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়া বলিল—ভাবিনী স্থির মনে সমস্ত শুনিয়া বলিল,—এই! আচ্ছা তোর্‌ দাদা আসুন—জিজ্ঞাসা কর্‌ব'খন। কিন্তু কই, কোন দিন ত ঠাকুর-জামাইএর কথা বলেনি সে আমায়। তবে কি জানিস্‌—তোর দাদার যে ভোলা মন সব কথা কি মনে রাখে সে?

ভাবিনী গৃহকার্য্যে মন দিল, আর সন্ধ্যা অপেক্ষায় বসিয়া রহিল।

১৭

সে দিন মোহনের মনটা বেশ স্ফূর্ত্তিযুক্ত ছিল। কোথায় কোন ঘোড়ার উপর বাজি রাখিয়া এক চোটেই ৩০৲ টাকা পাইয়াছিল সে। তাহাই না কি আবার পর পর বাজিতে কয়েকবার হারিয়াও ১০৲ টাকা লাভ রাখিয়া মাঠের বাহির হইতে পারিয়াছিল।

বাটী ফিরিবার সময়, ভাবিনীর জন্য একজোড়া কোরা সাড়ী, এক পুঁটুলি বাজার আর নগদ ক'একটী টাকা সে আনিতে পারিয়াছিল!

হাত-মুখ ধুইয়া তাম্রকূট সেবনের পর একটু সুস্থ হইলে ভাবিনী

বলিল,—শৈলী-ঠাকুরঝী এয়েছে তোমার সঙ্গে দেখা করতে। ঐ রান্না ঘরে আছে-- ডেকে দিই ?

এক মুখ ধেঁায়া টানিয়া হুঁকার ফুকরের উপর সজোরে সেটাকে ফেলিয়া বাঁশীর মত আওয়াজ করিতে করিতে সে বলিল,—বেশ, বেশ, ভাল দিনেই এসেছে ও। মাছ, কপি সব এনেছি, ভাল কোরে খাওয়াও।

—খেতে আসে নি গো তোমার কাছে সে, এসেছে সে একটা বিশেষ খেঁাজ নিতে।' ভাবিনীর কথা শেষ হইতে না হইতেই সন্ধ্যা কোথা হইতে আসিয়া মোহনের পায়ের উপর ঢিপ্‌ করিয়া মাথা নোয়াইল। মোহন জিজ্ঞাসা করিল,— তারপর ? কি মনে করে রে, শৈলী ?

মামূলী কুশলাদি প্রশ্নের পর লজ্জা দমন করিয়া সন্ধ্যা প্রশ্ন করিল,— তোমার সঙ্গে দাদা, দেখা হয় তাঁর ?

—কার কথা বল্‌ছিস্, শৈলী, কার ?

সন্ধ্যার মুখে আর বাক্য সরে না, ভাবিনী তরকারী কুটিতেছিল, ছুটিয়া আসিয়া বলিল,— কার কথা আবার ? তোমার বোনাইএর গো, তোমার বোনাইয়ের—শৈলীর বরের।

হুঁকার উপর হইতে মুখ তুলিয়া বিস্ময়ভরে মোহন কহিল,—

কেন, তার আবার কি হ'য়েছে ?

ভাবিনী উত্তর দিল,—হবে আর কী! সে না কি কোল্‌কাতায় থাকে,—রোজগারপাতিও করে বেশ, তবু আজ দু'টী বৎসর হতে যায়, দেশেও যায় না,—শৈলীর খেঁাজ-খবরও রাখে না।

বলা বাহুল্য শৈলীর নিকট শোনা কথাই সে বলিল,—রমল দেশেও যায় না।

—কই, এদ্দিন তো জানাও নি আমায়, ওকথা ?

—জানাবো আব কি, আসই তো রাত কোরে,—তাও আবার শনিবারে। তাও আবার সব শনিবারে নয়। যেদিন হেরে যাও, সেদিন নাকি থেকেই যাও ঘাস খেতে ঐ গড়ের মাঠে। আর জিতে ফেরো যেদিন, সেইদিনই যা হ'ক্ পাত্তা পাওয়া যায় তোমার এ বাড়ীতে। তখন আর কোনও কথা কানে যায় কি তোমার ? হে-ই হে-ই, ওই ঘোড়া ধরেছি, এ ঘোড়া ধর্‌তে ধর্‌তে বেঁচে গেছি,—ভাগ্যে নিজের টিপে খেললুম, নয়ত গিয়েছিলুম আর কি,—এই তো সাত সতেরো কথা সব তখন তোমার মুখে গজ্ গজ্ করে...? তখন কার শ্রাদ্ধ কেবা করে, খোলা কেটে বামুন মরে ! কাজেই কোনও কথা বোল্লেও যা, না বোল্লেও তাই তোমায়।

কদ্দিন তো বোলেছি,—শৈলী এয়েছে বাপের বাড়ী,—জামাই তার খবর নেয় না। তুমি কি তা মন দিয়ে শুনেছ, শুধু একটা 'হুঁ' বোলেই কাগজ পেন্সিল, আর রেসের বই নে অঙ্ক কোষ্‌তে বসে যাও, না-হয় চোখ্ বুজে মাতালের মত হুঁকোয় মুখ জুব্‌ড়ে পড়ে ভুড়ুড় ভুড়ুড়্ কর্‌তে থাক। এই তো তোমার অবস্থা। তাই,—

বলিয়াই ভাবিনী সুর করিয়া হাত ঘুরাইয়া উঠিল।

আর সন্ধ্যা অতিকষ্টে হাস্য সংবরণ করিল।

এতদিন পরে ফিরিয়া-আসা নূতন লোক সন্ধ্যার নিকট ঘরের সমস্ত কথা ফাঁস হইতে দেখিয়া সহসা ভাবিনীর বাক্য-স্রোতে বাধা দিয়া মোহন হাঁকিলেন,—

তুমি থাম তো বাপু, তোমার সব তাইতেই বাড়াবাড়ি। বলি,—আমার মতন বাপের বেটাকে পেতে হলে জন্ম জন্ম তপস্যা কোর্‌তে হবে। এই তো কি বোলে,—শৈলীর বর,—কি নাম বলে তার ভুলে যাচ্ছি—আ-হাঃ হাঃ বলই না ছাই, নামটা তার,—

ছোট একটা স্বরে ভাবিনী উত্তর করিল,—রমল সরকার।

মোহন বলিতে লাগিল,—

হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই শালা রমল সরকার! তার কথাই ধরনা কেন,—তুই বাপু বেশ দু'পয়সা রোজগার কচ্ছিস্। বাপও বেশ দু'পয়সা আনে। দেশে পাকাবাড়ী, ঘরদোর, পুকুর পাঠশাল্ আর রেশও তো খেলিস্ নে, তবে শালা উদম হয়ে পড়ে আছিস্ কোন্ গর্ত্তে শুনি? এদিকে যে স্ত্রী ভাত পায় না, সে খবরটা কোন্ রাখিস্ তুই? আরে, গিন্নী! রেশ খল্‌তে পারে যে সে লোক? এক খেলে বড় লোক,—আর খেলে যারা বড় লোক হতে চায় তারাই, বুঝেছ? ও শালা রেশ খেল্‌বে কি, বল?

জ্যেঠামশাইকে তখন বোলেইছিলুম,—অমন চাঁদপারা মুখ দেখে ভুলে যেওয়না,—খোঁজ নেও তার স্বভাব-চরিত্তিরটুকু কেমন। তাই কি শুন্‌লেন তিনি? তার চাক্‌রী, ঘর বাড়ী-দোর দেখেই ভুলে গেলেন সব। তাই বলি, রেশুড়ে পাত্তর ওর চেয়ে বরং ঢের ভাল ছিলো।

সন্ধ্যা বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিল।

ভাবিনী আবার ঝাঁজিয়া উঠিয়া বলিল,—অত কথায় দরকার কি, বাপু, তোমার ওদের? তুমি তার খোঁজটুকুন্ এনে দিতে পার্ব্বে কি না, তাই বল? আর না পারো তো, তাও বোলে দাও এস্‌পষ্ট।

—আমি পার্ব্ব না তো, কে পার্ব্বে,—শুনি? আমি থাকি ব্যারাক-

পুরে, দেশ হলো আমার কদমতলায়। অথচ কোলকাতার কোন্ ষ্টেব্‌লে কোন্ ঘোড়াটা জিতবে, তার খবর আগে থেকেই বোলে দিতে পারি। ও শালা যেখানেই থাকুক না, কেন, সব নাড়ী-নক্ষত্রের খবর আমি ব্যারাকপুরে বোসেই নিতে পারি। আহা, শালা যদি রেশের মজাটা টের পেত একটু, তা'হলে কি অমন কোরে বদ্‌খেয়ালে মেতে উঠ্‌ত,—ভাই, বোন্, মা, স্ত্রী,—সব ভুলে?

বলিয়াই হুঁকা যথাস্থানে রাখিয়া চটি পায়ে চটর্ চটর্ চলিল সদরের দিকে।

—আরে, যেও না, যেও না, এখুনিই। গেলে তো, ফির্‌বে সেই রাত বারোটার আগে নয়? কতদিন বাদে কত:দুঃখের জ্বালায় পড়ে এসেছে বোন্‌টী তোমার দুয়োরে, তারে খাইয়ে-দাইয়ে পঁহুছে দিতে হবে, তো, না এমনই! একদিন ওই দাবা না খেলুলেই নয়?

—খাওয়ান-দাওয়ান? সে তো তোমার ওপর ভার, গিন্নী। পৌছে দিতে বল, না হয় দেব'খন্ এসে।

—ওমা, তাই বোলে সোমত্ত মেয়েকে রাত বারোটা পর্য্যন্ত এখানে বস্ করিয়ে রাখ্‌বো। আক্কেলটা কি তোমার, বল দিকিন্?

ব্যাপার দেখিয়া সন্ধ্যা জিদ্ ধরিল,—

দাদাকে বল, বৌদি, এখুনই আমায় পঁহুছে দিতে। নয়ত মা আমার ভেবে ভেবে সারা হবে'খন্।

মোহন বলিল,—এতদিন বাদে এলি, কিছু খাবিনে, শুধু মুখে যাবি? সে কি রে?

—না, দাদা, আর একদিন না হয় এসে, খাব'খন্। কালইতো

দুপুরে আস্‌তে হবে আমায়, তাঁর আফিসের ঠিকানাটুকুন্ নে!

—ঠিকানা কি হবে রে?

—কেন, এই যে বল্‌লে, তুমি খোঁজ্ কোর্‌বে?

—ওঃ, আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিকানাটা বেশ পষ্ট পষ্ট কোরে কাগজে লিখে দিস্। দেখ্‌ব,—শালা কেমন আমার চেয়ে বেশী বদ্‌খেয়ালবাজ,—আমার চেয়েও সরেস কোন্‌খানটায় একবারটী দেখে নেব।

ওদিকে কে একজন মোহনদা'র গলা পাইয়া বাহির হইতে হাঁকিল,—মোহন এয়েছ? মোহন উত্তর দিল,—চল, তোমরা বসগে, আমি এই আস্‌ছি।

তৎপরে সন্ধ্যার দিকে ফিরিয়া বলিল,—তবে চ, যখন খাবিই নি, মতলব কোরে এয়েছিস্, তখন তোকে আগে পঁহুছে দে আসি। রাজেনরা এদিকে ডাকাডাকি সুরু কোরে দিয়েছে।······

নিস্তব্ধ-পল্লীর মধ্যে নীরবে পথ চলিতে চলিতে সন্ধ্যার মনে হয়,—সুরা নয়, সিনেমা নয়, রেশ নয়, তবে তিনি মজিলেন কিসে?

সন্ধ্যার বিশ্বাস হয় না, অমন প্রেমিক স্বামী তাহাকে ছাড়িয়া অন্য নারী ভজিবেন।

১৮

বড় উৎকণ্ঠাতেই দিন গেল,—সাতটী। রবিবার দ্বিপ্রহরে, মায়ের অনুমতি লইয়া আবার ভুলুর সহিত আসিল মোহনদা'দের বাটীতে সন্ধ্যা।

আসিয়া শুনিল,—মোহন'দা শনিবার বাটী ফিরে নাই। ভাবিনী বলিল,—রেসে নিশ্চয়ই হেরে গেছে সে, তাই আসে নি।

ক্ষুণ্ণমনে সন্ধ্যা ফিরিয়া গেল।

আবার প্রাণে আশা জাগাইয়া, সাত দিনের পারে মনকে নির্দ্দেশ করিল!

ভাবনায় ভাবনায় তাহার দেহ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে বসে। আহারে রুচি নাই,—শয়নে নিদ্রা হয় না,—বৈকালের দিকে একটু-আধটু জ্বর-ভাবও হয়।

সন্ধ্যার বিধবা-মাতা হরকালী, কন্যার মনব্যথা বেশ ভালরকমই বুঝিতে পারেন। কিন্তু উপায় কি? কর্ত্তা রাঘব ঘোষ ওই কন্যাটীর বিবাহ দিবার পর-বৎসরই অনন্ত-বিশ্রাম লইয়া বসিয়াছেন।

সংসারের একমাত্র সাবালক পুরুষ,—পুত্র, পঞ্চু ঘোষ। কিন্তু সে আবার বর্দ্ধমান জিলার কোন্ এক এষ্টেটে নায়েবী করে,—ঘরে ফিরিতে তাহার সময়েই কুলায় না। তাহা সে ৺শারদীয়া পূজাতেই হউক, আর অ-পার্ব্বণেই হউক।

ওপারের দাবী

প্রজাদের অর্থ-কষ্ট বলিয়া জমিদারের খাজনা ভাল তহশিল হয় না। কাজেই জমিদার তাহাকে ছুটী দিতে নারাজ,—বলেন, 'যে রকম করিয়া হ'উক লাটের খাজনা সরকার-ঘরে দিয়ে তবে তোমার ছুটির কথা শুন্‌ব।' কিন্তু এমনি পোড়া কপাল হরকালীদেব,যে গত দুই-বৎসর যাবৎ মনিব—জমিদারের সরকারী খাজনাটুকু পর্য্যন্তও আবাদ হইতে আদায় হয় নাই, গহনাদি বন্ধক দিয়া তবে এষ্টেট্‌কে নিলাম হইতে রক্ষা করিতে হইয়াছে।

পুত্রকে হরকালী সমস্ত কথা খুলিয়া লিখিয়াছেন। পত্রোত্তরে জবাব আসিল,—যত শীঘ্র পারি যাইতেছি, এবারকার মতন সরকারী খাজনাটা তহশীল করিয়া দিতে পারিলে হয়, নয়ত চাকুরী থাকে কি না সন্দেহ!

প্রজাদের বিরুদ্ধে বাকী খাজনার মামলা লইয়াই এখন সে ব্যস্ত। কয়মাস যাবৎ মাহিয়ানাও পায় নাই সে রীতিমত,—এদিকে হরকালীদের ক্ষুদ্র-সংসার চালান তার হইয়া উঠিয়াছে।

খরচ-খরচা দিয়া যে কাহাকেও জামাই-রমলের সন্ধানে পাঠাইবেন তিনি, তাহারও উপায় নাই।

হরকালীর মধ্যম পুত্র,—বিরিঞ্চি ঘোষ সম্প্রতি আঠারোয় পা দিলেও হাবা-গোছের। কায়স্থের ঘরে যে এমন হাবা বোকা জন্মায়, ইহাই আশ্চর্য্য! সবই হরকালীর কপালের দোষ!

তাহাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়া রমলকে আনিবার চেষ্টা করা অর্থ আর একটি বিপদ্ কিনিয়া আনা। হয় সে বোকা ছেলেটি কলিকাতার ভড়ং দেখিতে দেখিতে আর হাঁ করিয়া তাকাইতে তাকাইতে গাড়ী চাপা পড়িয়া বসিবে, না হয় কোথায় যাইতে কোথায় গিয়া নিজেকেই হারাইয়া বসিবে।

সে না থাকিলে আজ হরকালীদের গ্রাসাচ্ছাদনই চলিত না, স্বামীর খাস, ঐ বিশ বিঘা জমীর চায,—হাজার বোকা হইলেও—সেই-ই ত এক মাত্র দেখে, আর সর্ব্ব-কনিষ্ঠ পুত্র ভুলু,—সে ত নাবালক,—পাঠশালায় পড়ে। তাহার দ্বারা কি অতবড় গুরুতর কাজ চলে?

সমস্ত ভাবিয়া-চিন্তিয়া হরকালী হতাশ হইয়া বলিলেন,—

কি কর্‌ব মা, সবই কপালের দোষ। ঘরে এমন পয়সা কি লোক-বল কিছুই নেই যে তা দিয়ে জামাইকে একবার নেমন্তন্ন করে পাঠাই। আর তুইও এমন অবুঝ্ মেয়ে সময় মতন চান্ না আহার না,—দিন দিন দেহটাকে মাটি কর্‌তেই বসেছিস্। দেহটার দিকে একটু নজর রাখ্‌তেও তো হয়,—চিরদিন ত আর জামাই অমন সবভোলা হয়ে থাকবে না? এক দিন না একদিন তাকে কালের গতিকে ফির্‌তেই হবে, তখন তোর্ ঐ দেহের হাল দেখলে, বোল্‌বে কি বল্ দিকিন্?

কৃত্রিম-কোপ প্রকাশে সন্ধ্যা বলিল,—বলে বলুগ গে,—কে ওঁকে মাথার দিব্যি দে আস্‌তে বলেছে এখানে, যে ঐ কথা বল্‌বেন তিনি।

মাতা-হরকালী হাসিয়া বলিলেন,—আস্‌তে ত বলিস্‌নে মা, কিন্তু মোহনদা'দের বাড়ী ছুটে ছুটে যাস্ কি কারণে, তা কি শুনিনি, মনে করিচিস্?

—ওমা, তুমি এর মধ্যে সব শুনেছ? তোমায় কে বল্‌লে!

বল্‌বে আবার কে? মোহনের বৌ,—ভাবিনী ওপাড়ার কাদের কাছে গল্প করেছে, তারাই আবার আমাকে শুনিয়ে গেছে।

—তাই বলে কি আমি তাঁকে আস্‌তে বলেছি? মোহনদা'কে খোঁজ্ কর্‌তে বলেছি,—সে রেস্-টেস খেলে কি না, এই ত?

—তুই কি মনে করিস্ মা জুয়াড়ী-মোহন তোকে তার খবরটুকুন্ এনে দেবে! হুঁ তাই যদি হত, তা হ'লে আর ভাবনা কি ছিল! আমি কি মোহনকে নিজে থেকে কিছু বল্‌তে পারতুম না!

—তুমি নিজে কিছু বল্‌তে গেলে হয়ত বলে বস্‌ত,—দু'টো টাকা দাও, পাঁচটা টাকা দাও, খুঁজ্‌তে খরচ আছে ত জ্যাঠাইমা? জানে আমি নিঃস্ব, তাই আমার কাছে চাইতে কিছু সাহস ক'রে না ও। বেসুড়ে লোক,—টাকার গন্ধটুকু একবার পেলে হয়?

তবে যা ভাল বোধ করিস্ কর্। দেখি, মোহন কেমন দরদ্ কোরে জ্যাঠ্‌তুতো বোনের একটা হিল্লে করে দেয়।.........

আগামী রবিবার যথা-সময়ে, সন্ধ্যা আবার মোহনদার বাটী ছুটিল। তাহাকে দেখিয়াই মোহন বলিল,—

তোর ঐ ঠিকানাওলা চিরকুট কাগজটা ঘোড়ার টিকিটের সঙ্গে কোথায় হারিয়ে ফেলেছি রে। তুই বরং আর একটা ঠিকানা লিখে দিয়ে যা। এবার নিঘ্যাত তার খবরটুকু নিয়ে আস্‌ব। চাই কি,—তাকে ল্যাজে বেঁধে পর্য্যন্তও আন্‌তে পার্‌বো। বোল্‌বো তাকে,—রাতারাতি বড় লোক হতে চাও যদি,—এস আমার সঙ্গে আমার বাড়ীতে, তোমাকে ভাল ঘোড়ার টিপ দেব।

সন্ধ্যা লজ্জারক্ত মুখে প্রশ্ন করিল,—সে যদি রেস্ না খেলে, দাদা তখন ল্যাজে বাঁধ্‌বে কি করে?

—ওঃ! রেস খেলে না, এমন লোক কল্‌কাতায় আছে নাকি, শৈলী? রেসের মতন জিনিসও আর আছে নাকি বোন্? ঐতেই ত বেঁচে আছিরে।

ভাবিনী কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া ঝাঁপিয়া উঠিয়া বলিল,—যাও যাও, আর বাহাদুরী করতে হবে না,—বড্ড বড় লোক হয়েছেন উনি,—তা আবার কোরবেন অপর লোককে বড় লোক। কার সঙ্গে কি কথা কইতে হয়, এখনও শিখ্‌লে না, এই বুড়ো-মরদ্‌ বয়েসে।

দেখ শৈলী, যত দুঃখু আমার ঐ মেয়ে মানুষকে নিয়ে। কোথায় দুই-ভাই-বোনে আমরা বসে দুটো মনের কথা কইব, না উনি এলেন তেড়ে, খাউ মাউ করে।

সন্ধ্যা হাসিয়া ফেলিল।

—নাও বাপু, তোমরা মনের সুখে কথা কও গে, আমি চল্লুম,—বলিয়া ভাবিনী গৃহ-কাজে মন দিল।

ইহার পর কিন্তু আর কথা-বার্ত্তা তেমন জমিল না। সন্ধ্যা বিদায় লইল। তাঁহাকে শুনাইয়া মোহনদা প্রতিজ্ঞা করিল,—আস্‌ছে হপ্তায় নিশ্চয়ই একটা হেস্ত-নেস্ত করব। সন্ধ্যা ভাবিতে ভাবিতে গেল,—এত অর্থ-কষ্টেও মোহন-দাদারা আছে বেশ এক রকম সুখে!

১৯

৩রা জানুয়ারী,—সেদিন প্রভাতে চা-পানের পর, 'ব্যাক্‌ওয়াচে্‌র প্রভাতী-সংস্করণটা লইয়া রমল চেয়ারে বসিলেন।

দৈনিক-সংস্করণের কাগজগুলির মধ্যে ব্যাক্‌ওয়াচ্‌টা পড়িতে রমা ভালবাসেন,—তাই পিয়ন প্রত্যহ ঐ দুই-পয়সা দামের ইংরাজী কাগজটি দিয়া যাইত।

রমা বলিতেন,—দেখ রমল, যে সব কাগজগুলো অতীত নিয়েই কারবার করে, তাদের নাম "ফরওয়ার্ড্" কি "অনওয়ার্ড্", কি "এড্ভান্স্" হয় কি কোরে তাই ভেবেই আমার আশ্চর্য্য লাগে। সত্যিই ত সব কাগজগুলো পুরোনো খবরই দেয়। কোন্টা আবার ভবিষ্যৎ-বাণী করে যে তাকে "অন্ওয়ার্ড" "ফর্ওয়ার্ড" বল্তে যাবো। "ব্যাক্ওয়াচ্" নামেও যা কাজেও তাই,—অতীত নিয়েই তার কারবার, টাটকা অতীতের খবরই দেয় সে, তাই ওটাকে পছন্দ করি আমি। তুমি বরং পিয়নকে বলে দিও,—ঐ কাগজটা রোজ আমায় দিয়ে যায় যেন।

তদবধি "ব্যাক্ওয়াচ্" প্রত্যহ রমার ড্রয়িং রুমে শোভা পায়। সেইদিনকার কাগজখানি খুলিতেই তৃতীয়-পৃষ্ঠার বড় বড় অক্ষরের লেখা-কয়টা রমলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল :—

A Sensational Case in High-Court.
Mr. Alfred Choudhury's Divorce-Suit against
Mrs Rama Debi, his wife,
On grounds of
Marriage within prohibited degrees,
and,
Adultery with a Petty-Clerk,
Ramal Sarker.
Ramal made Co-Respondent.

অর্থাৎ

রোমাঞ্চকর মামলা হাইকোর্ট।

মিঃ অ্যালফ্রেড চৌধুরীর বিবাহ-রদ প্রার্থনা,—

পত্নী মিসেস্ রমাদেবীর বিরুদ্ধে।

নিষিদ্ধ-সম্পর্ক মধ্যে, বিবাহ-কারণে,

এবং

সামান্য কেরাণী রমল সরকারের সহিত ব্যভিচার-দাবীতে।

(প্রতিবাদীদের সমন হইয়াছে)।

বড় বড় হেডিং কয়টা পড়িয়াই রমলের মস্তকটি বিঘূর্ণিত হইল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—এতদিন যাহা গোপন ছিল, এইবার তাহাই প্রকাশ পাইয়া গেল বুঝি !

উঃ, যে প্রকাশের ভয়ে সদাই তিনি সন্ত্রস্ত, তাহাই আজ শত-মুখ বিস্তার করিয়া তাঁহাকে গিলিতে বসিয়াছে। না-জানি, কলিকাতা সহরে, তাঁহার নামে কি-কলঙ্কই না প্রচারিত হইতে বসিয়াছে ! অতঃপর তিনি আপিস যাইবেনই বা কোন্ মুখে ?

রমল দেখেন, মামলার আরজীর সম্পূর্ণ নকল পর্য্যন্তও ছাপা হইয়া গিয়াছে। চাঞ্চল্য-বশতঃ রমল সেই বর্ণনায় মনোনিবেশ পর্য্যন্ত করিতে পারিলেন না।

সুখকর হউক আর দুঃখকরই হউক, রমাকে সংবাদটুকু দিতেই হইবে। হয়ত রমা শুনিয়া সুখী হইবে,—অমন স্বামী থাকার চেয়ে না থাকায়ই ভাল তাহার। কিন্তু মধ্য হইতে যে তাঁহার নিজের লাঞ্ছনার একশেষ হইতে বসিবে ! এ কী দুর্ভোগ !

আবার হতভাগা কাগজওয়ালারা লিখিয়াছে,—রমল পেটী ক্লার্ক। ছিঃ ছিঃ। কিন্তু ঐ পেটী ক্লার্কই (নিকৃষ্ট কেরাণী) এতদিন যদি রমাকে

আগুলিয়া না রাখিত, তাহা হইলে আজ কেহ তাহার নাম পর্য্যন্তও শুনিতে পাইত না,—কবে সে আত্ম-হত্যা করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইত।

কিন্তু কে বুঝিবে তাঁহার সহৃদয়তার কথা,—রমাকে রক্ষার জন্য তাঁহার সর্ব্বস্ব-ত্যাগের কথা? আচ্ছা রমা কি বলে দেখা যাউক্।

রমা! রমা!

রমল নিজেই রমাকে চিৎকার করিয়া ডাকিলেন। তিনি আসিলে কাগজটা তাঁহার দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিলেন,—এই নাও, তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর এতদিনে মনস্কামনা পূর্ণ হ'তে চল্লো। অ্যাল্‌ফ্রেড্ চায়,—ডাইভোর্স। তুমিও চাও মনে-প্রাণে তাই। মাঝ থেকে হতে চোল্ল ছরকুত আমার,—অপমান, লাঞ্ছনা, কলঙ্কের এক শেষ!

—কি বল্‌ছো আবল্ তাবল্, রমল?

—কি আর বল্‌বো, আমার মাথা এখন ঠিক নাই। ঐ কাগজখানা পড়েই দেখোনা না-হয়।

কাগজখানা তুলিয়া লইয়া হেড্‌লাইন কয়টার উপর চক্ষু বুলাইয়াই রমা হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—

হুঁ, বড্ড মনে করেছিলেন উনি, আমি ঘরের পয়সা খরচ্ করে ডাইভোর্স-সুটটা আন্‌বো আর উনি মজা করে ক্যাথারিন্‌কে নিয়ে স্ফূর্ত্তি করে জীবনটা কাটাবেন। সেটী তো হলো না বাপু। কেমন এইবার নিজেকে ম্যাজিষ্ট্রেটী মান খুইয়ে আদালতে নেমে এসে মামলা জুড়্‌তে হ'লো ত?

বাধা দিয়া রমল বলিলেন,—কি যে বল্‌ছ রমা, তার ঠিক নাই।

দেখ্‌ছনা কেমন করে আমার মুখে কলঙ্কটুকু লেপে দিয়েছেন তোমার গুণোধর স্বামীটে ?

—কই দেখি ?

বলিয়া রমা আবার পাঠ করিলেন।

—হুঁ, তাইত, রমল, প্রথম লাইন-দুটো দেখেই আমার অন্তরটা হাসিতে ভরে গেছ্‌লো, পরের লাইন গুলোর উপর আর নজর পড়ে নি।

—তা আর পড়্‌বে কেন রমা। একজনের পৌষমাস আর এক জনের সর্ব্বনাশ,—এই-ই ত জগতের নিয়ম! কিন্তু ওতে যা লিখ্‌ছে সত্যই কি আমি তোমার সঙ্গে ব্যভিচার দোষে দোষী ? রমা সহসা উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন,—তা নয় স্বীকার করি। কিন্তু আজ থেকে সকলে জানুক্,—'রমল আমার—আমি তোমার'।

বলিয়াই সহসা রমলের বুকের ওপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অজস্র-চুম্বনে রমা তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন।

রমার উত্তেজনা একটু শান্ত হইলে, রমল বলিলেন,—কি যে কর রমা,তার ঠিক নাই,—এই ড্রয়িংরুমের মধ্যে,—সকলের সাক্ষাতে,—চাকর বাকর সব এসে পড়লে, তারা বল্‌বেই বা কি,—তারা যদি শেষকালে সাক্ষী দিয়েই বসে ? নাও, তুমি ওঠো। যা হয় আড়ালে কোরো।

নিজেকে সামলাইয়া লইয়া স্থির হইয়া একটা চেয়ারে বসিয়া রমা বলিলেন,—মামলা যখন করেইচে তখন কাটান ছেঁড়ান ত হয়েই গেছে এক রকম। এখন আমি নিজেকে ভাব্‌ছি স্বাধীন,—মুক্ত। তাই যেটুকু এতদিন আমি সামলে চল্‌ছিলাম্ সে-টুকু আজ ঐ মামলার খবরেই উদ্দাম হ'য়ে উঠেছে। সত্যি বোল্‌তে কি,—যে দিন তোমায় প্রথম

দেখেছি, সেদিন থেকে তোমায় ভালবেসেছি। কিন্তু এতদিন,—জানই ত —কী কষ্টেই না আত্ম-সংবরণ কোরে আছি! শুধু এই-টুকুন্ ভেবে,—স্বামী আমার যদি ব্যভিচারীই হয়, তাই বোলে কি আমিও তাই হব? কিন্তু কাগজে ওই মিথ্যে-বদনামটুকু দেখে ইচ্ছে করে, সবলে ওই সংযমের শৃঙ্খলটুকু ভেঙ্গে মিথ্যেকে সত্যি করি,—সত্যিকে মিথ্যে করি। হায়! কী নির্ম্মম. ওই স্বামী আমার! অত্যাচারের ওপর অত্যাচার,—৬টী-বৎসর অনাহারের মধ্যে রেখে, তার ওপর এই অপবাদ!...

বাধা দিয়া রমল বলিলেন,—যখন ওই অপবাদের মধ্যে থেকে বিবাহ-বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে তুমি বেরিয়ে আস্‌বে,—তখন বুঝ্‌বে কী আনন্দই না তোমার! কিন্তু আমার কি হল, বল দিকিন্? তোমাদের পারি-বারিক ব্যাপারের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে, শুধু-শুধুই কলঙ্ক-ঢাকের বাজনায় আমার কানটা ভেঙ্গে আছ্‌ড়ে যেতে বসেছে যে!

—ঢাক যখন বেজেইছে, তখন আর সেটাকে থামাবে কে, বল? তার চেয়ে বরং, এস চেষ্টা কর, ও ঢাকের বাদ্যি থেকে মিঠে আওয়াজ যাতে বের করা যেতে পারে।

—তা, কি কোরে হবে, বল?

—কেন, বিবাহ রদটুকু যাতে হয়, তাই কর্লেই হবে।

—তা না হয় হল, তাতে আর কি হবে আমার? তোমারই না হয়, হবে ভাল। আমার তাতে কি?

রমলের চিবুকটী নাড়িয়া দিয়া রমা বলিলেন,—

কেন, বন্ধু, আমি যে তোমায় আমার মন-টুকু সমর্পণ কোরেছি, সে খবর কি তুমি জান না? না, ন্যাকা সাজ্‌ছ?

একটু চিন্তা করিয়া রমল বলিলেন,—তুমি রূপে গুণে, শিক্ষা-দীক্ষায় সভ্য-ভব্যতায় আমার শ্রেষ্ঠ কাম্য নারী হলেও, তোমার ভার কি আমি বইতে পার্ব্ব, রমা ? আমি যে সামান্য একটা পেটী-ক্লার্ক !

—কেন, রমল, বৃথা নিজেকে ছোট কোরে দেখ্‌ছ। ওই পেটী ক্লার্কই যে এদ্দিন আমার মান-সম্ভ্রম-ইজ্জৎ সব বজায় রেখে এয়েছে। আমাকে অর্থকষ্টের তীব্রজ্বালা থেকে, এমন কি আত্মহত্যা থেকে, পর্য্যন্তও যে বাঁচিয়ে রেখে এয়েছে এদ্দিন, তার কি কোনও দাবী-দাওয়া নেই আমার ওপর, বোল্‌তে চাও, রমল ?

—কিন্তু, রমা, আমি যে বিবাহিত।

সহসা বজ্রপতনে রমা যতটা না চমকিত হইতেন, ততটা হইলেন ওই কথা কয়টী শ্রবণে।

কয়েক মুহূর্ত্ত উভয়ের নীরবে কাটিল।

শুধু ঘড়ির টিক্-টিক্ শব্দ কর্ণে যায় !

রমা একবার নিজের অন্তঃস্থলটী ভাল করিয়া দেখিয়া লইবার জন্য চেষ্টা করিলেন। সত্যই রমলের জন্য তাঁহার চিত্তের আবেগটুকু যথার্থ কি না, ভাবিতে বসিলেন।

তাঁহার মানস-পটে ভাসিয়া উঠল,—দুইটী ছবি, একটী মিঃ এ, সি, সান্ন্যালের আর একটী রমলের।

রমার মনে পড়িয়া যায়,—মিঃ সান্ন্যাল গোঁড়া-হিন্দু হইলেও বিপত্নীক, —আর রমার মনস্তুষ্টি-সাধনে যথারীতি সদা-তৎপর ! প্রৌঢ় হইলেও ধনী তিনি,...যৌবনের মাদকতা না থাকিলেও আছে সবল সুপুষ্ট দেহ তাঁহার।

আর ঐ—রমল? রমল,—অল্পবিত্ত হইলেও, যুবক। চাঁদের মতনই সুন্দর,—যে কোনও যুবতী রমলের আশ্রয় লাভে নিজেকে ভাগ্যবতী বলিয়াই মনে করিতে পারে। শুধু তাই? রমল প্রেমিক, দরদী, প্রেমের জন্য সর্ব্বস্বত্যাগে সদা-উন্মুখ। কিন্তু,—বি—বা—হি—ত!

রমা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না,—সত্যই তাঁহার হৃদয় রমলকে চায় কিনা?

ও-দিকে রমল কুতূহলী-নেত্রে তাকাইয়া আছেন, তাঁহার মুখ-পানে!

একটু হাসিয়া রমা বলিলেন,—

আচ্ছা, সে কথা পরে হবে এখন্। এখন্ অত উতলা না হয়ে—দেখা যাক্ নালিশের আর্জ্জিতে কি লেখা আছে।

রমা আরজি পাঠ করিতে লাগিলেন।

অগত্যা রমল উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন।

২০

সমস্ত আৰ্জ্জির সারাংশ—পাঠে যাহা বোধগম্য হইল, তাহা এই :—

মিঃ অজিত চৌধুরী বর্ত্তমানে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া নাম লইয়াছেন এলফ্রেড্ চৌধুরী। তিনি এবং শ্রীরমা দেবী বিবাহের পূর্ব্বে হিন্দু-মতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের বিবাহ সম্পন্ন হয়,—২৪ পরগণার জেলার ম্যারেজ-রেজিষ্টারের সম্মুখে, সিভিল-ম্যারেজ-আইনানুযায়ী।

এ নাগাইৎ বিবাহের পর ছয় বৎসর গত হইয়াছে। গত তিন বৎসর যাবৎ উভয়ের মধ্যে বনিবনা না হওয়ায় দরখাস্তকারী মাসিক দুইশত টাকা দিবার স্বীকারে আপোষে তথাকথিত পত্নীকে পৃথক বাস করিতে অনুমতি দেন।

দরখাস্তকারী বরাবর ফি মাসের প্রথম তারিখে রমা দেবীর নামে ঐ নির্দ্দিষ্ট মাসহরা ডাকযোগে পাঠাইয়া দিতেন,—তাহার প্রমাণস্বরূপ মণিঅর্ডার ও ইন্সিওর-এর রসিদাদি অত্র দাখিল হইল।

কিন্তু দরখাস্তকারী সরকারী-কার্য্য ব্যপদেশে দূরদেশে থাকায়, দৃষ্টি রাখিতে পারিতেন না, পত্নীর চাল-চলন অথবা স্বভাব-চরিত্রের উপর।

পরে তাঁহার দু-একজন বন্ধু তাঁহাকে সংবাদ দেন যে, রমাদেবী এক জন পেটী ক্লার্ক রমল সরকারের সহিত অন্তরঙ্গতা করিয়াছেন এবং তাঁহার স্বভাব-চরিত্র সন্দেহজনক হইয়া উঠিতেছে। সে কথায় বিশ্বাস না করিয়াও তিনি মাসহরা পাঠাইতে থাকেন।

অতঃপর যখন দরখাস্তকারী পুনঃ পুনঃ ঐ সম্বন্ধে জনরব শুনিতে পান, তখন হইতে তাঁহার মাসহরা বন্ধ করিয়া দেন এবং অনুসন্ধান করিতে থাকেন, এই মনে করিয়া যে রমাদেবী স্বভাব-চরিত্র সংশোধন করতঃ তাঁহার নিকট ফিরিয়া আসিয়া বাস করিবেন ; কিন্তু এ যাবৎকাল প্রতিবাদিনী তাহা করেন নাই।

ঐ গত দুই বৎসর যাবৎ দরখাস্তকারীর নিকট হইতে খরচপত্র না পাওয়া সত্ত্বেও রমাদেবী স্বভাব-চরিত্র সংশোধন করেন নাই। বরং উক্তরোক্তর ঐ পেটী-ক্লার্কের সহিত ব্যভিচার করিয়াছেন; সে-মর্ম্মে বহুতর সাক্ষী এমন কি রমাদেবীর বেহারা,আয়াগণ পর্য্যন্তও সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত আছে। পাছে প্রতিবাদিগণ সাক্ষীদিগকে ভয় দেখাইয়া সত্য-কথা বলিতে বিরক্ত করেন, সেই ভয়ে দরখাস্তকারীকে প্রচুর অর্থব্যয়ে ঐ সাক্ষীগণকে নিরাপদস্থানে রক্ষা করিতে হইয়াছে।

এবম্‌প্রকার ব্যভিচার হইল,—বিবাহ-রদের প্রথম কারণ।

দ্বিতীয়-কারণ যাহা আছে, তাহার একমাত্র বলেই বিবাহ বাতিল ও না-মাঞ্জুর বলিয়া গণ্য হইতে পারে : দ্বিতীয় কারণটী এই :—

অনুসন্ধান দ্বারা দরখাস্তকারী জ্ঞাত হইয়াছেন যে,—রমাদেবী তাঁহার নিকট-সম্পর্কে মাসী-স্থানীয়া হইতেছেন। নীচের কুলচীনামা হইতে ঐ সম্পর্ক পরিষ্কার প্রতীয়মান হইবেক।

বলা বাহুল্য, বিবাহের পূর্ব্বে দরখাস্তকারী ঐ বিষয়ে আদৌ জানিতে পারেন নাই।

বর্ত্তমানে, ঐরূপ নিষিদ্ধ-সম্পর্কীয় বিবাহ বাতিল না হইলে, দরখাস্তকারীর ভাবী-উত্তরাধিকারীগণ মধ্যে সমূহ বিরোধ বাধিবার

সম্ভাবনা বিধায়, তৎপর হইয়া দরখাস্তকারী এই মামলা রুজু করিলেন।

কুল্‌চিনামা

প্রমাতামহ অর্থাৎ মাতামহের পিতা

৺সদয় মিত্র

তস্য পুত্র জ্যেষ্ঠ ৺দয়াল মিত্র
(মাতামহ)

তস্য কন্যা ৺দয়াময়ী
(দরখাস্তকারীর মাতা)

দরখাস্তকারী অ্যাল্‌ফ্রেড্ চৌধুরী
ওরফে অজিৎ চৌধুরী।

তস্য পুত্র কনিষ্ঠ ৺কৃপাল মিত্র

তস্য কন্যা মিস্ রমা মিত্র
এক্ষণে মিসেস্ রমা চৌধুরী বা
রমাদেবী বলিয়া খ্যাত।

উপরোক্ত কুল্‌চীনামা হইতে বুঝা যাইবে যে,—৺সদয় মিত্রের দুই পুত্র ছিলেন,—জ্যেষ্ঠ, ৺দয়াল মিত্র ; কনিষ্ঠ, ৺কৃপাল মিত্র। দয়াল মিত্রের কন্যা শ্রীমতী দয়াময়ী দেবী,—দরখাস্তকারী অ্যালফ্রেড্ চৌধুরীর মাতা হইতেছেন আর ওদিকে ৺কৃপাল মিত্রের কন্যা মিস্ রমা মিত্র হইতেছেন, কাজে-কাজেই সম্পর্কে তাঁহার মাসী।

গোঁড়া-হিন্দু ৺কৃপাল মিত্র তিনবার বিবাহ করেন। প্রথমা পত্নীর গর্ভে মিস্ রমা মিত্র জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমা-পত্নী ৺সরমা মিত্রের পিতা ৺কৃষ্ণকুমার মিত্র বিলাত-গমনকালে জামাতার অনুমতি না লইয়াই তিন

মাসের অন্তঃসত্বা কন্যা ৺সরমা মিত্রকে (প্রতিবাদিনীর মাতাকে) ও তদীয় পত্নী ৺হেমনলিনী মিত্রকে সঙ্গে লইয়া সমুদ্র যাত্রা করেন।

ইহাতে জাতি যাইবার ভয়ে ৺রূপাল মিত্র প্রথমা-পত্নী সরমা মিত্রের সমস্ত সংশ্রব বিচ্ছিন্ন করেন। ইতিমধ্যে বিলাত পৌছিবার সাত মাসের মধ্যেই সরমা দেবীর গর্ভে প্রতিবাদিনী রমা মিত্রের জন্ম হয়। প্রতিবাদিনী বরাবর নূতন-সভ্যতার আলোকে থাকিয়া নব্য-আলোকপ্রাপ্ত মাতুলালয়ে শিক্ষা-দীক্ষা প্রাপ্ত হয়েন। কাজেই সে সময় দরখাস্তকারীর সহিত প্রতিবাদিনীর যে নিষিদ্ধ-সম্পর্ক আছে, তাহা কাহারও স্মরণ-পথে উদিত হয় নাই।

উপরন্তু তখন সকলের ধারণা ছিল যে, অত দূর-সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ আইনে নিষিদ্ধ না হইলেও হইতে পারে। এক্ষণে অনুসন্ধানে ঐ নিষিদ্ধ সম্পর্ক জ্ঞাত হইয়া দরখাস্তকারী প্রকাশ করিতেছেন যে, ঐ প্রকার বিবাহ, মাত্র এক গোত্র ব্যবধানে হওয়ায় বাতিল ও রদযোগ্য হইতেছে।

ঐ নিষিদ্ধ সম্পর্কহেতু বিবাহের বাতিলতা, যদি প্রতিবাদিনী স্বীকার করেন, তাহা হইলে উহারই উপর ভিত্তি করিয়া বিবাহ বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিয়া ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

আর যদি ঐরূপ সম্পর্ক তিনি অস্বীকার করেন, তাহা হইলে ব্যভিচারের অজুহাতে ডিক্রী পাইবার জন্য দরখাস্তকারীর নিকট হইতে সাক্ষী-সাবুদ গ্রহণে বিবাহ-রদের ডিক্রী দিতেও আজ্ঞা হয়। উক্ত প্রকারের দাবী জন্য পৃথক্ পৃথক্ রশুম দেওয়া গেল! ইত্যাদি ইত্যাদি—

আর্জির সমুদয় পঠিত হইলে, রমল প্রশ্ন করিলেন, এই যে পড়লে সমস্ত, সবই কি সত্য?

—সব আর সত্যি কোথায়! আর্জ্জির প্রায় আট-আনা রকম অংশই মিথ্যা।

—আচ্ছা গোড়া থেকেই ধরা যাক, কোন্‌টা কোন্‌টা মিথ্যে, অর্থাৎ তুমি স্বীকার কর না।

রমল কাগজ-কলম লইয়া বসিলেন, আর রমা এক একটি করিয়া বলিয়া যাইতে লাগিলেন,—কোন্ বিবৃতির মধ্যে কতটুকু সত্য অথবা কতটুকু মিথ্যা আছে।

সমস্ত লিপিবদ্ধ হইলে, রমল পাঠ করিলেন—

নীচের কয়টী বর্ণনা মিথ্যা, যথা—

(১) বনিবনা না হইবার কারণ, দরখাস্তকারী স্বেচ্ছায় গোপন করিয়াছেন। কারণটী হইতেছে,—দরখাস্তকারীর সহিত ক্যাথাবাইনের আপত্তিজনক ব্যবহার বা ব্যভিচার,—বিবাহিতা-পত্নী রমার মুখের উপরেই।

(২) রমলের সহিত আলাপ হইবার পূর্ব্ব হইতেই দরখাস্তকারী মাসহরা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং অজ্ঞাতনামা একজন বন্ধু মারফৎ বলিয়া পাঠান রমাকে, তিনি যাহাতে নিজ হইতে বিবাহ-রদের মামলা দায়ের করেন।

অতএব রমলের সহিত আলাপ হইবার পর হইতে মাসহরা বন্ধ করিবার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

(৩) খুব সম্ভব, রমলদের বেহারা আয়াদিগকে ঘুষ দ্বারা বশীভূত করতঃ তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের দাবী সাজান হইয়াছে।

(৭) রমা যে দরখাস্তকারীর সম্পর্কে মাসী হয়েন,—ইহা মিথ্যা কথা। অন্ততঃ রমা জানেন না।

অতএব রমা খুব ভাল করিয়াই জানেন যে,—দরখাস্তকারীর মাতামহ ৺দয়াল মিত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম ৺কৃপাল মিত্র নহে,—৺কৃষ্ণ কৃপাল মিত্র হইতেছে। বরং রমার পিতার নাম,—৺কৃপাল মিত্র,—ইহা ঠিক। ইত্যাদি ইত্যাদি—

সমস্ত অধীত হইবার পর, রমল বলিলেন,—

আমার মনে হয়, রমা, ওই সম্পর্কের কথাটুকু অস্বীকার না কোরে বরং মেনে নেওয়াই সব চেয়ে ভাল,—কারণ তা'হলে হয়ত ব্যভিচারের প্রসঙ্গটা আর আদালতে না উঠাই সম্ভব।

একটু চিন্তা করিয়া রমা উত্তর করিলেন,—তা' যা' বোলেছ,—সেটা মন্দ নয়। ওই কথাটাই ভাব্‌ছিলুম আমিও। আশা করি,—হাই-কোর্টের কোনও একটা আইনব্যবসায়ীর সঙ্গে পরামর্শ কোর্‌লেও, তিনিও ওই কথাই বোল্‌বেন।

—উকিল, অ্যাটর্ণি কিংবা ব্যারিষ্টার যা'হক একটা ধর্ত্তেই তো হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে এরই মধ্যে নিজেদের একটা তোড়-জোড়্ কোরে রাখাই ভাল না?

কথা শেষ করিতে না করিতেই রমল প্রশ্ন করিয়া উঠিলেন,—

হ্যাঁ, ভাল কথা মোকর্দ্দমার দিনটা পড়েছে কবে, কাগজে লিখ্‌ছে কি?

—হ্যাঁ, লিখ্‌ছে এইবোলে,—মোকর্দ্দমার বিচার হবে, ২৪ পরগণার জেলা-জজের কোর্টে। হাইকোর্ট মামলা সেইখানেই পাঠিয়েছেন।

—বেশ, তবে আজ থেকেই খোঁজ নেওয়া যাক্,—কবে দিন, সুধাংশু.

—এইসব।

আফিসে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে, রমল উঠিলেন। আর রমা চলিলেন,—তাঁহার আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য।

২১

যথা-নির্দ্দিষ্ট রবিবারে, যথাসময়ে সন্ধ্যা আসিয়া মোহনদা'দের বাটী গিয়া জুটিল।

ইতিমধ্যে রমা-রমলদের মোকর্দ্দমা লইয়া কলিকাতার আকাশ বাতাস বেশ সরগরম হইয়া উঠিয়াছে।

রমা-রমলদের পথ-চলাও দায় হইয়া উঠিয়াছে। সংবাদপত্র ও পত্রিকা প্রকাশকদিগের ফটোগ্রাফাররা তাঁহাদিগের ফটো লইবার জন্য তাঁহাদিগের বাটী পর্য্যন্ত রীতিমত দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি লাগাইয়া দিয়াছে।

ফটোগ্রাফারদের ভয়ে, রমা সহসা ঘরে খিল দিয়া পর্দ্দানশীন মহিলা বনিয়া গিয়াছেন।

আর রমল, মুখে-মাথায় চাদর জড়াইয়া, ধুতি পরিয়া আফিস যাতায়াত সুরু করিয়া দিয়াছেন।

কিন্তু এত চেষ্টাতেও তাঁহারা সংবাদপত্রের ফটোগ্রাফারদের চক্ষুতে ধূলা দিতে পারিলেন না। তাঁহাদিগের ফটো পত্রে-পত্রে কোথা হইতে

ছাপা হইয়া গেল। কিন্তু, কিরূপে যে তাহারা তাঁহাদিগের ফটো পাইল, তাহাই ভাবিয়া তাঁহারা কুল পাইলেন না।

তাঁহাদিগের সম্বন্ধীয় গান ও কাহিনী, বিস্তর অলঙ্কার-ভূষিত হইয়া, পুস্তকাকারে ছাপা হইয়া কলিকাতার পথে-ঘাটে বিক্রীত হইতে লাগিল।

ওইরূপ একখানা বাঙ্গলা সংবাদ-পত্র আর একখানি রস-রচনা-সম্বলিত পুস্তিকা খরিদ করিয়া আনিয়া মোহনদা' সন্ধ্যার হাতে দিল।

সংবাদ-পত্রের বড় বড় অক্ষরের হেড লাইন কয়টা পাঠ করিয়াই সন্ধ্যার মূর্চ্ছা ঘটিবার উপক্রম হইল।

বেগতিক দেখিয়া মোহনদা' তাহার স্বভাবসিদ্ধ ঘোড়দৌড়ের বাজী-মাৎ করা গলায় বলিয়া উঠিল,—

শৈলী, ওর জন্যে ভাবিসনে বোন্। যখন সমস্ত কথাই জান্তে পেরেছি, তখন শালা রমলকে একেবারে ঠাণ্ডা কোরে দিয়ে ছাড়বো'খন্, দেখ্‌বি তখন্। শেষে বাছাধন পথটা পাবেন না,—আমার বোনের পদসেবা পর্য্যন্তও কোর্‌তে।

সন্ধ্যা তখন কাঁদিতেছিল,—সংবাদপত্রের সমস্তটুকু পাঠ করিয়া দেখিবার মতন অবস্থা তাহার যোগাইতেছিল না। তাহার হস্ত হইতে কাগজকয়টা একরূপ কাড়িয়া লইয়াই, সম্মুখের একটা পিঁড়ীতে তাহাকে সন্তর্পণে বসাইয়া দিয়াই, মোহন ভাবিনীকে ডাকিয়া বলিল,—

শৈলীর মাথায় একটু ঠাণ্ডা জল দাও তো, গা। আর একটা পাখার বাতাস কর।

ভাবিনী বিকৃত-মুখ করিয়া বলিয়া উঠিল,—তোমায় কে বোলেছিলো,

ওই কাগজক'টা ওর হাতে দিতে? ওকে দেবার আগে, আমাকেও কি একবার জানাতে নেই? আচ্ছা যা'হ'ক্, বে-আক্কেলে লোক তুমি!

সন্ধ্যার অবস্থা দেখিয়া সত্যই মোহন একটু ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। এদিকে সন্ধ্যা দেখিল যে,—তাহারই অনুরোধটুকু পালন করিতে গিয়া বৌদিদির হস্তে মোহনদা'র লাঞ্ছনার একশেষ হইতে বসিয়াছে। সে প্রাণ-পণ-বলে অন্তর হইতে শক্তি সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিল। কিছুক্ষণ পরে, নিজেকে সামলাইয়া লইয়া সন্ধ্যা বলিল,—

ও কিছু নয়, বৌদি; তুমি কিছু ভেবো না,—এখুনই সেরে যাবে'খন্।

মোহনদা'র আবার গলার স্বর ফিরিয়া আসিল। বাড়ী ফাটাইয়া জোর গলায় সে বলিতে লাগিল,—

তুমি কি মনে কর, আমাদের বংশের মেয়ে এতই দুর্ব্বল? প্রথম চোট্‌টা ওরকম সকলেরই হয়ে থাকে। সেটা কেটে গেলেই, না হয়, একটু গা সওয়া হয়ে গেলেই, থাকে না কিছুই তেমন। আমাদের হোত না কি আগে-আগে,—অমনতর? সর্ব্বস্ব ধরেছি, একটা ঘোড়ার পিছু, যদি সেটা হঠাৎ পিছ্‌লে যেত, না হয় 'নেকের' জন্যে মার খেয়ে যেত, তা' হলে আমরা কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে সেইখানেই বোসে পড়্‌তুম। এখন্ কি আর সে সব দিন আছে? অমন দশবিশটা ঘোড়া একদিনে হারুলেও আমাদের আর এইটেই হয় না!

বলিয়াই মোহনদা' বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটা মুষ্টিবদ্ধ-হস্তের মধ্য হইতে বাহির করিয়া আকাশের দিকে ঠেলিয়া তুলিয়া দেখাইল।

ভর্ৎসনার স্বরে কিন্তু ভাবিনী বলিল,—থাক্ আর, ঢের হয়েছে,

জুয়োর কথা কোয়ে কোয়ে বোনের কাছে আর নিজের গুণ-গান গেয়ে দরকার নেই। বোঝা গেছে, মুরদ্ কতখানি তোমার।

চক্ষু কপালে তুলিয়া মোহনদা' বলিয়া উঠিল,—

তুমি, বল কি, গিন্নী? জুয়োর নামে সদাই মুখ সিট্‌কে থাক, কেন বল দিকিন্? সংসারের কোন্ কাজটা জুয়ো নয় বল তো? ওই যে অমন সুশ্রী পাত্তর, ঘর আছে, দোর আছে, বাড়ী আছে, চাকরী আছে, দেখে জামাই কোর্‌লেন জ্যেঠামশাই, সেটা কি জুয়ো নয় বোল্‌তে চাও? আর আজ যে-সে একটা পরস্ত্রী নে পরকীয়া-চর্চ্চা কোর্‌তে বোসেছে, সেও কি জুয়ো নয়, মনে কর? আর সে যে চিরকালই অমনতর হাও-হাবাতে হয়ে বেড়াবে, আমার বোন্‌টার দিকে একবারও তাকাবে না,— আর আমরা তার বদ্‌খেয়ালী ভাঙ্‌বার জন্যে চেষ্টাও করব না, এও কি বোল্‌তে চাও, এ জুয়োও আমাদের খেলা উচিত নয়? ওরকম জুয়ো যদি নাই ই খেলি, তা' হলে বোন্‌টার দশা কেমনতর হবে বল দিকিন্?

আরে, আরে,তোমার নিজের দিকেই চেয়ে দেখ না কেন,গিন্নী। যখন অতটুকু বেলায়, পরের বাগানের ফুল চুরি কোরে শিব পূজা কোর্ত্তে কোর্ত্তে এলে আমার ঘর কোর্ত্তে, তখন কি ভেবেছিলে, এমনই ভর ছেঁড়া ট্যানা পরে বেড়াতে হবে? তোমার বাবা, তোমায় সুখী কোর্‌বার জন্যেই বিয়ে দিয়েছিলো তো! তুমি কি বোল্‌তে চাও, তিনিও তোমায় নিয়ে জুয়ো খেল্‌তে বসেন নি?

মোহনদা'র অবাধ-রসনায় সহসা বাধা না দিলে, কতক্ষণে যে উহা থামিবে, তাহাই ভাবিয়া কৃত্রিম-কোপ প্রকাশে ভাবিনী বলিয়া উঠিল,—

জুয়ো খেলতে চাও, খেল গে ; কে তোমায় বারণ কর্ত্তে যাচ্ছে ? তবে তুমি কোন্ আক্কেলে আমার বাবাকে ওই সর্ব্বনাশা জুয়োর মধ্যে ঢোকাচ্ছ ? বলি, আজ মুখে জলটল দিতে হবে, না জুয়োর গুণ-ব্যাখ্যায় রাত্ পুইয়ে দেবে ? আর তোমায় সত্যি করে শুধুই,— সত্যিই ঠাকুরঝির কিছু কর্ত্তে পার্ব্বে, না শুধুই মুখে বড়াই জাহির কোরে পৌরুষ কোরে বেড়াবে ?

—কী ! মোহন ঘোষ যদি কিছু কর্ত্তে না পারে তো, জেনো, কোনোও শালাই কিছু পার্ব্বে না—জেনে রেখো। মনে কর্চ্ছ কি, পার্ব্ব না,—আল্‌বৎ পার্ব্বো।

বলিয়াই এক হস্তের তালির উপর অপর হস্তের তালি সজোরে মারিয়া অদ্ভুত এক শব্দ করিল।

ভাবিনী হাসিতে হাসিতে সন্ধ্যাকে বলিল,—

বুঝেছিস্ লো, ঠাকুরঝি, রেসের মাঠে, ঘোড়া দৌড়ুবার আগে, জুয়োড়িরা ওইরকমই করে কি না, তাই ওর অমনতর অভ্যেস্ আছে। আর সেই ঘোড়াটা যদি কোনও রকমে চিৎ হয়ে পড়ে, তা' হলে ওরাও অমনি তার সঙ্গে সঙ্গে ধরা-শয্যে নিয়ে বসে !

এতক্ষণে সন্ধ্যার মুখে রক্ত সঞ্চারিত হইল। মোহনদা' তখন বলিয়া উঠিল,—

আচ্ছা, গিন্নী, দেখ্‌বে,—দেখ্‌বে—দেখ্‌বে তখন, আমি কি কর্ত্তে পারি আর কী না পারি। আমাকে নিয়ে বড্ড ঠাট্টা !

তৎপরে সন্ধ্যার মুখ হাস্যোৎফুল্ল দেখিয়া, মোহনদা' বলিয়া উঠিল,— একটু সেরেছিস্ তো, বোন্ ? হাঁ, এই-ই তো চাই। মেয়েমানুষ হয়ে

পুরুষের ওপর টেক্কা মেরে লেখাপড়া শিখেছ যখন, তখন অমনিইতর মেয়েলী-ধরণেই থেকে গেলে চল্‌বে কেমনে, বল?

সন্ধ্যা এবার সত্যই দন্ত বিস্ফারিত করিয়া হাসিল।

মোহনদা' চুপি চুপি বলিল,—

একটা কাজ কর্‌বি? আমার সঙ্গে, যাবি তুই?

—কোথায় দাদা—সন্ধ্যা উদাসভাবে উত্তর করিল।

—কেন, রমলের কাছে। আমি নিজে নে যাব তোকে,—দেখ্‌ব কেমন কোরে সে ছেঁটে ফেলে দিতে পারে। আর কি জানিস্, - দখল না রাখ্‌লে পরে, কোন্ জিনিষটাই বা কার দখলে থাকে, বল দিকিন্? জানিস্ তো, বারো বৎসর বেদখল থাক্‌লে, সব জিনিষই পর হয়ে যায়। ওই যে, আমার বাড়ীর পেছনের জমীটা দেখ্‌ছিস্,—ওটা জোর কোরে বারো বৎসর দখল রেখেই না ওটাকে নিজের কোরে নিতে পেরেছি? তেমনি স্বামীর বেলাতেও তাই বুঝতে হয়! তুই তো বেদখল হয়েছিস্, সাত্তর বছর দুই হবে,—এই তো? তোকে পর কোরে দিতে, এখনও তবে দশটা বৎসর বাকী। তবে তুই ঘাব্‌ড়াস্‌নি, চল্ আমার সঙ্গে,—তোকে দখল দিয়ে তবে আমার কাজ? হাজার লেঠেলের কাছে আমি মোহন একা থাক্‌লে,—আমায় কেউ হঠাতে পার্‌বে না, জানিস্।

সন্ধ্যা আবার হাসিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, দাদার কথাগুলি বেশ। এত দুঃখের মধ্যেও হাসাতে পারে সে!

—তা' হলে ঠিক কথা রইল, তুই যাবি নিশ্চয়ই।

—তুমি যা' ভাল বোঝ, তাই কর। আমি একে ছেলেমানুষ,—তায় আবার মেয়েছেলে,—ভালমন্দ কি বুঝি বল?

উভয়ের মধ্যে মৃদুস্বরে পরামর্শ হইতেছিল,—সংসার কর্ম্মরতা ভাবিনীর কর্ণে তাহারই দুই-একটা প্রবেশ করায়, অগ্রসর হইতে হইতে সে বলিয়া উঠিল,—

বলি, দুই ভাই-বোনে মিলে কী পরামর্শ হচ্ছে, শুনি? হ্যাঁ, ঠাকুরঝি, তোমায় কোল্‌কেতায় নে যাবে বোল্‌ছে বুঝি, না? খবরদার, ওর কথা শুন নি, শুন নি। জানই তো একবার ঘোড়া ছোট্‌বার সময়টা এলে হয়, তখন কোথায় থাক্‌বে বোন্‌ আর কোথায় থাক্‌বে তার জারি-জুরি। তোমাকে ফেলেই হয়ত উধাউ হয়ে ছুট্‌বে রেসের মাঠের দিকে। নয়ত কোর্‌বে কি জান,—রেসের ঘোড়া ধর্‌বার জন্যে, টাকা যোগাড় কর্‌বার চেষ্টায়, তোমাকেই বন্ধক দিয়ে বস্‌বে হয়ত কোথাও। তখন আর মাথা খুঁড়্‌লেও তার তল্লাস্‌টুকু পাবে নি, বুঝেছ? দেখ্‌ছই তো লোকটা কেমন?

এইবার মোহন সত্য-সত্যই চটিয়া গেল, বলিল,—

কেন শুধু-শুধু ছেলেমানুষকে ভয় দেখাচ্ছ? সব তাইতেই তোমার ঠাট্টা যেন। ওর ভাল হলে, আমাদের বংশের মুখোজ্জ্বল হবে, না তোমার বাপের বাড়ীর বংশের হবে? তুমি তো ভেন্ন বংশের মেয়ে, কে না জানে?

মোহনের হাস্য-চটুল মুখ সহসা গম্ভীর হওয়ায় সন্ধ্যার আশঙ্কা হইল,—বুঝি এখনই স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া দ্বন্দ্বই বাধিয়া যায়! তাই তাড়াতাড়ি উঠিয়া-পড়িয়া সে বলিল,—আচ্ছা দাদা, তোমার কথা একবার মাকে জিজ্ঞাসা করে দেখি। দেখি মা কি বলেন। তবে হ্যাঁ, মনে রেখ তোমার পরামর্শই আমার মনে লাগে।

তৎপরে ভুলুকে ডাকিয়া সঙ্গে লইয়া যাইবার সময় বলিল,—তুমি না দেখ্‌লে শুন্‌লে দাদা আমাদের আর কে আছে বল—দেখ্‌বে শুন্‌বে। আমার দাদা ত চিরকালই বিদেশে বিদেশে থাকেন। আর ছোড়্‌দা মাঠ-গরু-হাল নিয়েই ব্যস্ত,—দুনিয়ার কোন খবরই রাখে না সে, তুমিই হচ্ছ এখন আমাদের একমাত্তর ভরসা।

বলিয়াই সে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

মোহন ভাবিয়া একটু গর্ব্বিত হইল,—তবে সত্যই তাহার একটু কদর আছে,—অন্ততঃ গিন্নীর কাছে না হউক অপরের কাছে ত বটেই!

তাই গোঁফ জোড়াটায় তা দিয়া বলিয়া উঠিল,—

দেখ্‌লে, গিন্নী! রেশুড়ে বলে আমায় যে বড় ঘেন্না কর, দেখ্‌লে ত! ....

২২

অনেক কান্নাকাটীর মধ্যে মাতা-হরকালী অবশেষে মত দিলেন।

অবশেষে ভাবিনীও, সন্ধ্যাদের বাটী স্বয়ং আসিয়া সন্ধ্যাকে সিন্দুর, আল্‌তা পরাইয়া, হাতে মুখে সাবান দেওয়াইয়া, চুল আঁচড়াইয়া বেণী-বিন্যাস করতঃ খোঁপা বাঁধিয়া দিয়া,আবার খোঁপার উপরকার চারিধারে সুগন্ধি ফুলের মালা ক'য়েকটা জড়াইয়া দিয়া, তাহার পর তাহার প্যাঁটরা হইতে বাছিয়া বাছিয়া "মন ভুলান" মার্কা সাড়ী একখানা তুলিয়া লইয়া তাহাই তাহাকে পরাইয়া দিয়া, অবশেষে গ্রামের তুলসী-ভট্‌চাষ্যির দেওয়া আশীর্ব্বাদী ধান দুর্ব্বা খোঁপায় গুজিয়া দিয়া তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট শুভ

মাহেন্দ্রক্ষণে দধি-যাত্রা করাইয়া স্বামীর সহিত তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিল।

গত কয়েক মাস যাবৎ, বৈকালের দিকে সন্ধ্যার অল্প অল্প জ্বর হইত,—মাতা হরকালী এত বারণ করিলেন কিন্তু কিছুতেই সে তাহা শুনিল না।

দেহের অমন শুষ্কতার মধ্যেও মাজিয়া ঘষিয়া সন্ধ্যার রূপটী দাঁড়াইল একরকম বেশ,—মনোহারী!

তাহার নয়ন দু'টী হইতে পবিত্র স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ বাহির হইয়া তাহাকে অপরূপই দেখাইতেছিল। মোহনদা' বলিয়া উঠিল,—

বাঃ বেশ দেখাচ্ছে ত তোকে এখন। এইবার চ দেখি ত শালা কেমন করে তোকে—না—করে। বলি দেহের যত্ন-আত্তি না করলে, দেহ কি থাকে বোন্? তুইও যেমন বোকা মেয়ে! থাকিস্ ছাই-পাঁদার মেখে।

ভাবিনী বলিয়া উঠিল,—দেখ রাস্তায় যেন ওকে ফেলে পালিয়ে এস না। পরের মেয়ে মনে রেখ।

হাসিতে হাসিতে হরকালী বলিয়া উঠিলেন,—

কি যে বল বৌ তার ঠিক নেই। তুমি কি মনে কর, মোহন আমার পর,—আমার কাছে পঞ্চুও যা,—ও-ও—তাই।

মোহনদা' সাহস পাইয়া বলিল,—দেখ দিকিন্, জ্যাঠাইমা, তোমার বৌ এর কাছেই আমি কিম্ভূতকিমাকার একটা কিছু যেন! অপরে ত কেউ এমনতর করে না আমায়।

হরকালী উৎসাহিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—ঠিক কথাই বলেছ বাবা।

তৎপরে মোহনের হাত ধরিয়া বলিলেন,—দেখো বাবা, যদি দেখ জামাইটীকে বড় বেগতিক গোছের, তা'হলে আমার ধন আমার কাছেই ফিরিয়ে নে দিও। কি করব বল, মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন কর্ত্তা। এখন যা ভাল বোঝে, তাই-ই ও নিজে করতে চায়। দুঃখিনী মায়ের কথা কি শোনে আজকালকার মেয়েরা। যে দিনকাল পড়েছে,—বিশেষ লেখাপড়া শিখলে পরে!

সন্ধ্যার অন্তরটা তখন যুগপৎ আনন্দে ও ভয়ে মা-ভাই-আত্মীয়-স্বজনদের নিকট হইতে ছাড়িয়া যাইবার বিচ্ছেদ-ব্যথায় এক-অপরূপ ধারণ করিয়াছিল।

গাড়ীতে উঠিবার কালীন তাহার চক্ষু হইতে দুই ফোঁটা জলও বাহির হইতেছিল। সর্ব্বশেষে গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া সে গাড়ীতে গিয়া উঠিয়া বসিল।

তাহার অন্তর হইতে তখন কেবলই ধ্বনিত হইতেছিল,—হে, মা, কালী! জোর কোরে যাচ্ছি যেমন, মুখ রেখো। মোহনদা'র সামনে অপমান অপদস্থ না হতে হয় যেন!·· ······

সেদিন কিসের একটা পর্ব্বোপলক্ষে রমলের আফিস বন্ধ ছিল। তখন বেলা দশ ঘটিকা,—শীতকাল,—মাথার উপর প্রবীণ-সূর্য্য কাঁপিতে কাঁপিতে, শুধু বিশ্ব-বিধির নিয়ম পালিবার জন্যই অতিকষ্টে জগতে মধু-বর্ষণ করিতেছিল। এমন সময়, একখানা সেকেণ্ড-ক্লাস গাড়ী আসিয়া রমলের ফটকে লাগিল। মোহন বলিল,—এইখানে! আর যেও না, যেও না, দাঁড়াও!

তখন রমল ও রমা উভয়েই এটর্ণি বাড়ী হইতে পরামর্শের পর, সবে মাত্র বাটী ফিরিয়াছে। কোর্ট খুলিলেই, পরদিন তাঁহাদিগের জবাব দাখিল করিতে হইবে। উভয়েই তখন চিন্তান্বিত,—আগত মামলার দিনের প্রতীক্ষায় ভারাক্রান্ত।

দরজা খুলিয়া, মোহন গাড়ী হইতে বাহির হইয়া ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সম্মুখস্থ ছোট-একটী উঠানের উপর গিয়া পড়িল। তাহার পর চেঁচাইতে চেঁচাইতে সে বলিল,—ওহে, রমল ভায়া, রমল! রমল! বাড়ী আছ হে! ইঙ্গিত মাত্র, সন্ধ্যাও মোহনদা'র পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। মোহন হাঁকিল গাড়োয়ানকে,—চীজ্ বস্তু্ সব লে আও, হিঁয়া, জল্‌দি জল্‌দি।

গাড়োয়ান বজ্জাতি জুড়িয়া বলিল,—মোট ধোনেকে দো-আনা দেনে হোগা বাবু।

—আচ্ছা, আচ্ছা লে আও। কাম কর্‌কে পয়সা, না আগে পয়সা! লে আও জল্‌দি।

গাড়োয়ান নামিয়া একখানা প্যাট্‌রা, একটা শয্যার ক্ষুদ্র বাণ্ডিল ও একখানা সংসারের তৈজস-পত্রের বড় বাণ্ডিল নামাইয়া ড্রইংরুমের মধ্যে রাখিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে— কে,—কে—বলিয়া রমল একটা সোয়েটার গায়ে বাহির হইয়া পড়িল।

ময়লা, দুর্গন্ধময় আলোয়ানটা কোমরে দ্রুত জড়াইয়া মোহন দুই-বাহু দিয়া রমলকে জড়াইয়া ধরিয়া আলিঙ্গন করিল।

রমল বিস্মিত হইয়া একবার মোহনের পশ্চাৎগামী নতমুখী সন্ধ্যার

দিকে তাকায়, আর বার নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত মোহনের সহিত কোলা-কুলি করে।

মোহন প্রথমে কথা বলিল,—

তার পর ?...ভায়া, কেমন আছ ?

বলি,—গরীব শালা বোলে একবার আমাদের ওদিকে যেতে নেই—এই ত এখান থেকে ঘণ্টা দেড়েক দুয়েকের রাস্তা হবে। এর ত বেশী নয়। বেশ, বেশ, তারপর মামলায় জবাব-টবাব দিয়েছ ত ?

বিস্মিত-ভাবে মোহনের দিকে তাকাইয়া থাকিতে দেখিয়া মোহন বলিয়া উঠিল : ওহে, চিন্‌তে পার্‌ছ না ? আমি তোমার সেই মোহন শালা, বুঝেছ ! শৈলীর জ্যাঠ্‌তুতো ভাই ? অস্ফুট স্বরে রমল বলিলেন, শৈলী ! তৎপরে পুনরায় দৃষ্টিপাত করিলেন মোহনের পশ্চাতের দিকে,—তখন সন্ধ্যার মুখখানি বেশ পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল। কিন্তু তাহার শুষ্ক-রুগ্ন মুখ দেখিয়াই তাঁহার বুকে কে যেন সজোরে একটী ধাক্কা দিল।

বুঝিতে পারিয়া মোহন বলিল,—আরে। মেয়েমানুষে যদি স্বামীর জন্যে ভেবে ভেবেই রোগা হয়ে যায়, তাহলে কেউ কি বারণ কর্‌তে পারে তাকে, ভায়া ?

মোহন ফিরিয়া সন্ধ্যাকে বলিল,—দাঁড়িয়ে আছিস্ কি রে ? তোর বাড়ী, তোর্ ঘর, তোর্ দোর, তুই সব দেখে শুনে নে। (রমলকে ও নিজেকে দেখাইয়া) আমরা এখন তোর অতিথ্। আমাদের বসা, খাওয়া, আপ্যায়িত কর্।

ইঙ্গিতটা সন্ধ্যা বুঝিল। ঝটিতি সে লজ্জা ত্যাগ করিয়া, রমলের

পায়ে গিয়া মাথা ঠেকাইল। রমল এক জোড়া স্যাণ্ডাল পরিয়াছিলেন,—টপ্ করিয়া দুই ফোঁটা তপ্ত-জল কোথা হইতে যেন তাঁহার পায়ের উপর পড়িল। কিন্তু মাথা তুলিবার আগেই, সন্ধ্যা অঞ্চলে কৌশলে, চক্ষু-দুইটা মুছিয়া মুখে হাসি আনিয়া পার্শ্বের একটা শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল।

যাইবার সময়, কাপড়ের প্যাটরাটা টানিয়া টানিয়া ঘরে লইয়া যাইবার বৃথা চেষ্টা করিল। রমল তখন অগত্যা মুখ ফুটিয়া বলিয়া উঠিলেন,—থাক্ থাক্ বেয়ারাকে বল্‌ছি, জিনিষ-গুলো ঘরে তুলে দেবে অখন।

সন্ধ্যার বুকের ঝড় একটু শান্ত হইল।

মোহন হাসিয়া উচ্চ গলায় বলিল,—এই ত চাই পুরুষ মানুষের। নারীকে যে প্রত্যাখ্যান করে, সে পুরুষ পুরুষই নয়। জানত, আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা কটা কোরে বিয়ে কর্‌তেন আগে? তাই বোলে কোন স্ত্রীলোককে তাঁরা অবহেলা কর্‌তেন?

রমলের অন্তরে বিজলী খেলিয়া গেল। এতক্ষণ বাদে তাঁহার মনে পড়িল, মোহনদার পায়ের ধূলাটা লওয়া হয় নাই,—যেহেতু তাহার বয়স প্রায় চল্লিশের কাছ ঘেঁষিয়া আসিয়াছে, আর তাঁহার নিজের বয়স ত্রিশের ঊর্দ্ধে উঠে নাই।

পায়ের ধূলা লইতে গেলে মোহন বলিল,—থাক্ থাক্ এই হয়েছে। শৈলী খুসী হ'লেই আমি খুসী। আরে, ভাই ওর চেহারা আর দেখ্‌তে পারি না, রোগ নেই, বালাই নেই,—এম্‌নি এম্‌নি শুকিয়ে যাচ্ছে ও, শুধু, শুধুই,—বুঝ্‌তে পার্‌ছ ত কেন?

রমল বলিলেন,—বসুন, দাদা।

— হঁ্যা, বসি।

রমা বাথরুমে ছিলেন,—অত্যন্ত বেসামাল অবস্থায়। বাহিরে যে একটা কিছু ঘটিয়াছে তাহা ভিতর হইতে বেশ বুঝিতে পারিতেছিলেন,—কিন্তু স্নান-বিলাস ও গাত্র-মার্জ্জনা শেষ না করিয়া বাহির হওয়া যায় কিরূপে ?

তবু ক্ষিপ্র-হস্তে, প্রসাধন-সমাপনান্তে, একখানা ভেলভেট্-পাড় রঙ্গিন শাড়ী কোন মতে তনুলতায় জড়াইয়া নগ্নপদে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিলেন,—একেবারে সটান্ ড্রইং রুমের মধ্যে।

সংবাদ-পত্রের ছবি দেখিয়া মোহন তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াই বলিল,-দিদি, আজ আমরা তোমার বাড়ীতে অতিথি, দেখো, ভাই, আমার বোন্‌টার সব ভার তোমার উপর দিলুম।

বিস্মিত হইয়া রমলের মুখের দিকে রমা তাকাইলেন।

রমল যেন নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত, ভীত-স্বরে বলিলেন,– ইনি হচ্ছেন আমার জাঠ্‌ত শালা,—বোন্‌কে সঙ্গে করে এনেছেন।

মুহূর্ত্তের জন্য রমার মুখে একটা কালীর ছাপ পড়িল। কিন্তু পর-ক্ষণেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন,—বেশ ত, খাওয়া দাওয়া করে যাবেন ত ?

—আর দিদি আমার আবার খাওয়া-দাওয়া। যেখানে হোক্ বসে পড়্‌লেই হোলো। বলুন না পেলিটীর বাড়ী, তাই তাই-ই সই। আর বলুন চামারের বাড়ী,—তাতেও রাজী আমি।

—বেশ, তবে বাবুর্চ্চিকে বলে দিই আপনার জন্যে একটা প্লেট ঠিক রাখ্‌তে।

আজ্ঞে, সে তোমার অতিথ-ধর্ম্ম দিদি !

বলিয়া মোহন হাসিয়া ফেলিল।

রমা পশ্চাৎ ফিরিয়া বাবুর্চ্চিখানার দিকে যাইতে সুরু করিলেন। ইতিমধ্যে মোহন তাঁহাকে শুনাইয়া উচ্চ-গলায় রমলকে বলিতে লাগিলেন,—দেখ ভায়া, তোমাদের ব্যাপারটা কাগজে পড়ে আমার মনে হল,—এ সময় তোমাদের মামলায় জবাব দেওয়ার জন্যেও অন্ততঃ, শৈলীকে তোমাদের ভেতর রাখা খুবই দরকার।

কথা-কয়টা কর্ণে যাইতেই রমা ফিরিলেন। অর্দ্ধ-পথেই আসিতে আসিতে বলিয়া উঠিলেন,—বেশত, বেশত সে ত ভালই করেছেন। আগে কি জান্‌তুম আমি,—রমল বিবাহিত। তা'হলে কবে ওর স্ত্রীকে আনিয়ে ঘর সংসার পাতিয়ে দিতুম।

সহসা দুই-হস্তে সজোরে তালি দিয়া মোহন উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল,— এই ত চাই, রমা দেবী, এই-ই চাই। এই-ই না হলে,—আবার নারী? ধন্য, দিদি, তোমার শিক্ষা, দীক্ষা, তোমার অন্তরটুকু পর্য্যন্তও,—সব! সাধে কি বলে,—সম্ভ্রান্ত-ঘরের শিক্ষিতা-মহিলা!

রমলের অন্তর হইতে, জড়তা যেন কমিল!

ড্রইং-রুমে নারীর কণ্ঠস্বর পাইয়া, কুতূহলী সন্ধ্যা ঘরের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

তাহার অন্তরটাও একটু শীতল হইল।

মোহনও আবার বলিয়া উঠিল,—আমার শৈলীরাণীও শিক্ষিতা, দিদি,—ম্যাট্রিক-পাশ-করা মেয়ে ও। তবে, তোমার মত অত শিক্ষা ওর হয় নি। এটা আলবৎ বল্‌তেই হবে।

সন্ধ্যা এতক্ষণে সাহস পাইল। সহসা ড্রইংরুমে প্রবেশ করিয়াই রমার মুখের দিকে স্মিত-হাস্যে, তাকাইয়াই মস্তক-অবনত করিয়া রমার পদধূলি লইল,—মুখে শুধু একটা অস্পষ্ট-শব্দ হইল,—দিদি !

কিন্তু পোড়া-চক্ষু তাহার বশ মানে না। হু-হু করিয়া দুই চারি বিন্দু-অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। রমা তাহাকে অবনত মস্তক অবস্থায় ধরিয়া তুলিয়া বলিয়া উঠিলেন,—শিক্ষিতা হয়েও এখনও পায়ের ধূলো নিতে হয় বোন্। এস, এস।

তাহাকে আলিঙ্গন করিবার কালে,—কৌশলে এবারও সন্ধ্যা চক্ষুজল অপসারিত করিল।

মোহন আনন্দে "হুল্লোড়" ধ্বনি করিয়া উঠিয়াই বলিয়া উঠিল,—

জয়, রমাদেবীর জয় ! জয়, রমাদেবীর জয় ! জয়, তারই জয় ! তৎপরে নিম্নগলায় বলিল,—আমি বল্‌ছি তুমি অব্যর্থ মামলা জিত্‌বে, দিদি। উল্টে কিছু টাকাও পাবে।

সংবাদপত্রের সংবাদটুকু লইয়া মোহনদের আফিসে যে আলোচনা চলিয়াছিল, তাহাতে নিজেদের মধ্যে ফলাফল সম্বন্ধে যেটুকু মন্তব্য গৃহীত হয়, তাহারই ইঙ্গিতটুকু মাত্র করিল সে ওই-খানে।

এইবার মোহন গাত্রোত্থান করিয়া বলিল,—

যাক্, দিদি, এবেলা আর আহার-টাহারের যোগাড় কোরো না। ফির্‌তে কত বেলা হবে, জানি না। যাচ্ছি, একবার বাকিংহাম্ আর উইলিয়ম্‌শানের টেবলে খবরের যোগাড়ে—আস্‌ছে শনিবার একটা দাঁও মার্‌তে হবে তো ?

গালে হাতে দিয়া রমা হাসিয়া বলিলেন,—

ওমা, আপনি আবার রেশও খেলেন, দেখ্‌ছি। আচ্ছা, বেশ, বেশ, ওবেলা কিন্তু আপনার এখানে আসা চাই-ই চাই।

মোহন দ্রুত-পাদক্ষেপে বাহির হইয়া গেল। তাহার পাদচালনার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রমা বলিয়া উঠিলেন,—

—বেশ, তোমার শালাটী বেশ ত; খুব আমুদে। এমন একটা লোক পেলে, মজলিসটা রোজ বেশ জমে-ই ওঠে।

রমা-রমলদিগের পক্ষ হইতে প্রতিবাদটুকুর নামটী পর্য্যন্তও উত্থাপন করিবার অবসর না দিয়াই যেরূপভাবে হাসিতে হাসিতে অবলীলাক্রমে একটী গুরুতর বোঝা তাঁহাদিগের উপর চাপাইয়া দিয়া স্বচ্ছন্দভাবে মোহন চলিয়া গেল, তাহাতে উভয়েই প্রশংসমান-দৃষ্টিতে তাহার দিকে না তাকাইয়া থাকিতে পারিলেন না।

কিন্তু সে দৃষ্টিব'হির্ভূ'ত হইয়া গেলে, তাঁহাদিগের উভয়ের :বুকের মধ্যে কিসের যেন একটা গুরুভার চাপিয়াছে, মনে হইতেছিল,—হ্যাঁ, প্রথমটা যতই লঘু বলিয়া ঠেকুক্ না কেন, ভারটা যে অবশ্যই বেশ ভারী গোছের—সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নাই!

কয়েক-মুহূর্ত্তের নীরবতার মধ্যে একটু ম্লান-হাসি হাসিয়া রমা বলিলেন,—এস, বোন্, বেলা হয়ে গেল, কাপড়-চোপড় ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে, স্নান-টান কোর্‌বে এস।

বলিয়াই তাহার হস্তাকর্ষণ করিয়া অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

২৩

মোকর্দ্দমায়, ব্যভিচারের কথা অবশ্যই রমা—রমল উভয়েই অস্বীকার করিলেন। উপরন্তু, রমা বিবাহ-রদের আর এক গুরুতর কারণ দাবী করিলেন—মিঃ অ্যালফ্রেড্ চৌধুরী, মিস্ ক্যাথারাইনের সহিত শুধু ব্যভিচার অপরাধে অপরাধী নয়,- গত দুই বৎসরের উপরি-কাল হইতে খোরাকী আদি কিছু না দিয়া নির্ম্মমভাবে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবার দোষে দোষীও।

কাজেই ক্যাথারাইন্ও ওই মোকর্দ্দমায় পক্ষভুক্ত হইয়া গেলেন। মিঃ অ্যালফ্রেড্ চিন্তিত না-হইয়া উঠিতে পারিলেন না।

এতদ্ব্যতীত এটর্ণীদের পরামর্শে, গত আড়াই বৎসর যাবৎ কোনও খোরাকী-আদি না পাওয়ায়, রমা alimony (অ্যালিমনি) বাবদ, হিসাবে ১২০০০৲ টাকার দাবীতে একটা দরখাস্তও পেশ করিলেন।

ওদিকে, এটর্ণি ও ব্যবহারজীবীদিগের পরামর্শে, মিথ্যা হইলেও, রমা নিষিদ্ধ-সম্পর্কটুকু সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন,—উদ্দেশ্য যদি ওই একমাত্র কারণেই, কোনও পক্ষ হইতে কোনও কলঙ্কের বিস্তারিত প্রমাণ আদালতে উপস্থিত না হইয়াই বিবাহ-বিচ্ছেদ বা বিবাহ-বাতিল যাহা হ‌উক,—একটার পক্ষে ডিক্রী হইয়া যায়।

মোকর্দ্দমার শুনানি-দিবসে, খাস্ বিলাতী-জজ উপস্থিত বিলাতী মেম মিস্-ক্যাথারাইন্কে এ-হেন বিশ্রী-রকমের মামলায় জড়িত দেখিয়া, বেশীদূর অগ্রসর হইবার পক্ষে আর আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না।

উভয়-পক্ষের স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করিয়া, নিষিদ্ধ-সম্পর্কীয় দুই একটা প্রমাণ,—অবশ্যই সাজান বলিতে হইবে, গ্রহণ করিয়াই রমা ও মিঃ অ্যালফ্রেড্ চৌধুরীর বিবাহ-বন্ধনটুকু বাতিল, না-মঞ্জুর ও বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করতঃ ডিক্রী দিলেন।

অতএব বিবাহ-রদের ডিক্রীর জন্য আর আলাহিদা শুনানী হইল না। ফলে উভয়-পক্ষের খুবই সুবিধা হইয়া গেল।

রমল বাঁচিয়া গেলেন,—সংবাদ-পত্রগুলির মারফৎ কলঙ্ক-প্রচারের বিস্তারিত-বিবরণ-সমূহের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া!

আর এদিকে,—ব্যারিষ্টারের উপর মিঃ চৌধুরীর নির্দ্দেশ ছিল যে, অ্যালিমনির টাকার সংখ্যা লইয়া তিনি যেন বিশেষ বিবাদ না করেন,—রমাদেবীর সহিত। অতএব দরখাস্তকারীর ব্যারিষ্টার মিঃ সাকসেনার স্বীকারোক্তিতে জজ-বাহাদুর রমাদেবীর সাপক্ষে ভ্রমবশতঃ অ্যালিমনি বলিয়া ১২০০০৲ টাকার ডিক্রী মঞ্জুর করিলেন, কিন্তু খরচার কোনও ডিক্রী কাহারো বিপক্ষে দিলেন না।

ইহার পর,—ডিক্রীটা পাকা করিবার জন্য জজবাহাদুর মামলার সমূহ-নথী পত্র হাইকোর্টে ফেরৎ পাঠাইলেন।

হাইকোর্ট মন্তব্য প্রকাশ করিলেন,—যখন বিবাহ-রদের ডিক্রীটা ঘোষণা করা হয় নাই, তখন ঐ নথী-সমূহ হাইকোর্টে না পাঠাইলেও চলিত। যাউক্, তথাপি যখন উহা আসিয়াছে, তখন একবার পর্য্যবেক্ষণ করাই দরকার।

পর্য্যবেক্ষণে ইহাই হাইকোর্টের দৃষ্টিগোচর হইল যে,—বিবাহ-রদ মামলার শুনানী না হওয়ায়, অ্যালিমনি বলিয়া যে ১২০০০৲ টাকার

ডিক্রী নিম্ন-আদালত দিয়াছেন, তাহা অতঃপর আর অ্যালিমনি বলিয়া আইনে গণ্য হইবে না, উহাকে সাধারণ মনিডিক্রী বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। অ্যালিমনি-হিসাবে ঐ টাকাটা প্রতিবাদিনীর প্রাপ্য না হইলেও, দরখাস্তকারীর এতাবৎ কাল মাসহরা না দিবার কারণ খেসারৎ হিসাবেও তিনি উহা দিতে বাধ্য। উপরন্তু মিঃ চৌধুরী আপনা-হইতেই প্রতি-বাদিনীর নামে আদালতে টাকা-কয়টা জমা দিয়াছেন।

যাহা হউক-আইনের কথার মারপ্যাচ্ লইয়া ডিক্রীর মূল-বিষয়টুকু আসলে রদ্ বদল না হওয়ায়, হাইকোর্টের রায় শুনিয়াও রমা-রমল উভয়ে উৎফুল্ল হইলেন। সানন্দে মোটরে চড়িয়া বাটী ফিরিবার কালে, রমা বলিয়া উঠিলেন,—

রমল, আশা করি কলঙ্ক-প্রকাশের যেটুকু আশঙ্কা তোমার হয়েছিল এতদিন, আজ তা' সম্পূর্ণ দূর হল। চল বরং 'ব্যাক্‌ওয়াচ্' আফিসে গে, তোমার সম্বন্ধীয় কলঙ্কটা যতদূর সম্ভব দূর কর্‌বার চেষ্টা করে, কালকের কাগজে রিপোর্ট ছাপাবার বন্দোবস্ত করি গে।

আপত্তি করা দূরে থাকুক্, প্রস্তাবটা রমলের খুবই মনোনীত হইল।

তাঁহারা উভয়ে 'ব্যাক্‌ওয়াচ্' আফিসে গিয়া—যে রিপোর্টটুকু, লেখাইয়া এ বারে সম্পাদকের সহি করাইয়া ছাপাইতে দিয়া আসিলেন, তাহার মর্ম্ম মামলার অন্যান্য বর্ণনার উপসংহারে, এই :—

রমল-সরকারের নামে ব্যভিচারের যে কলঙ্কময় দাগ এই মামলায় লেপিত হইয়াছিল,—আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে—তাহা এতদিনে সম্পূর্ণ বিদূরিত হইল। যেহেতু হাইকোর্টের রায় এই যে,—শ্রীরমাদেবী, —মিঃ অ্যালফেড্ চৌধুরীর আদৌ বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন না। অতঃপর,

আমরা আশা করি যে, সমস্ত পুস্তিকা তাঁহাদিগের মন-গড়া কলঙ্ক-কাহিনা লইয়া বাজারে বিক্রীত হইতেছে, তাহা অচিরাৎ ভবিষ্যতে একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। বলাই বাহুল্য, কোনও পক্ষ কাহারও নামে ব্যভিচারের কোনও প্রমাণ উত্থাপিত করেন নাই। অতএব, তাঁহাদিগের সম্বলিত কোনও কলঙ্ক প্রকাশ করা ভবিষ্যৎ-প্রকাশকারীর পক্ষে খুবই বিপজ্জনক হওয়ার সম্ভাবনা। ইহাই আমাদের সতর্ক-সূচক বাণী!

ফিরিবার পথে, সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে! শীতের কন্‌কনে বায়ু নিবারণ-জন্য মটরের হুড্‌টা ফেলা হইয়াছিল। গাড়ী সার্কুলার রোডের উপর দিয়া হন্‌ হন্‌ করিয়া ছুটিয়াছে।

রমার পার্শ্বে রমল বসিয়া!

উভয়েই নীরব। বোধ হয় আপনাপন-হৃদয় অনুসন্ধানে তৎপর। রমার বুকে আনন্দ ধরিতেছিল না, তাঁহার মনে হইতেছিল,—এতদিনে সত্যই তিনি মুক্ত,—সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দশীলা,—বিবাহ-শৃঙ্খলের দায় হইতে উদ্ধার পাইয়া বনের পাখীর মতই সম্পূর্ণ স্বাধীনা! কী-আরাম!

কিন্তু, যে—রিপোর্ট্‌টা রমল অনেক চেষ্টা-তদ্বিরের পর 'ব্যাক্‌ওয়াচ্‌ আফিসে লেখাইয়া আসিলেন, তাহা সহসা স্মরণ করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলের একটা কোণ কেমন যেন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিতে লাগিল। তিনি মনের কথা বলিয়া ফেলিলেন,—

দেখ, রিপোর্ট্‌টা, যা' লেখালে, তাতে তোমারই দোষস্খালন হল বটে। অতএব অতঃপর, তুমি কি আমায় মিঃ চৌধুরীর এতকালের রক্ষিতা উপপত্নী বোলেই ঘৃণা কোর্‌তে থাক্‌বে?

আবেগভরে রমল বলিয়া উঠিলেন,—

ছিঃ, ছিঃ, তুমি কি-যে বল, রমা, তার ঠিক নেই। আমায় কি এতই হীন ঠাউরিয়েছ ?

রমা আশ্বস্তা হইলেন।

কম্পিত কণ্ঠে-রমল বলিলেন,—

মামলা মিট্‌ল, বিপদ্ কাট্‌ল, টাকাও কিছু পেলে, তোমার দুঃখের নিশি যা' হক্ এতদিনে অবসান-প্রায়ও হল। এখন বল, রমা, এর পর, কি কোর্‌বে, স্থির কোরেছ ? তোমার ভবিষ্যৎ কার্য্য-ধারাটাই কি বা ?

—কি আর কর্‌ব, বল, রমল। আপাততঃ টাকা ক'টা তুলে নিয়ে, বালিগঞ্জের না-হয় আলিপুরের দিকে একটা ছোট-খাট বাড়ী কিন্‌ব, মনে কর্‌ছি। বাড়ী-ভাড়াটা দেওয়া বাস্তবিকই কল্‌কেতা সহরে, ভয়ানক কষ্টকর্, দেখ্‌তেই তো পাচ্ছ ?

—তার পর ?

—তার পর, তুমি তো আছই, রমল। তুমিও কি আমায় ত্যাগ কোর্‌বে, বল, বল, সত্যি কোরে বল ?

কথা-কয়টী রমা আবেগভরে বলিয়া উঠিলেন।

রমল প্রত্যুত্তরে বলিয়া উঠিলেন,—

—কেন, রমা,—মিঃ সান্ন্যাল ? শুনেছি, তিনিও না কি বি-পত্নীক ; এই বয়সে আবার বিবাহ কোর্‌বেন বোলে ঘোষণাও কোরেছেন।

কুসুমপেলব হস্তের দ্বারা রমলের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া রমা বলিয়া উঠিলেন,—

পুরুষ-মাত্রেই কি নিষ্ঠুর হতে হয় রমল ! ছিঃ, ছিঃ, কি কোরে তুমি

অমন কঠিন কথাটুকুন্ বল্লে, বল দিকিন্? তুমি কি আমার অন্তরটা, এতদিনেও চিন্তে পার নি?

রমল বলিলেন,—চিন্তে পারলুম না-হয় একরকম। কিন্তু, আমি কি তোমায় সুখী কোর্তে পার্ব্ব, রমা? যদিই তা পাত্তুম, তা' হলে কি তোমায় ১০০৲ টাকার মাইনের চাক্‌রীটা খুঁজে নিতে হোত! তার ওপর, আমি যে বিবাহিত?

—দেখ, রমল, তুমি কি ভুলে যাচ্ছ যে, আমি হিঁদুর মেয়ে,—আমার বাপ ছিলেন গোঁড়া হিঁদু। শুধু, বিলাসেই প্রতিপালিত হয়েছি, এই না? দুঃখ-কষ্ট কি জীবনে সইতে পার্ব্ব না তুমি মনে কর? আর দুঃখ্-খু-কষ্টই বা কি এমনতর হবে, আমার বল? বিলাসের খরচাটা একটু কমান, এই তো, এ ছাড়া আর কী কষ্ট, বল? কিন্তু, তোমার সাহচর্য্যে, আমার অন্তরে স্বর্গের যে দ্বারটুকু খুলে গেছে, তার কাছে ওসব দুঃখ্-খু দুঃখ্ তো নয়, রমল।

রমল একটু নড়িয়া বসিলেন,—তাঁহার কণ্ঠ হইতে, রমার হস্ত-দুইখানা এলাইয়া পড়িল। ক্ষুণ্ণ-স্বরে রমল বলিলেন,—

কিন্তু এখনও যে আমার স্ত্রী বর্ত্তমান? আমি তোমায় কি কোরে সুখী কর্ত্তে পারি বল?

—ওঃ, তাই! ছোঃ তুমি কি জান না,—হিঁদুর মেয়ে ভাল জিনিষটা পেলে কখনো সে তা একা ভোগ করে না? পাঁচজনকে দিয়ে, প্রসাদটুকুন্ যা' থাকে, তাই-ই সে আদর কোরে অম্লান-বদনে মাথায় তুলে নেয়?

—রমা! রমা! রমা! তুমি কী এতই সুন্দর!

বলিয়া রমল তাঁহার কটিদেশ বেষ্টন করিয়া, ধীরে ধীরে স্বীয় বক্ষোপরি

তাঁহার মস্তকদেশ আনয়ন করিয়া তাঁহার গণ্ডে তপ্ত-অধরদেশ স্পর্শ করিলেন।

দীর্ঘকাল-সঞ্চিত চিত্তের রুদ্ধগিরি-প্রস্রবণ, ওই সামান্য-স্পর্শেই উদ্দাম হইয়া উঠে! ছুটিয়া বাহির হইতে চাহে যেন!

অন্তরের সহিত অন্তরের ভাষা-কতক্ষণ যে বিনিময় হইতেছিল, তাহা তাঁহাদিগের স্মরণই হয় না। গাড়ী চলে—হু হু শব্দে অবিরাম-গতিতে। --ওই দুইটী-প্রাণী ছাড়া জগতে যে আর কিছু আছে তাহা তাঁহাদের মনেই হয় না—যেন অপার, জনমানবহীন-বারিধি-বক্ষে উভয়েই সুখে ভাসমান্ প্রায়!

শিয়ালদহের মোড়ের নিকট, লোকালয়-সমীপে মটর আসিয়া পঁহুছিলে, রমলের চমক ভাঙ্গিল, রমল বলিয়া উঠিলেন,—

আমরা এবার লোকালয়ের মধ্যে এয়েছি।

রমলের বাহুপাশ হইতে, ঊর্দ্ধাঙ্গ মুক্ত করিতে করিতে, আপন-মনেই রমা বলিয়া উঠিলেন,—

যে সৌন্দর্য্যে তুমি মুগ্ধ হয়েছ বোলেছ, তার উৎসটুকুন্ কোথায় তা' জান রমল?

রমার মুখের দিকে তাকাইয়া, আকুলভাবে রমল বলিয়া উঠিলেন,—

সে আর বোল্‌তে হবে না, রমা! সব বুঝেছি,—

বাধা-দ্বিধা-দুকুল-প্লাবী প্রেমের উৎসই তোমার অন্তরকে অমন সুন্দর-তম কোরেছে,—এই-ই বোল্‌তে চাও বুঝি, না?

বলিয়াই মৃদু হাস্য করিলেন।

সহসা নিদ্রোত্থিতার ন্যায় রমা বলিয়া উঠিলেন,—

চল, একবার বাড়ী ঢোক্‌বার আগে, সন্ধ্যার কাছ থেকে হোসে যাই। ডাক্তার বোলে গেছেন,—অবস্থা তার ভাল নয়,—থাইসিসে ধরেছে তাকে।

রমল চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন,—ওঃ তাকে থাইসিসে ধরেছে! চল, তবে যাই।

আবার কিয়ৎকালের জন্য নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল।

রমা বলিলেন,—

তোমায় তো কদ্দিনই বলেছি,—সন্ধ্যাকে অপর বাড়ীতে, একটা গেরস্ত-সংসারের মধ্যে রেখেই তোমার সব কর্ত্তব্য-টুকুন্ একেবারে শেষ হয়ে যায় নি—রোজ অন্ততঃ একটীবার কোরেও গিয়ে দেখে এসো। আহা! বেচারা! তার থাইসিসের গূঢ় কারণটুকু কি জান? তোমায় কাছের গোড়ায় না পেয়ে ভেবে-ভেবেই, না-খেয়ে, না-দেয়ে, দেহের ওপর যত্ন-আত্তি,—দরদ্ না কোরে, অত্যাচার কোরেই না হয়েছে তার অমনতর কাল-ব্যাধি?

অনুতপ্ত-স্বরে রমল বলিলেন,—

ওঃ এতদিন তা' বুঝ্‌তে পারি নি, রমা।

'ও যদি, যায়'—ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিবার পর, রমল যেন পুনঃ সাহসে ভর করিয়াই বলিয়া উঠিলেন,—তা' হলে, বুঝ্‌ব, আমার অবহেলাতেই একটা ফুল কোথায় ঝরে পড়ে গেছে!

রমা তখন ড্রাইভারকে পথি-নির্দ্দেশ দিতেছিলেন। মটর আসিয়া নির্দ্দিষ্ট-স্থানে দাঁড়াইল,—তাঁহারা অবতরণ করিলেন।

২৪

রমা-রমলদের সহিত একবাটীতে অবস্থানকালে, সন্ধ্যার কোনই দুঃখ ছিলনা। যদিও সে রমলকে আপন শয্যাপার্শ্বে প্রত্যহ পায় নাই, তবু এইটুকু ভাবিয়া সে আশ্বস্ত হইয়াছিল যে, তাহার স্বামী, ব্যভিচারী নয়,—অন্ততঃ সংবাদপত্র বা পুস্তিকায় যেমনতর লিখা আছে।

সন্ধ্যা ও রমা একই বিছানায় একত্রে শয়ন করিত। রমার সহিত তাহার বেশ সম্প্রীতি জন্মিয়াছিল। রাত্রে সে কখন কখন রমাকে প্রাণভয়ে আঁকড়াইয়া,—জড়াইয়া শুইয়া থাকিত।

রমল পার্শ্বের কক্ষে শয়ন করিতেন।

কিন্তু বাটীতে মুসলমান বাবুর্চ্চি-আয়ার সমাগম থাকায় আহারের সময় তাহার একটু নিখুঁত-নিষ্ঠা প্রকাশ পাইত।

স্বহস্তে কয়েকদিন পাক করিয়া সকলকে সে খাওয়াইল। তাহার রন্ধন-পটুতায় সুস্বাদু-আহার্য্য-গ্রহণে, রমা একদিন আবেগভরে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বসিলেন, বলিলেন,—

মনটী যার না-ভাল, সে কি বাঁধতে পারে ভাল? তোমার রান্নার প্রতি গ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে তোমার মনটুকু যে কত নির্ম্মল, তা যেন কাজের মধ্যে থেকেই বেশ বুঝতে পাচ্ছি।

কিন্তু একই গৃহ মধ্যে শুচি আর অশুচি,—দুই-ই থাকা চলে না।

সন্ধ্যা ইংরাজী-শিক্ষায় শিক্ষিতা হইলেও, কুসংস্কারের হস্ত হইতে নিজকে এড়াইতে পারে নাই। অভিজ্ঞতায় সে বেশ হাড়ে হাড়ে

বুঝিয়াছে,—তাহার স্বামী আদি যাহাকে কুসংস্কার বলেন, সত্যই তাহা কুসংস্কার নহে,—তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে আজ তাহাকে অমনতর অবস্থায় পতিত হইতে হইত না।

এমন হইত,—কখন কখন তাহার জল, তাহার বাসন-কোসন অস্পৃশ্যরা অসাবধানে ছুঁইয়া বসিত, ফলে, তাহাকে কোনও কোনও দিন, নীরবে নিরম্বুতে কাটাইতে হইত। হাজার হউক, রমল পুরুষ-মানুষ,— —ওসব সংবাদের ধার ধারিতেন না।

বিলাসিনী হইলেও নারী রমার চক্ষুতে কিন্তু ওই সব এড়াইত না। তাহার ওইরূপ নীরব-নিরম্বু-অনশনে ও কৃচ্ছ্রসাধনায় মনে মনে বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন।

কাজেই সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া নিকটের একটী হিন্দু-গৃহস্থের সংসারে একখানি দ্বিতল-কক্ষ অনেক চেষ্টা করিয়া ১০৲ টাকা ভাড়ায় তাহার জন্য সংগ্রহ করিলেন।

সন্ধ্যা সেইখানে গিয়া একটী দাসী-সহ একাকিনী বাস করিতে লাগিলেন।

রমা, তাহার অভাব-অভিযোগের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া সাধ্যমত দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হইতেন।

রমার মনে এইটুকু সহানুভূতি জাগ্রত ছিল,—যে ধনে তিনি নিজে বঞ্চিত হইয়া কাঙ্গালিনী-প্রায় হইয়াছিলেন সেই ধনেই কি ওই তরুণীকে তিনি নিজ হইতে বঞ্চিত করিয়া পাপের ভাগী হইবেন? এজন্মে,—শুধু শুধু যে-অপমান, যে-দুঃখ তাঁহার কপালে ঘটিয়া গিয়াছে, তাহাই কি আবার সঞ্চয় করিয়া রাখিবেন, পরজন্মের জন্যও?

জোর করিয়া রমা, রমলকে সন্ধ্যার নিকট পাঠাইয়া দিতেন। রমল আবার সময়ে সময়ে বিপরীত ভাবিয়া বসিতেন,—বুঝি রমা তাঁহার নিকট হইতে মুক্ত হইবার জন্যই এইরূপই করিতেছেন বা!

একদিন রমল যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া অভিমান করিয়া পড়িয়া রহিলেন। বলিলেন,—সেখানে গিয়ে তো শুধু রাতই জাগ্‌তে হয়,—প্রায়ই মাথার যন্ত্রণায় জ্বরে ছট্‌ফট্ করেত,। আমি গিয়ে তার কি,—কোর্‌ব বল। তুমি আমাকে এড়াবার জন্যই বুঝি এই সব ফন্দী করেছ!

চক্ষুজলে ভাসিতে ভাসিতে রমা বলিয়া উঠিলেন,—আমি তোমায় অত ভালবাসি বোলেই না তোমায় অমন কেরে পাঠাতে পারি গো! তা' না হলে, কার এমন বুকের পাটা হত যে, তোমায় অমন কোরে ছেড়ে দিতে পার্ত্ত?

সেই অবধি রমল আর আপত্তি করিতেন না। রাত্রে যথাসাধ্য সন্ধ্যার সেবা করিতেন। আর সন্ধ্যা, স্বামীকে কাছের গোড়ায় পাইয়া পাছে তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত হয় সেই ভয়ে কোনও কথা মুখ ফুটিয়া বলিত না,—বা দেহের যাতনার ইঙ্গিতটুকু পর্য্যন্তও জানাইতে চাহিত না।

কিন্তু যে-দিন হইতে ডাক্তার বলিয়া গেলেন,—সন্ধ্যার রোগ দুঃসাধ্য, সেইদিন হইতে রমা নিজ হইতে সন্ধ্যার কক্ষে গিয়া আশ্রয় লইলেন,—রমলকে নানা-অনিছলায় নিকটে যাইতে দিলেন না।

রমল প্রথম প্রথম ভাবিয়া কূল পাইলেন না;—রহস্যময়ী নারী-চরিত্রের একি আবার একটা নূতন রহস্য!.........

'ব্যাক্ওয়াচ' আফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া সন্ধ্যার প্রকোষ্ঠে উভয়ে উপস্থিত হইতে দেখিয়া 'শয্যাশায়ী' সন্ধ্যা বলিয়া উঠিল:—(স্বামী প্রতি,—কয়েকদিন আসেন নাই স্মরণ করিয়া)

এসেছ, বস,—ওই চেয়ারটায় বস।

রমল ক্রমশঃ তাহার শয্যার নিকটে যাইতেছিলেন। সে নিজেই নিষেধ করিয়া বলিল,—উঁহু, এস না,—আর এগিয়ে এস না আমার কাছে। আমার যক্ষ্মা ধরেছে, জান? ডাক্তার দিদিকে ফিস্‌ফিস্ কোরে যা' বল্‌ছিল্, সব আমি শুনেছি, সেদিন। আর বোধ হয় বাঁচ্‌ব না, গো, বাঁচ্‌ব না। ম'লে, আগুনটা দিও শুধু মুখে!

বলিয়া স্বামীরদিকে করুণ-দৃষ্টিতে তাকাইল। তৎপরে তাহার চক্ষু হইতে তপ্তাশ্রু ঝরঝর-ধারায় ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

রমা বলিয়া উঠিলেন,—কেঁদনা, বোন্, তুমি কেঁদনা। তুমি সেরে উঠ্‌বে, ভয় কি, সেরে উঠ্‌লেই আবার ঘরসংসার কোর্‌বে,—দেখে আমিও সুখী হব অখন্।

সহসা অশ্রুজল নিরোধ করিয়া বিস্মিতভাবে সে রমার দিকে তাকাইল। তাহার দৃষ্টিতে অবিশ্বাসের ধারাই ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। হাসিয়া রমা বলিয়া উঠিলেন,—

সত্যি, বোন্, সত্যি, যা' বোলেছি সব সত্যি। তোমার সঙ্গে আমি ঠাট্টা করি নি।

কুতূহলী-সন্ধ্যা ক্ষীণ-বক্ষের মধ্যে কুতূহল-রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না, সহসা বলিয়া উঠিল,—

'আর তুমি?

হাসিতে হাসিতে রমা বলিলেন,—আমি? আমি যে খানে ছিলুম, সেইখানে যাব, বনের পাখী বনে যাব।

সন্ধ্যা বিশ্বাস করিতে পারিল না, সহসা বলিয়া উঠিল,—এই, একটু আগে মোহনদা' এয়েছিলেন, তিনি বোলে গেলেন,—তোমার বিয়েটা কেটে গেছে, তুমি নাকি মুক্ত হয়েছ,—তুমি এখন্ কুমারী!

কথাটা সত্য হইলেও, রমা ও রমল উভয়েই চমকিত হইয়া উঠিলেন। রমার মুখ হইতে সহসা বাহির হইয়া গেল,—

হাঁা, আজকের একটা রেস্-ডে ছিলো বটে, তাঁর আস্বারই কথা!

রমল সহসা চমকিত হইয়া উঠিলেও, সন্ধ্যা যেন অনুসন্ধিৎসুনেত্রে, আকুল ভাবেই তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। কিন্তু, সে তরফ হইতে কোনও পরিষ্কার সাড়া-শব্দ না পাইয়া, রমার দিকে ফিরিয়াই সে আবার বলিল,—

কিন্তু, তুমি যাই বল, দিদি, আমি আর বাঁচ্ছি না।

রমা অর্থপূর্ণ-দৃষ্টিতে রমলের দিকে তাকাইলেন। রমল বলিয়া উঠিলেন,—

না, না, তোমার কি হয়েছে, সন্ধ্যা, যে তুমি মর্‌বে। তুমি নির্ভাবনায় সেরে ওঠ,—সেরে উঠে তোমার জিনিস তুমিই বুঝে নিও।

রমা এবার হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন,—

দেখ্লে, বোন্, দেখ্লে তো। এবার আমার কথায় বিশ্বাস হবে তো?

সন্ধ্যা কিন্তু আবার কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল,—

সেকি আমার কপালে আছে, দিদি?

রমা ও রমল উভয়েই বলিয়া উঠিলেন,—

হ্যাঁ, আছে বৈ কি, নিশ্চয়ই আছে। মনে দুর্ভাবনা কিছু রেখো না, শুধু সেরে ওঠ উঠেই দেখ।

রমা আরও বলিলেন,—তখন দেখ্‌বে, সব ঠিকই আছে।

দাসী আসিয়া সংবাদ দিল,—ডাক্তারবাবু আস্‌ছেন।

সন্ধ্যা, পরণের বস্ত্রখানি সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিল।

রমা ও রমল, উভয়েই ডাক্তারকে অভ্যর্থনা করিতে কক্ষের বাহির হইয়া গেলেন।

কিন্তু, একটা কথা সন্ধ্যার হৃদয়ে কিছুতেই মীমাংসিত হইতেছিল না,—সেটা এই :—

তবে, এই তরুণী-কুমারীটা অতঃপর কি করিবে ?

... ...

দুই মাস পরে।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যার পীড়া ক্রমশঃই অশুভের দিকে চলিয়াছে।

সেদিন, দ্বিপ্রহর রাত্রে,—পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় ঘাট-মাঠ পথে, সর্ব্বত্র ফিনিক্ ফুটিয়া উঠিয়াছে ! শয্যাপার্শ্বে রমা বসিয়া ! ডাক্তার আসিয়া নাড়ী টিপিয়া বক্ষঃস্পন্দন লইয়া, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া বলিয়া গেলেন,—

পূর্ণিমার কোটাল,—নাভি-শ্বাস উঠ্‌ছে যেন ! রাত্‌টুকু কাট্‌লে হয়।

সন্ধ্যা, উদর হইতে বক্ষ পর্য্যন্ত যেন দম বন্ধ হইয়া যাইবার মতন যন্ত্রণা একটা মধ্যে মধ্যে অনুভব করিতেছিল।

যন্ত্রণার ক্ষণিক বিরাম মুহূর্ত্তে সন্ধ্যা বলিল,—

দিদি, আর কেন, এবার তাঁকে ডাক, জীবনের শেষ-দেখাটুকুন্ দেখে নিই।

রমার ইঙ্গিতে দাসী ছুটিয়া গেল, রমলকে ডাকিয়া আনিতে।

রমা একটু-অস্ফুট্ স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—

কে জানে,এত শীগ্‌গীর ডাক্তার বোলে যাবে,—যে নাভিশ্বাস উঠছে! তা' না হ'লে, মোহনদাকে আর তোমার মাকে একবার খবর দিলে হত।

সন্ধ্যা বলিল,—কিছু দরকার নেই, দিদি। আমি মায়ের অবাধ্য মেয়ে, তাঁকে শুধু-শুধু কষ্ট দিতে আর চাই না। এখন তাঁকে কাছে পেলেই আমার সব দুঃখু, সব সাধ মিটে যাবে অখন্।

বক্ষে যন্ত্রণা অনুভূত হইতেছিল। রমা বক্ষঃদেশ হইতে নাভিদেশ পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে ডলিয়া দিতেছিলেন।

সন্ধ্যা অতি কষ্টে বলিল,—

দিদি, সত্যিই নাভিশ্বাস উঠ্‌ছে বোধ হয়,—তাই যেন পেট থেকে কী একটা জিনিস উঠে, বুকটাকে আট্‌কে ধর্‌বার চেষ্টা কোচ্ছে।

রমা বলিলেন,—ওসব কিছু ভেব না, ভাব্‌লেই কষ্ট আরো বাড়্‌বে। একটু চোখ বুজে ঘুমুবার চেষ্টা কর ত দেখি।

সন্ধ্যা বলিল,—

হ্যাঁ, ঘুম? ঘুম কি আর আছে, ইদানীং, দিদি। রোগ যতই বেড়ে উঠ্‌তে স্বরু কোর্‌ছে, ততই ঘুম যেন কোথায় চলে যেতে বসেছে। এদিকে ক'দিন ধরে, এমনইতর হয়েছে যে,—যদি জোর কোরেও চোখ দুটো বুজোই ঘুমুবার জন্যে, তা' হলেও খালি দেখ্‌তে পাই,—শুধু, আলো আর আলো। সে আলো যে কী-নির্ম্মল, কী-শীতল, তা আর তোমায় কি বোল্‌ব,

দিদি। তারই মধ্যে কোথা থেকে ভেসে-ভেসে উঠ্‌তে দেখি,—তাঁরই মুখখানা। ক্রমশঃ আপনিই সেটা ফুটে উঠে, আবার সেটা মিলিয়ে যায়!

রমা গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন,—

তাই বুঝি বোন্‌, এক এক সময় অন্ধকার ঘরে আমার ভ্রম হয়,—তোমার মাথা-মুখ থেকে কিসের যেন একটা আলো বেরোয়!

—ওটা কি দিদি?

—সন্ধ্যা, সত্যই তোমার সাধনাটুকু সার্থক হয়েছে। ওটা সেই তাঁরই দেওয়া, পবিত্রতার পুরস্কার বোলেই বোধ হয়।

সন্ধ্যার চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

ঘুমের ঘোর হইতে চক্ষু মুছিতে মুছিতে, রমল আসিলেন।

সন্ধ্যার ইঙ্গিতে রমা ঘরের আরও দুইটা বিজলী-বাতি প্রজ্জলিত করিয়া দিলেন।

কক্ষের তীব্র-উজ্জলতা দেখিয়া রমল একবার গৃহের বাহিরে আকাশের তলায় দৃক্‌পাত করিলেন, মনে পড়িয়া গেল,—পূর্ণিমারঞ্জিত সেই পল্লীরজনীর কথা,—'আশা করি এ রজনীটা বিরহ-রজনী হবে না,' আর আজিকার এই পূর্ণিমা-নিশির কথা!

রমলকে দেখিয়া, সন্ধ্যা প্রাণপণ-বলে উঠিবার চেষ্টা করিল। সকলে পড়িয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিল।

তখন সন্ধ্যার ইঙ্গিতে, রমল তাহার নিকটে গেলেন,—একেবারে বক্ষের নিকট! রমা সরিয়া তাহার মস্তক-দেশের দিকে বসিলেন।

সন্ধ্যার চক্ষু দিয়া কিছুক্ষণ অবিরল-ধারায় অশ্রু ঝরিতে লাগিল। রমল ফুঁপাইয়া উঠিলেন।

রমাও নিঃশব্দে চক্ষু মুছিতেছিলেন।

সন্ধ্যা নিজের ক্ষীণ হস্ত একটী মস্তকোপরি চালনা করিতে গেলে, রমা সহসা সেটীকে ধরিয়া ফেলিলেন। সন্ধ্যাও রমার হস্তখানি ছাড়িয়া না দিয়া সেটাকে লইয়া আসিল নিজের চক্ষুর সম্মুখে,—কাজেই রমা ঝুঁকিয়া পড়িলেন। রমার গণ্ডদেশ আসিয়া সহসা রমলের স্কন্ধ-দেশ স্পর্শ করিল। রমা চমকিয়া সরিয়া বসিতে যাইতেছিলেন। সন্ধ্যা বলিল,—

দিদি তোমার আর সরে দরকার নেই, এগিয়েই এস।

বলিয়াই স্বামীর দক্ষিণ হস্তখানা লইয়া রমার ঐ ধৃত-হস্তের উপর রাখিয়া সে বলিল,—

দিদি, ইহকালের মত এঁকে তোমায় দিয়ে গেলুম। জানি, তোমাদের দুজনার মধ্যে প্রবল আকর্ষণ জন্মেছে, কিন্তু মনে রেখো,—এপারের দাবি-টুকুন্ ত্যাগ করলুম বটে, কিন্তু "ওপারের দাবি"টুকুন্ সম্পূর্ণই আমার রইল। আমি অপেক্ষা কোর্‌ব,—যতদিন না তোমার দাবীটুকুন্ মিটিয়ে উনি ওপারে আমার সঙ্গে মেশেন।

কথা-কয়টা শেষ করিয়াই সে হাপাইতে লাগিল। তৎপরে শ্রান্তি ভরে চক্ষু মুদিত করিল। তাঁহারা লক্ষ্য করিলেন,—তাহার চক্ষুর কোণে দুই-বিন্দু অশ্রু লাগিয়া আছে।

রমল বলিয়া উঠিলেন,—আর কী, সব শেষ।.....

মাসেক বাদে, শ্রাদ্ধ-সমাপ্তে, একদিন রমল রমাকে নিভৃতে পাইয়া প্রশ্ন করিলেন,—

আর কেন, রমা,—যখন হিন্দু-মতেই হবে বোলে আভাস দিয়েছ, তখন একটা পুরুৎ দেখে একটা দিন ক্ষণ দেখ্‌লে হয় না?

অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিয়া রমা বলিলেন,—

আর, কেন, ভাই, রমল। আমি তো আর সংসারে থাকব না বোলেই স্থির করেছি,—সেই বারো হাজার টাকা তোমার নামে ব্যাঙ্কে জমা দিয়েই মুক্তিফৌজে নাম লিখিয়ে এসেছি।

ব্যথিতস্বরে রমল প্রশ্ন করিলেন,—

কেন, রমা, তুমিও কি আমায় ত্যাগ কোরলে?

চক্ষু জলে ভাসাইয়া রমা বলিলেন,—

তোমাকে কি ত্যাগ কোর্তে পারি, ভাই? জীবনে মরণে, শয়নে-স্বপনে, তোমার স্মৃতিই যে আমার চির-সহচর। তোমায় কি আমি ত্যাগ কর্‌তে পারি?

ভগ্ন-কণ্ঠে রমল বলিলেন,—

তবে কেন ছেড়ে যাবে রমা,—কোথায়—কোন্ কঠোর মুক্তিফৌজের নিগড়ে?

তখনও রমার চক্ষু শুষ্ক হয় নাই। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—তোমায় যা ভালবেসেছি, তা আমার কল্পান্তেও ফুরবার নয়। তাই ঠিক কোরেছি,—'**ওপারের দাবী**' টুকুন পরিত্যাগ কোরে, শুধু এপারেই তোমায় নিয়ে সুখী হ'তে পারবো না।

বলিয়া মুক্তিফৌজে অনতি-বিলম্বে যোগদান করিবার জন্য রমা আপন বিছানাপত্রাদি গুছাইতে বসিলেন।

রমল বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—

সুপেয় পানীয়ের পরিবর্তে, মরীচিকার পিছু ছুটিতে গিয়া বুঝি বা তাঁহার সমস্ত জীবনটাই একেবারে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

সমাপ্ত